পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 4 Thursday, 4 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা ✱ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘ভোট চাইতে আসিনি, আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এসেছি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, গাজোল, ৩ ডিসেম্বরঃ এসআইআর চালুর পর থেকেই রাজ্যের বড় অংশের মানুষের মনে দানা বাঁধছে আশঙ্কা- এবার কি তবে জনসংখ্যা সুমারি ও এনআরসি-র পূর্বাভাস? অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কি তৈরি হবে ডিটেনশন ক্যাম্প? ঠিক এই ভয়ের আবহেই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে যেমন দৃঢ় আশ্বাস শোনান, তেমনই বুধবার মালদহের গাজোলের সভা থেকে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে বলেন, ‘‘আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি, আপনাদের মনের দুশ্চিন্তার কথা স্মরণ করে পাশে দাঁড়ানোর জন্য এসেছি। ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার।’’ এসআইআর প্রসঙ্গে নাম না করে মোদিকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘‘ভাবছেন গায়ের জোরে সব কিছু করবেন। জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষই কিন্তু শেষ কথা বলে। মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না।’’ এদিন বক্তৃতার শুরুতেই দূরের ট্রেন লাইনের দিকে আঙুল দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘গাজোলের এই যে ট্রেন লাইনটা এটা কিন্তু আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীনই করেছিলাম।’’ এরপর ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁর জমানায় বাংলার উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। ফি-বার ফারাক্কার নদী ভাঙন পরিস্থিতির জন্য তোপ দেগেছেন কেন্দ্রকে। ফারাক্কা ব্যারেজের সংস্কার নিয়ে

কেন্দ্রের উদাসীনতা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘বারবার চিঠি দিচ্ছি। তবু ড্রেজিং নিয়ে কেন্দ্রের কোনও উদ্যোগ নেই।’’ ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা, গ্রামীণ রাস্তায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। বার্তা দিতে চেয়েছেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলা নিজের সাধ্যমতো রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলায় কথা বললে কীভাবে বাংলাদেশি বানানোর চেষ্টা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গেও নাম না করে মোদিকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘‘বীরভূমের মেয়ে সোনালী কি বাংলাদেশি ছিল? তুমি একটা গর্ভবতী মহিলাকে পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছো। বাঙালির ওপর এত হিংসা কেন?’’ খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই, ‘‘আসলে বাংলা কব্জা করতে পারেনি বলেই বাংলার ওপর এত রাগ।’’ এসআইআর নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নামোল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘‘ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তাই চালাকি করে তিন মাস আগে এসআইআর ডিক্লেয়ার করেছে। এটা অমিত শাহ করেছে। যাতে এসআইআর না মানলে গর্ভমেন্ট ফেলে দাও!’’ খানিক থেমে শাহকে নিশানা করে মমতার ঘোষণা, ‘‘খুব লোভ না বাংলা দখল করার? মনে রেখো, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। যতই চেষ্টা করো বাংলাকে দখল করা যায় না, ওরে হ্যাংলার দল! এসআইআর করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছো!’’ এরপরই বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাতের নিদানও দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপিকে ছারপোকার সঙ্গে তুলনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ছারপোকা খাটে থাকে, কামড়ায়, যতক্ষণ না মারছেন, ও কামড়াবে। এদেরকেও রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে আর কখনও বাংলার ক্ষতি করতে পারে না।’’ বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ এনে মমতা বলেন, ‘‘আমি কমিউনাল পলিটিক্স করি না। আমি সেক্যুলার পলিটিক্স করি। সংবিধান মানি। সব ধর্মের সব মানুষকে সম্মান করি। বাংলায় সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। তাই এখানে অরাজকতা সৃষ্টি করতে দেব না।’’ তৃণমূল যে এসআইআর এর বিরোধী নয়, তা স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা তো এসআইআর বা সেনশাসের বিরোধী নই। কিন্তু যেভাবে তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছে, আমরা তার বিরোধিতা করছি।’’ প্রশ্ন তুলেছেন, কিসের এত তাড়াহুড়ো? যে মানুষটা নাগরিক তাঁকে আবার কেন প্রমাণ দিতে হবে যে সে নাগরিক? জবাবও দিয়েছেন নিজেই। মমতার কথায়, ‘‘ওরা টাকা আটকে রেখেছে, তবু আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তাই বাংলার উন্নয়নের কর্মকাণ্ড আটকে দিতে ওরা পরিকল্পিতভাবে এসআইআর এর নামে সব কিছু ভণ্ডুল করতে চাইছে।’’ সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী ফের জনতাকে আশ্বস্ত করে বলেন, ‘‘কী এসআইআর নিয়ে ভয় পাচ্ছেন না তো, মনে রাখবেন, আপনাদের পাহারাদার হিসেবে আমি সব সময় পাশে আছি।’’

‘আমরা সমর্থন করছি না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ মুর্শিদাবাদে হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নিয়ে চড়ছে পারদ। এবার মুখ খুললেন শাসকমন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। যাদবপুর বিধানসভায় এসআইআর-এর ওয়ার রুম পরিদর্শন করতে গিয়ে একথা বললেন ফিরহাদ। ফিরহাদের বক্তব্য, ‘‘আমি বা আমার দলের কেউ এই ধরনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি না। আমাদের দল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। কাউকে ঠেস দিয়ে রাজনীতি করা আমাদের দলের কাজ নয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত বা যে ধরনের বক্তব্য হচ্ছে তা আমরা সমর্থন করছি না।’’ প্রসঙ্গত, আগামী ৬ তারিখ মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে ঘোষণা করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আর সেই কাজে যদি তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ কেউ যদি বাধা দেন, তাহলে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করার ডাকও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও)-র কলার ধরার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। বলেছেন, ‘‘আগুন নিয়ে খেলতে আসবেন না। আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না।’’ কিন্তু হুমায়ুন কবীরের এই ধরনের বক্তব্য আরও চড়েছে উত্তাপ। তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্য ও কাজে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সে জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আগাম পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে রাজ্যকে চিঠিও করেছেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু দলেরই বিধায়কের মন্তব্য কোনওভাবে সমর্থনযোগ্য নয় বলে, শাসকদল ইতিমধ্যেই হাত গুটিয়েছে।

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল থাকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ প্রাথমিক শিক্ষকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বুধবার বড় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সিঙ্গল বেঞ্চের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে দিল আদালত। অর্থাৎ ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রইল। এদিন মামলার রায় দিতে গিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এভাবে ৯ বছর পর একসঙ্গে এতজনের চাকরি কেড়ে নেওয়া হলে বিরূপ নিয়োগ হয়েছিল প্রাথমিক, প্রথমে ৪২,৯৪৯ জন, পরে আরও ১৬,৫০০ জন। অভিযোগ, এই দুই পর্যায়ের নিয়োগেই বিস্তর বেনিয়ম হয়েছে। মামলাকারীরা দাবি করেন, ইন্টারভিউ থেকে মেধাতালিকা- সব ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতি হয়েছে। যদিও পর্ষদের দাবি ছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়লেও তা সংশোধন করা হয়েছে। সব পক্ষের যুক্তি শেষে এদিন নিজের চূড়ান্ত মত জানাল ডিভিশন বেঞ্চ। যার ফলে স্বস্তিতে ৩২ হাজার প্রাথমিক

সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

প্রভাব পড়বে, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। ১২ নভেম্বর শেষ হয়েছিল শুনানি পর্ব। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে এল বহু প্রতীক্ষিত রায়। স্বভাবতই স্বস্তিতে প্রাথমিক শিক্ষকরা। ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির জেরে প্রথমে বাতিল হয় সম্পূর্ণ প্যানেল। সেই রায় বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্টও। পরবর্তীতে প্রাথমিক নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগে নতুন করে মামলা ওঠে হাইকোর্টে। ২০২৩ সালে তকালীন বিচারপতি

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশিক্ষণহীন প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ ছিল, চাকরি বাতিল হলেও শিক্ষকরা স্কুলে যাবেন। পাশাপাশি তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুরও নির্দেশ দেওয়া হয়, যেখানে কেবল যোগ্য প্রার্থীরাই চাকরি পাবেন। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে পর্ষদ যায় ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের বেঞ্চ সেই চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন। তবে একই সঙ্গে নির্দেশ দেন, নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতেই হবে। এরপর রাজ্য ও পর্ষদ দু’পক্ষই সুপ্রিম কোর্টে যায় দুই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে। সুপ্রিম কোর্ট মামলা ফেরত পাঠায় কলকাতা হাইকোর্টে, নির্দেশ দেয়- বাদি-বিবাদী দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে ডিভিশন বেঞ্চ চূড়ান্ত রায় দিক। ২০১৪ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর দুই দফায় শিক্ষক। অমিত সাহা নামে এক শিক্ষক বলেন, ‘‘সত্যের জয় হল। আমরা তো চারানা পয়সা দিইনি। যে সকল আইনজীবীরা আমাদের হয়ে সওয়াল করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ। আমাদের সকলের হোমলোন রয়েছে। আমাদের বাচ্চা আছে। চাকরি বাতিল হলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।’’ এদিন হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পরই তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে এই রায় ঘোষণা করেছিলেন, তা স্পষ্ট হয়ে গেল। বিচারপতির পদে থেকে তাঁর মনে ছিল বিজেপিতে। তিনি হাইকোর্টের চেয়ারে বসে বিজেপি করছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন কিনা তা এখন আরও বড় প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। সকলের চাকরি বাতিল করতে হবে, এই মানসিকতা অত্যন্ত খারাপ শুধু নয়, যারপরনাই নিন্দনীয়।’’ রায় নিয়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মালদহ থেকে মুর্শিদাবাদে ফেরার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিচারকরা মানবিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখেছেন। শিক্ষকদের পরিবার রক্ষা পেয়েছে, আমি খুশি। কথায় কথায় কোর্টে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়া ঠিক নয়। আমাদের লক্ষ্য চাকরি দেওয়া, চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ‘‘বিচার বিচার অনুযায়ীই হবে, আদালতকে আমরা সম্মান করি।’’

ছাত্রকে পিষে দিল লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ সাতসকালে কাঁকুরগাছিতে মর্মান্তিক ঘটনা। বাবার সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। স্কুলে যাওয়ার পথে পিষে দিল লরি। ছাত্রের পায়ের ওপর দিয়ে লরি চলে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছাত্র। ঘাতক লরি চালককে আটক করা হয়েছে। কাঁকুরগাছি বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে বুধবার সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জানা যাচ্ছে, বিধাননগর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে ওই ছাত্র। বাবার বাইকের পিছনে বসে ছিল সে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বেঙ্গল কেমিক্যালে সামনে বাইকের পিছনে ঝড়ের গতিতে আসা একটি লরি ধাক্কা মারে। বাইকের পিছন থেকে ছিটকে পড়ে যায় ছাত্রটি। কিন্তু লরির চালক গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ছাত্রের পায়ের ওপর দিয়েই চলে যায়। ছাত্রের পা থেঁতলে যায়।

আশপাশ থেকে পথ চলতি সাধারণ মানুষ ছুটে এসে লরিটিকে দাঁড় করায়। লরির চালককে আটক করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ছাত্রটিকে। জানা যাচ্ছে, ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় দোকানের এক কর্মী বলেন, ‘‘আমরা তখন কাজ করছি। তখনই আওয়াজ। এসে দেখছি, লরিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাচ্চাটার পা-টার কিচ্ছু নেই। পুরো বাদ হয়ে গিয়েছে একেবারে।’’ বছর দুয়েক আগে এরকমই এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বেহালায়। বড়িষা হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সৌরনীল সরকার তার বাবার সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল। বেহালা চৌরাস্তায় সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মাটিবোঝাই একটি লরি বেপরোয়া গতিতে পিষে দিয়েছিল ছোট্ট সৌরনীলকে। চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। সেবার বহু প্রশ্ন উঠেছিল ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এবারও সেই একই ঘটনা!

অশিক্ষক কর্মীদের দিতে হবে বয়সের ছাড়, স্পষ্ট নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ অশিক্ষক কর্মী যেমন গ্রুপ সি ও ক্লার্কদের বয়সে ছাড়ের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বয়সের ছাড় দিয়ে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট। ‘দাগি’ নয় এমন প্রার্থীরাই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন, নির্দেশ দিল কোর্টের। বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেছেন, যাঁরা ‘দাগি’ নন, তাঁদের বয়সে ছাড়ের বিষয়টি আটকাতে পারে না স্কুল সার্ভিস কমিশন। আগামী নিয়োগে তাঁদের বয়সে ছাড় দিতে হবে। এ দিন, বিচারপতি অমৃতা সিনহার মন্তব্য, দাগিদের জন্যই এই সব কর্মীরা চাকরি পাননি এমনটা হতেই পারে। সেই কারণে, দাগি নন এমন যে কেউ এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। কারা-কারা দাগি নন, তাঁদের লিস্ট বের করারও নির্দেশ দেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ নেন এই মামলাকারীরা। এরা সকলেই অশিক্ষক কর্মী। তবে এরা কেউ পরীক্ষায় পাশ করেননি। পরে

দুর্নীতির অভিযোগে আদালতের নির্দেশে গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ‘দাগি’ না হলে তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন। দিতে হবে বয়েসে ছাড়। এমনকী ছাড় দিতে হবে বিশেষ ক্ষেত্রেও। গ্রুপ ডি ও ক্লার্কদের জন্য এই সুবিধা দিয়েছিল কোর্ট। তবে কমিশন এই বয়সের ছাড়ের সুযোগ দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ। সেই কারণেই হাইকোর্টে যান মামলাকারীরা। আজ ছিল মামলার শুনানি। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিন ফের কমিশনকে বলেন, ‘‘আপনারা কেন দাগিদের চিহ্নিত করছেন না? এতে তো বাকিরা বুঝতে পারবে। হয়ত তাঁরা সিলেক্ট হয়ননি, কিন্তু তাঁরা তো জানতে পারবেন যে তাঁরা ‘দাগি’ নন।’’ আইনজীবী ফিরদৌস শামিম শুনানির সময়ে কোর্টে বলেন, ‘‘দাগি নয় এমন প্রার্থীকে বয়েসে ছাড় দিতে হবে। একই সঙ্গে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। শীর্ষ আদালতও এমন রায় দিয়েছিল। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ থেকে বাড়িয়ে ৮ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এই মামলাকারীরা যেন বয়সের ছাড়ের সুযোগ পান।’’ এরপরই বিচারপতি বয়সের ছাড়ের নির্দেশ দেন।

বাংলার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক মোদির

‘বাংলা জিততে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে’

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া কার্যত ভোটের বাদ্যি বাজিয়ে দিয়েছে। এই আবহে আজ, বুধবার দিল্লির বৈঠকে বঙ্গ সাংসদদের ‘টার্গেট বেঁধে’ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বার্তা, ভোটে জেতা নিশ্চিত করতে বাংলায় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে বিজেপি বাংলায় সরকার ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে উন্নতি করেছে, সেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নির্বাচনে জয়লাভ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলায় দলের অগ্রগতি হয়েছে। সেই গতি বজায় রাখতে হবে।’’ এই বৈঠকে খগেন মুর্মুর ওপর হামলার বিষয়টি উত্থাপিত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সেই হামলাতেই খগেন মুর্মুর মুখে এবং বাঁ চোখের নিচে গুরুতর চোট লেগেছিল। অভিযোগ ওঠে, পরিকল্পিত ভাবে প্রাণনাশের চেষ্টায় সেই হামলা করা হয়েছিল। এই আবহে অসুস্থ খগেন মুর্মু দিল্লি গিয়ে সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারছেন না। আর তাই অসুস্থ সাংসদের খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে আজকের বৈঠকে নাকি প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যে আসার জন্য আবেদন জানান রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিকে এই সবের মাঝেই দিল্লি গিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন বলে দাবি

হয়। এই আবহে খগেন মুর্মুর ওপর হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোদি। রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলার সাংসদদের বৈঠক। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। এই আবহে রাজ্যের ভোট নিয়ে নেতাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর এবং অন্যান্যরা। সেখানেই রাজ্যের সাংসদদের থেকে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান খগেন মুর্মুর ওপর হামলার বিষয়ে। এদিকে বৈঠকে অনুপস্থিত খগেনের স্বাস্থ্যের আপডেটও নেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে নাকি বিজেপি সাংসদরা অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলার বিজেপি নেতা-কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, অক্টোবরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি পরিবদর্শন করতে গিয়ে তৃণমূল সমর্থকদের হামলার মুখে পড়েছিলেন করা হয়েছে রিপোর্টে। রাজ্যে বর্তমানে এসআইআর চলছে। আবার বহু বাংলাদেশি অবৈধবাসী ভারত ছেড়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে আসছে। এহেন পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে বাংলার বিজেপি সাংসদদের বৈঠক এবং অমিত শাহের সঙ্গে শুভেন্দুর সম্ভাব্য বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্র মারফত খবর, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখে ঘুরে ফিরে এসেছে এসআইআরের কথা। তিনি এমপিদের বলেছেন, এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকার ‘শুদ্ধিকরণ’ করা হচ্ছে। সেই বিষয়টি ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বেশি করে প্রচার করতে হবে। যে প্রকল্পগুলির সুবিধা বাংলার জনগণ পাচ্ছেন না, তার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে প্রচার করতে হবে। সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে সেই কথা তুলে ধরার কথা বলেছেন তিনি। পাশাপাশি বুথ লেভেল সংগঠনে আরও বেশি জোর দেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

নজিরবিহীন! পেরিয়েছে ৯০, রেকর্ড তলানিতে নেমেছে টাকা, কতটা চাপ পড়বে আপনার পকেটে?

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ নজিরবিহীন! ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিলম্বের জেরে টাকার দরে পতনের সর্বকালীন রেকর্ড। আশঙ্কা মিলিয়ে ডলার প্রতি টাকার দাম ৯০-এর গণ্ডি পেরিয়ে গেল। মঙ্গলবার মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ৮৯.৯৬-এ নেমেছিল টাকা। বুধবার ডলার প্রতি ভারতীয় মুদ্রায় ৯০.০৫ টাকা দিয়ে শুরু হল দিন। সোমবার এই দাম ছিল ৮৯.৭৩ টাকা। ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামের এই পতন যেন কিছুতেই কমছে না। একটানা নাগাড়ে এই পতন চিন্তা বাড়াচ্ছে অর্থনৈতিক মহলে। বুধবার ৮৯.৯৬ টাকা দিয়ে শুরু হয় দিন। তার কিছুক্ষণ পরেই তা ৯০ এর ঘর টপকে ৯০.১৩২৫ এ নেমে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর পিছনে রয়েছে নানা ফ্যাক্টর। যার মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির থমকে থাকা এবং বৈদেশিক পুঁজি ক্রমাগত বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে থাকা টাকার এই অবনমনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। আর তৃতীয়ত, ফরেক্স মার্কেট নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া। বাজারের অংশগ্রহণকারীরা বলছেন যে ডলারের অস্থির প্রবাহ রুপির দুর্বলতাকে আরও তীব্র করছে। মেকলাই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রিতেশ বানসালি ব্লুমবার্গ নিউজকে বলেন, ‘‘টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায়, আমদানিকারকদের কাছ থেকে ডলারের চাহিদা বেশি থাকায় রপ্তানিকারকরা আক্রমণাত্মকভাবে ডলার বিক্রি করছেন না।’’ বার্কলেস-এর মতে, শুধুমাত্র ভারত-মার্কিন

বাণিজ্য চুক্তির সমাপ্তি মুদ্রার জন্য অর্থপূর্ণ স্বল্পমেয়াদী অবকাশ প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে। এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ জানিয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ ৯০ স্তর এখন লঙ্ঘন করায়, আগামী দিনে রুপি আরও ৯০.৩০-এর দিকে নেমে যেতে পারে। দুর্বল পোর্টফোলিও প্রবাহ, বৃহত্তর বাণিজ্য ঘাটতি এবং মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে নিকট ভবিষ্যতে টাকার উপর চাপ অব্যাহত থাকবে। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার পতন কমাতে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বৈঠকে বসেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মানিটারি পলিসি কমিটি। আগামী ৫ ডিসেম্বরই নতুন সুদের হার ঘোষণা করার কথা। কোটাক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের অনিন্দ্য ব্যানার্জি ব্লুমবার্গ নিউজকে বলেন, ‘‘যদি আরবিআই টাকার মান ৯০-এর উপরে বন্ধ হতে দেয়, তাহলে আমরা আরও কিছু দেখতে পাব এবং টাকার দাম ৯১-এর গণ্ডিতে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাব।’’ আসলে আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে, গত বছর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই মার্কিন শেয়ার বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করে। আর তারই প্রভাবে টাকার দাম পড়তে শুরু করে। ক্রমেই আরও নিম্নমুখী হয়েছে টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব টাকার দামের পতনের নেপথ্যে রয়েছে বলে মনে করা করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, এর ফলে বাণিজ্যিক গতিবিধি শ্লথ হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্র ধাক্কা খেয়েছে, কমেছে রপ্তানি। এর উপর বিদেশি বিনিয়োগ হাতছাড়া হওয়াটা গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি লগ্নিকারীদের মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বেচে দেওয়ার ধারা অব্যাহত থাকায় চাপ আরও বেড়েছে। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক এবং আরও ২৫ শতাংশ ছিল রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে ভারতের ওপর ‘শাস্তি’ হিসেবে চাপানো অতিরিক্ত শুল্ক। এই পরিস্থিতিতে ভারতের রফতানি বড়সড় ধাক্কা খায়। এখন নতুন চুক্তির মাধ্যমে এই চাপ কমানোর চেষ্টা করছে উভয় দেশ।

জন্মবার্ষিকীতে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

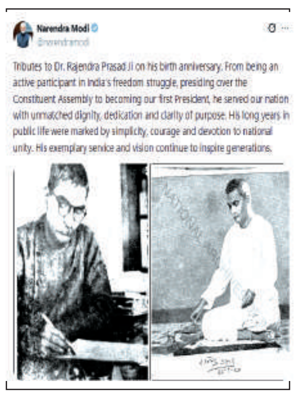

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ জন্মবার্ষিকীতে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জি-র জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, গণপরিষদের সভাপতিত্ব করা থেকে শুরু করে আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি হওয়া পর্যন্ত, তিনি আমাদের দেশের জন্য অতুলনীয় মর্যাদা, নিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্যের স্পষ্টতার সঙ্গে সেবা করেছেন। জনজীবনে তাঁর দীর্ঘ বছরগুলি সরলতা, সাহস এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতি নিষ্ঠার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। তাঁর অনুকরণীয় সেবা এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

জয়নগর থানার নতুন আই সিকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানালেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ

জয়নগরঃজয়নগর থানার নতুন আই সি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেছেন সমরেশ ঘোষ।তিনি কৃষ্ণনগর ট্রাফিক হেডকোয়ার্টার থেকে জয়নগর থানার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।আর সোমবার রাতে নতুন আই সি কে স্বাগত জানিয়ে গেলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,বহু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর,দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অরুণ নস্কর,সালাউদ্দিন সেখ,মতিবুর সেখ সহ আরো অনেকে।নতুন জায়গায় কার্যভার গ্রহনের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয় এদিন।এদিন পুস্পস্তবক ও জয়নগরের মোয়া তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

বিএসএফের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগরতলায় বর্ণাঢ্য মোটরসাইকেল র‍্যালি, সীমান্তরক্ষায় ভূমিকার বার্তা জনসাধারণের উদ্দেশে

আগরতলা,৩ডিসেম্বরঃবর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) প্রতিষ্ঠার হীরকজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে আগরতলায় আয়োজিত হল এক বিরাট মোটরসাইকেল র‍্যালি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শালবাগান বিএসএফ ক্যাম্পে উৎসবমুখর পরিবেশে জমায়েত হন শতাধিক জওয়ান। বর্ণিল পতাকা, শৃঙ্খলাবদ্ধ সারি এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকার পরিসর। নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু করে র‍্যালিটি গোকুলনগর বিএসএফ ক্যাম্পের উদ্দেশে এগিয়ে যায়, আর এই পুরো পথজুড়েই যেন নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও দেশরক্ষার প্রতি অটুট অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন দেখা যায়।র‍্যালির নেতৃত্বে ও সংগঠনে থাকা আধিকারিকরা জানান, বিএসএফ-এর ৬০ বছর পূর্তি উদযাপনের এই বিশেষ মুহূর্তে ত্রিপুরাবাসীর সঙ্গে বাহিনীর সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতেই আয়োজন করা হয়েছে এই বর্ণাঢ্য র‍্যালি। শুধু উদযাপন নয়, এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা-দেশের সীমান্তের নিরাপত্তায় বিএসএফ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি বোঝাপড়া তৈরি করাই অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে এই বাহিনীতে যোগদানের প্রতি উসাহিত করাও এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম।র‍্যালির সূচনায় উপস্থিত থেকে বিএসএফ-এর আইজি অলক কুমার চক্রবর্তী বলেন, বিএসএফ শুধু সীমান্ত রক্ষা নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হীরকজয়ন্তীর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা চাই, ত্রিপুরার যুবসমাজ বাহিনীর দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আরও জানুক এবং দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে আগ্রহী হোক। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই র‍্যালির মধ্য দিয়েই তিনি তরুণদের সামনে তুলে ধরেছেন দায়িত্ববোধ, সাহস এবং জাতির প্রতি অঙ্গীকারের এক জীবন্ত উদাহরণ।র‍্যালি যাত্রাপথে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ হাত নেড়ে জওয়ানদের স্বাগত জানান। কোথাও শিশুদের উচ্ছ্বাস, কোথাও আবার সাধারণ মানুষের সম্মান ও গর্ব-সব মিলিয়ে র‍্যালিটি যেন পরিণত হয়েছিল জনমানস ও বাহিনীর মধ্যে এক আবেগময় সেতুবন্ধনে। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সমর্থন যে এখনও অটুট, তা এ দিনের দৃশ্যই যেন প্রমাণ করে দিল আরও একবার।স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, বিএসএফ-এর এই উদ্যোগ শুধু একটি উৎসবের অংশ নয়, বরং মানুষের মধ্যে নতুন করে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় জনগণ ও বাহিনীর সম্পর্ক বহুদিনের সেই সম্পর্ককেই আরও নিবিড় করতে এরকম আয়োজন ভীষণভাবে কার্যকর। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, আমরা প্রতিদিন সীমান্তরক্ষীদের দেখি আমাদের চারপাশে। এই র‍্যালি দেখে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। দেশের জন্য কতটা ত্যাগ তাঁরা করেন, সেটা এই আয়োজন তরুণদের কাছেও পরিষ্কারভাবে পৌঁছে গেল।গোকুলনগর ক্যাম্পে পৌঁছে সমাপ্ত হয় এই র‍্যালি। সেখানে ছিল সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, যেখানে জওয়ানরা শুধু মোটরসাইকেল প্রদর্শনী নয়, শৃঙ্খলা, প্রস্তুতি ও সতর্কতারও নিদর্শন রেখে যান। অনুষ্ঠানে বিএসএফের আধিকারিকরা হীরকজয়ন্তীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বাহিনীর বিভিন্ন সাফল্য, দায়িত্ব ও ভবিষ্য পরিকল্পনার কথা ভাগ করে নেন। আলোচনা হয় সীমান্তের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়েও।তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার একটি বড় অংশই নির্ভরশীল বিএসএফের ভূমিকার উপর। অতএব, এ ধরনের উদ্যোগ মানুষের মনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি আরও বেশি আস্থা তৈরি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জনসংযোগ বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস গঠন এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি তরুণদের উৎসাহিত করতে বিএসএফ-এর এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। শুধু সচেতনতা নয়, সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম প্রয়োজন-র্যালির মধ্য দিয়ে তারই এক প্রতীকী উপস্থাপনা ছিল।বছরের পর বছর সীমান্ত সুরক্ষায় নিজেদের জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করে চলা বিএসএফ জওয়ানদের উৎসর্গকৃত এই হীরকজয়ন্তী উদযাপন তাই শুধু আনন্দের অনুষ্ঠান নয়, বরং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার এক নতুন স্মারক। আগরতলার এই র‍্যালি সেই দায়বদ্ধতারই উজ্জ্বল প্রমাণ হয়ে রইল, যেখানে বাহিনী এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দাঁড়ালেন এক অনন্য আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে।ত্রিপুরার মানুষের প্রতিদিনের জীবন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা, এবং দেশের প্রতি এক নিরন্তর অঙ্গীকার-সব মিলিয়ে আগরতলার এই মোটরসাইকেল র‍্যালি হয়ে উঠল ঐতিহাসিক, স্মরণীয় এবং অনুপ্রেরণামূলক।

দিব্যাঙ্গ অধিকার সুরক্ষায় সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য, বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি,৩ডিসেম্বরঃআন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসের বিশেষ মুহূর্তে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের জন্য দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল এই সম্মান। আর সেই মঞ্চ থেকেই রাষ্ট্রপতি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন-দিব্যাঙ্গজনদের উন্নয়ন কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষেরও সচেতন ও সক্রিয় হওয়া অপরিহার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাষ্ট্রপতি তুলে ধরেন অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা। তিনি জানান, দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সদয় হওয়া যথেষ্ট নয় তাঁদের সঙ্গে সমান অংশীদারিত্বের সম্পর্ক তৈরি করাই প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সমাজকে বুঝতে হবে-দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য নেওয়া উদ্যোগকে দান বা অনুগ্রহ হিসেবে দেখা ভুল। তাঁদের প্রতি সম্মানই হোক আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টার ভিত্তি। এই মনোভাবের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে এক সমতাভিত্তিক সমাজ, যেখানে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারবেন।রাষ্ট্রপতি এদিন সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন। আইনগত সংশোধন, নানাবিধ কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং নির্বাহী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দিব্যাঙ্গদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশে বহু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষত শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি সংক্রান্ত নানা প্রকল্প তাঁদের জীবনকে আরও সহজ ও সুরক্ষিত করে তুলেছে। তবে একইসঙ্গে তিনি সমাজের ভূমিকার উপরও তীব্রভাবে আলোকপাত করেন-কারণ সরকারের যে কোনও উদ্যোগ বাস্তবে সফল হতে হলে সাধারণ মানুষের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহানুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, সরকারের পাশাপাশি সমাজেরও দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের স্বার্থে সজাগ এবং সক্রিয় থাকা উচিত। এটি সরকারের প্রগতিশীল প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে। তাঁর এই বক্তব্য যেন এক স্পষ্ট বার্তা-দিব্যাঙ্গদের স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে তবেই প্রকৃত পরিবর্তন ঘটবে। শুধু সরকারি নীতি নয়, প্রতিটি মানুষের সহমর্মিতা, সমতা-বোধ এবং দায়িত্বশীলতা মিলিয়েই তৈরি হতে পারে অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত।তিনি আরও বলেন, দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি কেবল সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য নন তাঁরা সমান সুযোগ ও মর্যাদার দাবিদার। উন্নয়নযাত্রায় তাঁদের সমানভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব করতে হলে পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র-সবখানেই প্রয়োজন সর্বোচ্চ মাত্রার সংবেদনশীলতা। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে নাগরিক সমাজের যৌথ প্রচেষ্টায় একদিন এমন ভারত গড়ে উঠবে যেখানে কোনও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করবে না, বরং গর্বের সঙ্গে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে।অনুষ্ঠানের পরিবেশ ছিল আবেগঘন ও অনুপ্রেরণামূলক। পুরস্কারপ্রাপ্তদের অধ্যবসায়, সংগ্রাম ও অর্জন সমগ্র উপস্থিতিকে অনুপ্রাণিত করে। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব কেবল সাহায্য নয়, বরং সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, তাঁদের সীমাবদ্ধতার বদলে তাঁদের শক্তিকে দেখার মানসিকতা তৈরি করা, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের স্বপ্নপূরণের পথ সুগম করে দেওয়া। তাঁর কথায় প্রতিধ্বনিত হয় এক সুস্পষ্ট বার্তা-সমতা ও মানবিকতার ভিত্তিতে দাঁড়ানো একটি সভ্য সমাজই পারে প্রকৃত অন্তর্ভুক্তির পথ দেখাতে।আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসের এই উপলক্ষ তাই কেবল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং রাষ্ট্রপতির বার্তার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল এক বৃহত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। দেশের ১৩০ কোটিরও বেশি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে, তবে দিব্যাঙ্গ অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রটি হবে আরও শক্তিশালী। রাষ্ট্রপতির ভাষণে যেমন উঠে এসেছিল-দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা কেবল সংবেদনশীলতার প্রতীক নন, তাঁরা সমতার যোগ্য নাগরিক। তাঁদের অধিকার রক্ষায় সরকার ও সমাজ একসঙ্গে কাজ করলেই তবেই প্রকৃত অর্থে সৃষ্ট হবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত, যেখানে প্রত্যেকেই নিজের মতো করে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন।

বৃহস্পতিতেই ভারতে আসছেন পুতিন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে হবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃরুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বৃহস্পতিবার ভারত সফরে আসছেন। ২৩-তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪-৫ ডিসেম্বর ভারতে থাকবেন পুতিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্টের বৈঠকে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে।আগেই ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়েছে, ডিসেম্বর মাসের ৪ এবং ৫ তারিখ ভারতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে এদেশে আসছেন তিনি। ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হওয়ার কথা।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দাযিত্ব ঃওমর আব্দুল্লাহ

জম্মু, ৩ ডিসেম্বর ঃ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভের মাঝে এই মন্তব্য করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা। যদি কিছু রাজনৈতিক দল এসআইআর-এর বিরুদ্ধে থাকে, তাহলে নির্বাচন কমিশনের উচিত সেই দলগুলিকে ডেকে এসআইআর-এর মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করা। আপনি একটি দলকে সুবিধা দেওয়ার জন্য জম্মুতে ৬টি আসন বাড়িয়েছেন। নির্বাচন কমিশন যদি আমাদের সকলকে ডেকে এসআইআর কী তা ব্যাখ্যা করে, তাহলে ভালো হবে।শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এক্সিলেন্সে ভর্তি নিয়ে বিতর্কের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি যদি ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করতে চান, তাহলে সেই জায়গাটি সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ করুন।

হকির জাদুকর কিংবদন্তি ধ্যান চাঁদের প্রয়াণ দিবস

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ হকির জাদুকর মেজর ধ্যান চাঁদ দক্ষতা, শৃঙ্খলা এবং ক্রীড়া উৎকর্ষতার প্রতীক। ১৯০৫ সালের ২৯ আগস্ট এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ৩ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু দিন। তাঁর অসাধারণ কর্মজীবন ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালে ভারতকে অলিম্পিক গৌরব এনে দিয়েছিল।ভারত সরকার ২০০২ সাল থেকে প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনে ধ্যান চাঁদ পুরস্কার প্রবর্তন করে, যা ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ জীবনকালের কৃতিত্বের পুরস্কার। এই দিনটিপ্রতি বছর জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবেও পালিত হয়।মেজর ধ্যানচাঁদ কেবল হকিতেই একজন অসাধারণ এবং স্বাভাবিক প্রতিভা ছিলেন না। তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি তুলে ধরেছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা, অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তিনি অলিম্পিকের সময় ভারতকে গর্বিত করেছিলেন। তাঁর নাম বিশ্বজুড়ে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অ্যাথলেটিক্সকে অনুপ্রাণিত করে, যা তাঁকে ক্রীড়াপ্রেমের মহত্ত্বের চিরন্তন প্রতীক করে তোলে।

শীতে জবুথবু কাশ্মীর, শ্রীনগরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই

শ্রীনগর, ৩ ডিসেম্বর ঃ প্রবল শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা। শ্রীনগরে তাপমাত্রা রয়েছে হিমাঙ্কের নীচেই, বুধবার কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা ছিল শোপিয়ান। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে শোপিয়ানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।বিগত কয়েকদিন ধরে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত। বুধবার পহেলগাম, গুলমার্গ সর্বত্রই তাপমাত্রার হিমাঙ্কের নীচেই ছিল। জম্মুতেও উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে তাপমাত্রা। পুলওয়ামাতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গঙ্গায় বিসর্জন অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম

হরিদ্বার, ৩ ডিসেম্বর ঃ ইন্ডাস্ট্রির হি ম্যান নামে পরিচিত প্রয়াত চলচ্চিত্র অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম বুধবার সকালে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। ধর্মেন্দ্রর দুই ছেলে সানি দেওল এবং ববি দেওল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে অভিনেতার চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেন। বিসর্জনের বিষয়ে কাউকে কিছু জানানো হয়নি।অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর পরিবার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে হরিদ্বারে পৌঁছান। তাঁদের আগমন এবং চিতাভস্ম বিসর্জনের তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল। সকলেই হোটেল পিলিভিটে উঠেছিলেন। বুধবার সকালে সানি দেওল, ববি দেওল এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হোটেলের পিছনের ঘাটে ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম বিসর্জন দেন। গঙ্গায় স্নান করার পর, পরিবারের সদস্যরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।এদিকে, ব্যক্তিগত ঘাটে ভস্ম বিসর্জন দেওয়ার ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পুরোহিত সম্প্রদায়। 'শ্রী গঙ্গা সভা' নামক একটি সংগঠনের সভাপতি নীতিন গৌতম বলেছেন, প্রিয়জনের ভস্ম কোথায় বিসর্জন দেওয়া হবে তা বেছে নেওয়া ব্যক্তিগত বিষয় হলেও, হরিদ্বার হিন্দুদের জন্য একটি সম্মানিত তীর্থস্থান এবং হর কি পৌরিতে ভস্ম বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম শাস্ত্র অনুসারে। সম্ভবত এই কারণেই ধর্মেন্দ্রর পরিবার তাঁর ভস্ম হরিদ্বারে নিয়ে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও, একটি সাধারণ ঘাটে ভস্ম বিসর্জন দুর্ভাগ্যজনক।প্রসঙ্গত, প্রবীণ চলচ্চিত্র অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ২৪ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইয়ে প্রয়াত হন।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। ইতিবাচক শক্তি আপনাকে ঘিরে থাকবে, যা আপনাকে আপনার সম্ভাবনা চিনতে এবং প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। এই সময়টি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যও অনুকূল।।

বৃষঃ আজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জড়িয়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। আপনার স্ত্রীর কৃতিত্বের প্রশংসা করুন এবং তাঁর সাফল্য ও সৌভাগ্য নিয়ে আনন্দ করুন।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব ইতিবাচক এবং দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার চারপাশে একটি শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনাকে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা ভাল হবে এবং আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।

কর্কট রাশি ঃআপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। শুভদিনহবে

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনের বিভিন্ন দিকে নতুনত্ব এবং সতেজতা আসবে। এটি আপনার অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রকাশ করার সময়। আপনি অন্যদের সঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। শুভ দিন

কন্যা ঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার নিজের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং কখন এবং কোথায় বুদ্ধিমানের জন্য ব্যয় করতে হবে তা জানতে হবে, অন্যথায় আপনাকে আসন্ন সময়ে অনুতাপ করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতি হবে।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উত্থান-পতনে ভরা হবে। ভারসাম্য বজায় রাখার সময় এটি। আপনার মনে হতে পারে যে, আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হবে।

বৃশ্চিকঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস তাদের শীর্ষে থাকবে।

মকরঃ আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে আজ

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। আপনার মানসিক স্থিতিশীলতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে।

মীনঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহূর্তে, আপনার জমে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে সঞ্চয় শুরু করুন এবং অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে চলুন। অবিলম্বে আপনার বাড়ির চারপাশে কিছু পরিস্কার

আবহাওয়া

আগামী ৭ দিন মূলত শুস্ক থাকবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে, সপ্তাহান্তে শীতের আমেজ কিছুটা বাড়বে। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৩-৪ দিনে অন্তত দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। সকালে শিশির ও কুয়াশা থাকবে, সারাদিন আকাশ থাকবে পরিস্কার। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।উত্তরবঙ্গে প্রধানত শুস্ক আবহাওয়া থাকবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা, পরে আকাশ পরিস্কার থাকবে। আগামী তিন চার দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারে এবং তারপর একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫১মিনিটে হতে পারে।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ মুখ্যমন্ত্রীর

KHUDIRAM BOSE

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে - ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা অনেক কিছু করেছি - এটা আমাদের গর্ব।ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্মৃতি বিজড়িত মহাবনী ও সংলগ্ন অঞ্চলের আরো বেশি উন্নযনের জন্য মহাবনী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করা হয়েছে।এছাড়া মহাবনীতে শহীদ ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপন থেকে শুরু করে পাঠাগার সংস্কার, নতুন একটি সুবিশাল অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম - অনেক কিছুই হয়েছে। মুক্তমঞ্চ হয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত হয়েছে আধুনিক কটেজ। ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদিরাম পার্ক নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পুরো এলাকাটাকে আলো দিয়ে সাজানোও হয়েছে।আত্মত্যাগের প্রতীক এই বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতায় একটি মেট্রো স্টেশনের নামও আমরা ওনার নামে রেখেছি। তাঁর জন্য বিখ্যাত গান 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি' আজও আমাদের আত্মবলিদান ও শহিদ তর্পণে প্রেরণা দেয়।

'আনকালেক্টটেবল ফর্মের' সংখ্যা ৫০ লাখের গণ্ডি ছাড়াল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। আর রাজ্য নির্বাচনের কমিশনের হিসেবে আনকালেক্টটেবল ফর্মের সংখ্যা ৫০ লাখের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, মূলত চারটি ক্ষেত্রে একটি ফর্ম 'আনকালেক্টবল' থাকে। যদি কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত যদি কোনও ভোটারের দুই জায়গায় ভোটার কার্ড থাকে, তৃতীয়ত যদি কোনও ভোটার নিখোঁজ থাকেন এবং চতুর্থ হল যদি কোনও ভোটার পাকাপাকিভাবে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যান। রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত আনকালেক্টবল ফর্মের মধ্যে মৃত ভোটার প্রায় ২৩ লক্ষ। এদিকে অনুপস্থিত ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষের ওপর। এদিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষের বেশি। ডুপ্লিকেট ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষের ওপরে। এদিকে জেলার নিরিখে সর্বাধিক আনকালেক্টেবল ফর্ম উত্তর ২৪ পরগনার। সংখ্যাটা প্রায় ৭ লক্ষ। এরপরই তালিকায় আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেই জেলায়

আনকালেক্টেবল ফর্ম ৫ লক্ষের ওপর। কলকাতা উত্তর এবং হাওড়ায় সংখ্যাটা ৩ লক্ষের ওপরে। এদিকে সম্প্রতি দাবি করা হয়েছিল, চলতি এসআইআর পর্বে রাজ্যের ২২০৮ বুথে কোনও মৃত ভোটার নেই বা কোনও ভোটার স্থানান্তরিত হননি। অর্থাৎ, এই বুথগুলি থেকে কোনও ফর্ম আনকালেক্টবল ছিল না। তবে সেই বুথের সংখ্যা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নেমে ৪৮০ হয়েছে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ উঠেছে, রাজ্য প্রশাসন 'ডেটা ট্যাম্পারিং' করছে। তাই প্রশ্ন উঠেছিল, আদৌ কি স্বচ্ছতার সঙ্গে এসআইআর হচ্ছে রাজ্যে? এর আগে সোমবার যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছিল, রাজ্যে ২ হাজারের বেশি বুথে কোনও মৃত ভোটার নেই। এর মধ্যে সবথেকে বেশি বুথ ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সেই জেলার ৭৬০টি বুথে নাকি কোনও মৃত ভোটার ছিল না। এরপর জেলা শাসকদের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট চায় কমিশন। আর নতুন তালিকা অনুযায়ী, মৃত্যু শূন্য বুথ সব থেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়- রায়দিঘি ৬৬, কুলপি ৫৮, মগরাহাট ১৫, পাথরপ্রতিমা ২০।

শ্রম আইনের বিরোধিতায় সংসদ চত্বরে ধর্না বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ঃ শ্রম আইনের বিরোধিতায় বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে ধর্না প্রদর্শন করলেন বিরোধীরা। সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী প্রমুখ ধর্না কর্মসূচিতে অংশ নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় ফান্ডের দাবিতে এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরাও সংসদ চত্বরে ধর্না দেন।বিরোধীদের ধর্না কর্মসূচির নিন্দা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, এই লোকজন কেবল মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই ধরনের কাজ করে, কারণ জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। সংসদের বাইরে, তারা স্পিকারের বিরুদ্ধে কথা বলে এই ধরনের কাজ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ব্রহ্মসের রেঞ্জের মধ্যে অর্ধেক পাকিস্তান, এবার কমব্যাটের সফল পরীক্ষা ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় সেনার ব্রহ্মসের সফল কমব্যাট লঞ্চ। লক্ষ্যভেদে আবারও প্রমাণিত হল বিশ্বের দ্রুততম ক্রুজ মিসাইলের সক্ষমতা। ভারতীয় সেনাবাহিনী সফলভাবে ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের কমব্যাট লঞ্চ সম্পন্ন করেছে। গত ১ ডিসেম্বর দক্ষিণ কম্যান্ডের ব্রহ্মস ইউনিট আন্দামান-নিকোবর কম্যান্ডের সহযোগিতায় এই লঞ্চ পরিচালনা করেছে। এই পরীক্ষায় একদিকে যেমন মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেম পরীক্ষা করা হয়েছে, তেমনই উচ্চগতিতে ক্রুজ মিসাইলের স্থিতিশীলতা ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও পরীক্ষা করা হয়েছে। কতটা নির্ভুলভাবে স্ট্রাইক বা আক্রমণ করতে সক্ষম ব্রহ্মস, তাও প্রমাণিত হয়েছে এই পরীক্ষামূলক লঞ্চে। এই ব্রহ্মস সুপারসনিক লঞ্চ আবারও দেখিয়ে দিল যে ব্রহ্মস শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, দ্রুততম ও শক্তিশালী স্ট্যান্ড-অফ অস্ত্র। অপারেশনাল পরিস্থিতিতে এই পরীক্ষা ভারতীয় সেনার যুদ্ধ প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করল। ভারতীয় সেনার ব্রহ্মস ইউনিটের দক্ষিণ কমান্ড এবং তিন বাহিনীর আন্দামান-নিকোবর কমান্ড যৌথ ভাবে এই পরীক্ষাটি চালিয়েছে। এটি ছিল একটি সুনির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ। এর মাধ্যমে ব্রহ্মসের পাল্লা-সহ বিভিন্ন মাপকাঠিতে পরখ করে দেখা হয় ক্ষেপণাস্ত্রটি। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ব্রহ্মসের উন্নত দিকনির্দেশনা ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, বেশি গতিতে ছুটে যাওয়ার সময়ে স্থিতিশীলতা, নির্ভুলতা এবং নির্দিষ্ট ভাবে নিশানায় আঘাত হানার ক্ষেত্রে ফের সফল হয়েছে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি।

ডোমজুড়ে প্রতিবন্ধী বিএলও হাসপাতালে, কমিশনের পদক্ষেপে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলায় এসআইআর আবহে একের পর এক ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও অসুস্থ হচ্ছেন বিএলও, আবার কোথাও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পাবার ভয়ে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতি নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই অমানবিক হয়ে উঠছে। এবার এরই মধ্যে নজরে এসেছে একটি গুরুতর ঘটনাপ্রবাহ। ডোমজুড়ের সলপ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩ নম্বর পার্টের বিএলও, প্রাথমিক শিক্ষক অনির্বাণ বঃেদ্যাপাধ্যায়, যিনি শারীরিকভাবে ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধী, তাঁকে জোর করে বিএলও হিসেবে কাজ করানো হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, অতিরিক্ত হাঁটাচলা এবং চাপের কারণে বাঁ পায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে গুরুতর অসুস্থ

হয়ে পড়েছেন অনির্বাণ। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনির্বাণের চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, এবং পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, এসআইআর চালু হওয়ার আগে কমিশনের কাছে তাঁর প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট জমা করা হয়েছিল। তবুও তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে এই কাজ করতে। টানা অনেকটা হাঁটাচলা ও তীব্র পরিশ্রমের ফলে অনির্বাণের বাঁ পায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার রাতে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিবারের বক্তব্য, এই ঘটনার কারণে অনির্বাণ মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। জেলা শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, শাসকদলের নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বিএলও-কে দেখতে গিয়েছেন হাসপাতালে। তবে পরিবার এবং স্থানীয় মানুষরা প্রশ্ন তুলছেন, কেন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে জোর করে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। এছাড়া, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিশনের পদ্ধতি পুনঃমূল্যায়ন এবং জোরপূর্বক দায়িত্ব ভাগাভাগির কৌশল পরিবর্তনের দাবি উঠেছে।

মূল্যবোধ আর সম্প্রীতির উষ্ণাঙ্গনে বহুমুখী অন্বেষণ দামোদর মেলা তেত্রিশ তম বর্ষে

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়াঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে আগামী ৭ ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ ই ডিসেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তেত্রিশ তম বর্ষে জেলা তথা রাজ্যের মেলা মানচিত্রে স্থান করে নেওয়া ঐতিহ্যমন্ডিত দামোদর মেলা । এই মেলা প্রসঙ্গে মেলা উদ্যোক্তা রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অগ্রগতি -র কর্ণধার তথা সংগঠনের সম্পাদক সামাজসেবী পুরস্কারে সম্মানিত তপন মন্ডল জানালেন, দামোদর নদ বেষ্টিত ও কেন্দ্রীক দামোদর নদের তীরে অবস্থিত এই ' দামোদর মেলা ' । এই মেলা কোনো ধর্মীয় মেলা নয়। জনসমষ্টির হৃদয় মাঝারে দেশজ সংস্কৃতির চিরন্তন প্রবাহমান ধারায় আনয়ন প্রচেষ্টা সংস্থার সূচনা লগ্ন থেকেই সুস্থ পরিশীলনের ধারায় চটকদার ও সস্তা সংস্কৃতির অভিমুখে নাগরিক জীবনের মূল্যবোধ - মর্যাদা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। হাওড়া জেলার শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতির চিত্রপটে ' শর - শিউলির শিশির স্মৃতির পরশে সাংস্কৃতিক বিনোদনের আবহে মৈত্রী উসবের আঙিনায় দামোদর মেলা তেত্রিশ তম বর্ষে পদার্পণ করল। লোকসংস্কৃতি,সৃজনের উজানে শিকড়ের সন্ধানে মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি - সম্প্রীতি, শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতি -র অটুট বন্ধন আর মহামিলনের এই ' দামোদর মেলা ' ।গ্রামীণ কৃষ্টি, কালচার, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতি, সামাজিক, আধুনিক, বিজ্ঞান, পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক নিদর্শন তুলে ধরা এই মেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ১৯৯২ সালের শুরুতেই ' অগ্রগতি ' সংগঠন এলাকার সুস্থ সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে, লোকসংস্কৃতির প্রসাদে গ্রামীণ সংস্কৃতি, কৃষি,শিল্প -র পুনর্জাগরণে দামোদর নদের তীরে ' দামোদর মেলা ' সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর।১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসে

ভারতবর্ষব্যাপী হিংসার লেলিহান অগ্নি শিখা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় তারপরের দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী ' দামোদর মেলা ' সংগঠিত সুষ্ঠভাবে করা যাবে কি না এ নিয়ে চিন্তায় পড়ে অগ্রগতি সংগঠন ও মেলা কমিটি।যে এলাকায় এই মেলা সেই এলাকায় হিন্দু - মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস। হিংসার লেলিহান অগ্নি শিখার আঁচ এলাকার উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পড়তে দেয় নি মেলা কে সফল করার জন্য হিন্দু -মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের হাত মিলিয়ে মেলা কে মিলন স্থলে পরিণত করে ছিল। ' অগ্রগতি ' সংগঠনের সভাপতি উপল দলুই বলেন, ' এই দামোদর মেলা ' - র উদ্যেশ্য শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রতিভা অন্বেষণ, জেলা - আন্ত ঃ জেলা ও প্রতিবেশী রাজ্যের সংস্কৃতির সমন্বয় ও মেলবন্ধন,শিল্প ও সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা ও সৃজনশীলতার মান্যতা, সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাবিল আনন্দে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন,সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক চেতনার বিকাশ, মানবিক মূল্যবোধ ও বিকাশ ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ, পারস্পরিক ইতিবাচক মূল্যবোধের প্রসার।মেলার মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চ কে ঘিরে তিনদিকে থাকছে সরকারি ,অ- সরকারি অসংখ্য প্রদশর্নী মন্ডপ। বহিঃবভাগে প্রশস্ত প্রাঙ্গন জুড়ে হরেক জিনিসের রকমারি খেলনা,দোলনা, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম,বাঁশ - বেত- চারু- কারু শিল্প, মৃশিল্প,শোলা, সিরামিক ও চর্মজাত সামগ্রীর সম্ভার সহ জিলিপি,বাদাম,পাঁপড়, ঘুগনি, ফুচকা, নানান ধরনের চপ, মোগলাই,এগরোল, চাউমিন সহ সুস্বাদু রসনা সম্ভারের বিপুল সমারোহ। মেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা ' অগ্রগতি ' কম্পিউটার মুস্তাক আলি মন্ডল জানান, মেলার ইতিহাস পরম্পরায় এবারের থিম ভাবনা আমার সোনার বাংলা । মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে বাংলা সঙ্গীতের জীবন্ত কিংবদন্তি নচিকেতা চক্রবর্তী। নচিকেতা চক্রবর্তী নিজে এই মেলায় তার কলাকুশলীদের নিয়ে উপস্থিত থাকবেন।মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চকে ঘিরে আটাশটি প্রদশর্নী মন্ডপ করা হযেছে।এক একটি মন্ডপের নামকরণ করা হযেছে বাংলা বিভিন্ন সবজি যথা উচ্ছে,করোলা,সিম ,কপি ইত্যাদির নামে। এই প্রদর্শনী মন্ডপে নানান জিনিস প্রদশর্ন - বিক্রি, স্বাস্থ পরীক্ষা সহ পরামর্শ দান,যোগ প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায় শেখানো হবে।মেলায় প্রবেশের মানুষকে স্বাগতম জানাতে দামোদর নদের বাঁধে আমতা- বালিচক রাস্তায় রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে নামার পথে মূল তোরণের নামকরণ করা হয়েছে জুলাই ২০২৫ এ উলুবেড়িয়ার রাজাপুর থানার খলিসানি বেলতলায় ১৬ নং জাতীয় সড়কে কোলাঘাট মুখি লেনে এক চলন্ত বাসের ধাক্কায় আকাশবাণী,বিবিধ ভারতীয় - র একজন ব্রডকাস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট তথা অগ্রগতি পরিচালিত ' রামকৃষ্ণ মন্ডল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন,বি এড বিভাগের ছাত্রী মৌমিতা দেবনাথ এর অকাল প্রয়াণ হয।তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মৌমিতা দেবনাথ স্মৃতি তোরণ । মেলা কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অতনু মন্ডল বলেন, ' হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তো বটেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লাখ লাখ মানুষ সাত দিনের তাদের হৃদয়স্পর্শী মিলন মেলা দামোদর মেলা - য় সামিল হবেন। সংস্কৃতির নান্দনিক প্রয়াস প্রাণ উথালী সম্ভারে সুরের উজানে তৈরি উৎসবের আঙিনায় সৃজনকর্মে আর আন্তরিকতার নান্দনিক প্রয়াসে একগুচ্ছ বর্ণময় সাংস্কৃতিক সমারোহে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, গুণীজন সম্মাননা, আলোচনা,বাংলার বাউল,ছৌ - নৃত্য,রায়বেঁশে , নাটক, ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক, লোকনৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য,সোনার বাংলা গানের সম্ভার,প্রতিভা অন্বেষণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সহ নানান সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে সপ্তাহব্যাপী। এই মেলা উপলক্ষে সন্তোষ নগর, সোমেশ্বর, কলিকাতা,রসপুর সহ ১৫ থেকে ১৬ টি গ্রামের মানুষদের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনেরা এসে উপস্থিত হন মেলা তাদের সঙ্গে আনংেদর ভাগিদার হয়ে মেলার আনন্দ উপভোগ করার জন্য। মেলায় আসা যাবে হাওড়া থেকে এল ঝিখিড়া ,নারিট ও ডিহিরভুরশুট এক্সপ্রেস (ভায়া রাণিহাটি) বাসে আমতা কলেজ মোড় স্টপেজ, আমতা- ধর্মতলা বাসে আমতা শেষ স্টপেজ, আমতা - হাওড়া রেল পথে আমতা স্টেশন, আমতা - বাগনান বাসে আমতা শেষ স্টপেজ এ নেমে আমতা বাস স্ট্যান্ড, আমতা চৌরাস্তা থেকে টোটোয় মেলা প্রাঙ্গণ রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে আসা যাবে। হাওড়া - ডিহিরভুরশুট এক্সপ্রেস বাসে থলিয়া মোড়ে ১০ মিনিট হাঁটা পথ, হাওড়া - ঝিখিড়া এল বাসে, হাওড়া - ডিহিরভুরশুট বাসে ধাঁইপুর মোড়ল পুকুর স্টপেজে নেমে ও মেলায় আসা যাবে। মেলার মন্ডপ তৈরির কাজ যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে চলছে। মেলায় সফল রূপখয়ণে অগ্রগতি সংগঠনের সদস্য - সদস্যা, কর্মী,বি এড,ডি এল এড,পি টি টি আই , নার্সিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র - ছাত্রী, শিক্ষক -শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীরা দিন রাত এক করে প্রচার, নানান কাজ করছে। মানুষের হৃদয় মাঝারে স্থান করে নিতে প্রচার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

জাল নথির খপ্পরে কলকাতার ব্যবসায়ী, মিডলম্যানের সন্ধানে তল্লাশি শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ চিন থেকে সিল্কের কাপড় ও গরমের পোশাক আমদানির প্রলোভনে কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে প্রতারণার শিকার হতে হলো। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। অভিযোগ, পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা এলাকার রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন-এর বাসিন্দা এক মিডলম্যান জাল নথি দেখিয়ে ব্যবসায়ী থেকে ৪০ লাখ টাকা হাতিয়েছে। পুলিশ ও ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি শুরু হয় ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে। ওই মিডলম্যান ব্যবসায়ীকে আশ্বাস দেন, তিনি চিন থেকে সস্তায় কাপড় এনে দিতে পারবেন। প্রথমে ব্যবসায়ী অনীহা প্রকাশ করলেও, ক্রমে মিডলম্যানের প্রলোভন ও লাভজনক প্রস্তাব দেখিয়ে ব্যবসায়ী তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করেন। মিডলম্যান জানায়, ৬৫ লাখ টাকার কাপড় তিনি ব্যবসায়ীকে ৫৭ লাখ টাকায় দিতে পারবেন। তবে আগাম ৪৭ লাখ টাকা জমা দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রথমে ১৯ লাখ টাকা প্রদান করেন, পরে নগদে ৯ হাজার টাকা দেন। এতে মোট ৪০ লাখ টাকা মিডলম্যানের হাতে চলে যায়। মিডলম্যান আশ্বাস দেন, সাত দিনের মধ্যে কাপ ব্যবসাযর হাতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তার বদলে, ব্যবসায়ীকে বেসরকারি ব্যাংকের নথি দেখানো হয়, যেন বোঝানো যায় টাকা পাঠানো হয়েছে। যদিও, সেসব নথি পর্যালোচনার পর ব্যবসায়ী জানতে পারেন, সবই জাল। সেই সময় মিডলম্যান মোবাইল বন্ধ করে দেন। পরে বেলেঘাটা অফিসে গেলে দেখেন অফিসও বন্ধ। ব্যবসায়ী পরিবারকে জানান, তিনি চিনের কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। শুধু তাঁর কথায় চিনের কাপড়ের ব্যবসায়ী অনেক সস্তায় তাঁকে কাপড় পাঠাতে রাজি হয়েছেন।

কিশোর যুবকদের বইমুখী করতে সুন্দরবনে গাছতলায় শুরু হয়েছে দূর্গাচরনের বর্ণ পরিচয় কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর ঃ মোবাইলে যুগে বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। আর সুন্দরবনে এবার কিশোর যুবকদের বইমুখী করতে গাছ তলায় চালু হয়েছে দুর্গাচরণের বর্ণ পরিচয় কেন্দ্র। যা ইতিমধ্যেই এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। দিনের পর দিন শিশু, কিশোরদের মোবাইলে আশক্তি বাড়ছে। স্কুল, কলেজে গেলেও বইমুখী হতে চাইছে না অনেকেই। তাই গ্রামের শিশু,কিশোরদের কথা মাথায় রেখে একটা আস্ত লাইব্রেরী খুলে ফেলেছেন সুন্দরবনের বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর আমঝাড়া গ্রামের বাসিনন্দা দুর্গাচরন রায়। নাম দিয়েছেন বর্ণ পরিচয় কেন্দ্র।পেশায় কৃষক হলে ও সপ্তাহে দুদিন কলকাতার দুটি কাপ।রে হাটে সেলসম্যানের কাজ করতে যান দুর্গাচরণ। কিন্তু তাঁর নেশা গ্রামের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা শেখানো। ১৯৯৬ সাল থেকে গ্রামের ক্লাব ঘরেই চলতো তাঁর পাঠশালা। কিন্তু দিনের পর দিন সেই ক্লাবের পাঠশালায় পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে থাকে। দুর্গাচরন লক্ষ্য

করেন সর্বদাই ছেলে মেয়েরা মোবাইলে আশক্ত হয়ে পড়ছে। কেউ গেম খেলছে তো কেউ রিলস দেখছে। তাই তাদেরকে আবার বইমুখী করতে উদ্যোগ নেন তিনি। মাসখানেক আগে ক্লাবের ছেলেদের সাথে কথা বলে গ্রামের মাঠে বটগাছের নিচে নতুন করে শুরু করেন এই বর্ণপরিচয় কেনন্দ্র। স্কুল, কলেজের বইপত্রের পাশাপাশি নানা ধরনের গল্পের বই, মনিষীদের জীবনী, ধর্মগ্রন্থ সবই স্থান পায় সেই লাইব্রেরীতে। তবে এখানে বসেই পড়তে হবে বই, কোন ভাবে বই বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে না বলে কঠোর নির্দেশিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশের ও বিশ্বের ম্যাপ ও রাখা হয়েছে এই পাঠাগারে। গ্রামের কচি কাঁচাদের একপ্রকার ধরে এনেই সেই গাছতলায় বই প।াতে শুরু করেন তিনি। তবে মাত্র কয়েক দিনেই তাঁর এই উদ্যোগ সফল হয়েছে। শুধুমাত্র শিশুরা নয়, গ্রামের বহু কিশোর, কিশোরী এমনকি বয়স্ক মানুষজনও এই বর্ণ পরিচয় কেন্দ্রে বই পড়তে আসতে শুরু করেছেন। এখন প্রতিদিন দুবেলাই বই পড়ার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসতে শুরু করেছেন এই বর্ণ পরিচয় কেন্দ্রে। আর সুন্দরবনে বইমুখী বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে দূর্গাচরন।

টিকিট চেকিং থেকে এসইআর-র আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে টিকিট চেকিং থেকে আয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে। এসইআর ০১.০৪.২০২৫ থেকে ০১.১২.২০২৫ পর্যন্ত টিকিট চেকিং থেকে ৭১.৭৭ কোটি টাকা আয় করেছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে ৪৫.৪২ কোটি টাকা ছিল। এই আয় ৫৮ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বর্ধিত নজরদারি অভিযান, আকস্মিক পরিদর্শন এবং অন-বোর্ড চেকিংয়ের জন্য ডিজিটাল সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে শক্তিশালী কর্মক্ষমতা চিহ্নিত করেছে। ০১.০৪.২০২৫ থেকে ০১.১২.২০২৫ বর্তমান অর্থবছরে, ১০.৪৭ লক্ষ মামলা সনাক্ত করা হয়েছে, যেখানে আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৮.৩৬ লক্ষ মামলা সনাক্ত করা হয়েছে, যা ২৫ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসইআর-এর বাণিজ্যিক বিভাগ নিয়মিত টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করেছে। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের চারজন টিকিট চেকিং কর্মীর অসাধারণ পারফরম্যান্স। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার তাদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তাদের সম্মাননা জানিয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র ০২.১২.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে চারজন টিকিট চেকিং কর্মীকে তাদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার জন্য সংবর্ধনা জানিয়েছেন। যে চারজন কর্মচারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে তারা হলেন শ্রী রাজেশ কুমার যাদব, ট্রেন টিকিট ইন্সপেক্টর হাওড়া, শ্রী নন্দন কুমার, ট্রেন টিকিট ইন্সপেক্টররাঁচি, শ্রী বিনয় কুমার প্রসাদ, ট্রেন টিকিট ইন্সপেক্টররাঁচি এবং শ্রী দেবাশীষ সানফুই, সিনিয়র কমার্শিয়াল ক্লার্ক-কাম-টিকিট ক্লার্কশালিমার। শ্রী রাজেশ কুমার যাদব তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে জুলাই, ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে ১০৬৫ জন টিকিট বিহীন অনিয়মিত যাত্রী সনাক্ত করেছেন এবং রেলওয়ে রাজস্ব হিসাবে ৭,১৪,৫৭০- টাকা আদায় করেছেন। শ্রী যাদব জুলাই, ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে এস.ই. রেলওয়ের তুলনায় সুবিধা কর্মীদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী। শ্রী নন্দন কুমার তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে জুলাই, ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে ৩৮৫৩ জন টিকিটবিহীন অনিয়মিত যাত্রী সনাক্ত করেছেন এবং রেলওয়ে রাজস্ব হিসাবে ২৯,৮০,৪০০- টাকা আদায় করেছেন। শ্রী কুমার জুলাই, ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে এস.ই. রেলওয়ের তুলনায় স্কোয়াড কর্মীদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী। শ্রী বিনয় কুমার প্রসাদ তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে জুলাই, ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে ৩৫৩০ জন টিকিটবিহীন অনিয়মিত যাত্রী।

মতুয়াদের পাশে মমতা, পাল্টা মিছিলে বিজেপি-রাজনীতির উত্তেজনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ, ৩ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের রাজনীতিতে এবার নতুন উত্তেজনা ছড়িয়েছে এসআইআর বা ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্তকরণের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। এই প্রসঙ্গে মতুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাদের অনেকের মনে হচ্ছে, নতুন তালিকাভুক্তিকরণের ফলে তাদের নাম বাদ পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিতে মতুয়াগড়ে মিছিল ও সভা করেছেন। মমতার এই উদ্যোগ তৃণমূল শিবিরের মতে, একপ্রকার আস্থা প্রদর্শনের বার্তা, যাতে মতুয়ারা নিশ্চিত হতে পারেন যে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সংহত। মুখ্যমন্ত্রীর মিছিল দেখে বিজেপি সমর্থিত দল বলছে, এটি আদতে মতুয়ারা ভোটারদের ভুল বোঝাচ্ছে। ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অভিযোগে বিজেপি মমতার সমালোচনা করেছে। বিজেপি সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেছে, তারা মমতার মিছিলে পাল্টা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের প্রতিবাদে ৬ তারিখে বিকেল ৩ টেয় ঠাকুরনগর হাসপাতাল এলাকা থেকে শুরু হবে মিছিল। শেষ হবে ঠাকুরনগর বাজারে। মিছিলের হাঁটবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপির জনপ্রিয় নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মিছিলের মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের পাশে থাকা আমাদের কর্তব্য। আমাদের লক্ষ্য তাদেরকে নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত করা, যাতে তারা জানেন যে রাজনৈতিক শত্রুতা তাদের স্বাভাবিক অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারবে না। মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ ইতিমধ্যেই সচেতন হয়ে গেছে এবং তারা জানাচ্ছেন যে, এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে তাদের নামে কোনো অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলে তারা আন্দোলনের পথে নামবেন। এর আগে কিছু মতুয়া অনশনে বসেছিলেন। ১৩ দিনের অনশনের পর, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করেছিলেন। এরপরই মমতা তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিতে মতুয়াগড়ে সভা ও মিছিল করেছেন।

সুন্দরবনে ফের বাংলাদেশি ট্রলার-সহ মৎস্যজীবী আটক, ভারতের জলসীমায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবনঁ, ৩ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলে ফের বাংলাদেশি ট্রলারসহ মৎস্যজীবীদের আটক করা হল। সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে বঙ্গোপসাগরের ভারতীয় জলসীমায়। ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী তাদের সতর্ক নজরদারিতে রেখেছিল। সেই সময় ' মালিক' নামে বাংলাদেশের একটি ট্রলারকে সন্দেহজনকভাবে ভারতের জলসীমার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায। উপকূল রক্ষীবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ট্রলারকে আটক করে। ট্রলারে ১৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ছিলেন। অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম এবং মৎস্য শিকার করার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের ট্রলারসহ ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরে নিয়ে আসা হয়। পরে স্থানীয় ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ তাদের হাতে তুলে নেওয়া হয়।

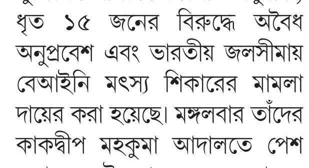

পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ধৃত ১৫ জনের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং ভারতীয় জলসীমায় বেআইনি মৎস্য শিকারের মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তখনও প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ভারতের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করেছিল। উপকূল রক্ষীবাহিনী তাদের ধরার পর পুলিশের হাতে হস্তান্তর করেছিল। কিন্তু এই ধরনের অনুপ্রবেশ কেন হচ্ছে-নিছক সীমানা ভুল, নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে-এটি নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লির বিস্ফোরণের পর থেকে সশস্ত্র ও জলপথ উভয় ক্ষেত্রেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের অবৈধ অনুপ্রবেশের পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির কথাও বারংবার উল্লেখিত হচ্ছে। তারা সতর্ক করেছেন যে, সীমান্তে নজরদারি শিথিল হলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন মডেল, ডায়মন্ডহারবারে সেবাশ্রয় ২-এর সফলতায় অভিষেকের প্রশংসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ দুই দিনের মধ্যে ডায়মন্ডহারবারে ফের শুরু হওয়া

সেবাশ্রয় শিবির জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই উদ্যোগে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কাজে স্বচ্ছ ও দক্ষ সেবাপ্রদানের নজির স্থাপন করেছে। শিবিরের ফলাফল নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় মানুষই আসল তার প্রমাণ দিচ্ছে। সেবাশ্রয় ২-এ পরিষেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সকলের সুস্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার। তিনি আরও যোগ করেছেন, দায়িত্ব নিয়ে মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিলে উন্নতি কোনোভাবেই থেমে থাকবে না। মহেশতলায় শুরু হওয়া প্রথম ক্যাম্পের জন্য ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত টিমের সবাই একযোগে কাজ করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ। অভিষেক জানিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এখন একটাই অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্য, যাদের যাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দরকার তাদের প্রত্যেকের কাছে সেই পরিষেবা নিশ্চিত করা। শিবিরের পরিসংখ্যানও চমকপ্রদ। দুই দিনে ৭০০২ জন মানুষ রেজিস্ট্রেশন করেছেন স্বাস্থ্যচেকআপের জন্য। একসাথে ২৭টি ক্যাম্প কাজ করেছে। এর মধ্যে ৩১৮৪টি কেস ডায়াগনোসিস হয়েছে, ৩০৭৯ জনকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে, এবং ৪২৯৯ জন বিভিন্ন জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ পেয়ে ফিরে গেছেন। এছাড়া ১৬৬ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভালো হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ডায়মন্ডহারবারের এই স্বাস্থ্য শিবির এখন একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহানুভূতি ও দক্ষতার সঙ্গে মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এটি জনগণের সঙ্গে আমাদের দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে বাংলার খেজুরের গুড় ও পাটালি, প্রস্তুতি তুঙ্গে

মলয় সুর ঃবাংলার নতুন খেজুরের গুড় বা পাটালির জনপিয়তা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। এশিয়া তো বটেই। ইউরোপের দেশগুলিতে চাহিদা রয়েছে গুড়ের। এমনকি মুসলিম মুসলিম দেশের দুবাইতেও । কিন্তু এবারের মরশুমে মাথায় হাত গুড় ব্যবসায়ীদের। এবার আন্তর্জাতিক বিমানে ঝোলা গুড় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। শুধু পাটালিকে প্লেনে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাংলার নদীয়া জেলার মাজদিয়া ও তার আশে পাশে এলাকায় খেজুরের গুড় বিখ্যাত। এই অঞ্চলে নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগর যাতায়াত পথে শাকদা বাজার মোড় থেকে কিছুটা দূরে কেনারাম দাসের খেজুরের গুড় তৈরি হয়। তার ১৫০ টি খেজুর গাছ রয়েছে । আপাতত সেগুলি জমা নিয়েছেন । তার নাতি সূর্য দাস গুড় তৈরি থেকে বিক্রি পুরো ব্যাপারটা দেখভাল করেন। সে মাজদিযা সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী কলেজে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে জানায়, দেশীয বাজারে যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে। তার তুলনায় যোগান কম, তাই দাম গত বছরের তুলনায় একটু বেশি। যেমন নলেন ৩০০ টাকা কেজি, পাটালি, ৩৫০ টাকা, দানা গুড় ৩০০ টাকা কেজি। শীত এখনো পর্যন্ত কম। সেটাই হয়তো এর কারণ। বেশিরভাগ গুড় বিক্রেতার কাছ থেকে আড়তদাররা পাইকারি দরে নিয়ে যান। এখানকার গুড়ের মান সবথেকে ভালো।

সাঁতরাগাছি ঝিলের চেনা ছবি উধাও! এই বছর নাও দেখা যেতে পারে পরিযায়ী পাখি

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাঁতরাগাছি, ৩ ডিসেম্বরঃ ভোররাতে পরিযায়ী পাখিদের গুঞ্জন শোনা গেলেও সকালে দেখা যাচ্ছে না। সাঁতরাগাছি

ঝিল পা। থেকে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরছেন পক্ষীপ্রেমীরা। ডিসেম্বরের শুরুতেও সাঁতরাগাছি ঝিলে পাখির দলের দেখা নেই। রীতিমতো হতাশ স্থানীয় মানুষ এবং দূরদূরান্ত থেকে আসা পক্ষীপ্রেমীরা। শীতের শুরু থেকে টানা ২-৩ মাস সাঁতরাগাছি ঝিল পাড়ে রীতিমতো মানুষের ঢল দেখা যায়। শনি-রবি এবং ছুটির দিনগুলিতে মেলার মতো মানুষের উপস্থিতি থাকে। আশেপাশের খাবার দোকানগুলিতে চোখে পড়ে ক্রেতাদের ঢল। ফলে ভাল ব্যবসা হয় তাঁদের। যদিও এই বছর সেই চেনা ছবি উধাও! নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের শুরু থেকেই পরিযায়ী পাখির দল সাঁতরাগাছি ঝিলে এসে বসত। রঙবেরঙের দেশি-বিদেশি নানা ধরনের পাখি দেখা যেত। সাইবেরিয়া, হিমালয় সহ বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সাঁতরাগাছি ঝিলে এসে প্রতি বছর হাজির হত বহু পাখি। এখানে সাধারণত গ্যাওয়াল, পিন্টেল, জলপিপি, সরাল, কটন টিল, ফেরুজিনাস ডাক, লেজার হুইসলিং টিল, সুইনহো'স স্নাইপ, কম্ব ডাক পাখিগুলি দেখা যেত। স্থানীয় মানুষের কথায়, দুর্গাপুজোর আগে থেকে ঝিল পরিস্কারের কাজ শুরু হত। ঠান্ডার রেশ শুরু হলে ঝিলে ধীরে ধীরে পাখিরা এসে ভিড় জমাত। কিন্তু গত কয়েক বছর ঝিল সময়মতো পরিস্কার না হওয়ায় সেইভাবে পরিযায় পাখি আসছে না। নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর শুরু হওয়ার পর অল্প শ্রমিক লাগিয়ে সবে কাজ শুরু হছে। এদিকে ঝিল অপরিস্কার দেখে ভোররাতে আকাশ থেকেই ফিরে যাচ্ছে বহু পাখি। স্থানীয় মানুষজন ঘর থেকে পাখিদের ডাক ও পাখনা মেলার শব্দ পেলেও সকালে অপরিস্কার ঝিলে পাখির দেখা মিলছে না। এলাকাবাসী মনে করছেন, যত দিনে ঝিল পরিস্কারের কাজ শেষ হবে। ততদিনে পরিযায়ী পাখি আসার সময় শেষ হয়ে যাবে। তাই এবার হয়তো আর দেখা সাঁতরাগাছি ঝিলে পরিযায়ী পাখির দলের দেখা মিলবে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৪, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

আশ্রমিক ক্ষিতিমোহন

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন ক্ষিতিমোহন। জীবনের শেষ জন্মদিনে উদয়নের বারান্দায় বসে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ পাঠের দায়িত্ব অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ তুলে দেন ক্ষিতিমোহনের হাতে। জীবনের শেষ বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন উদ্বিগ্ন ছিলেন তেমনই শান্তিনিকেতনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও তাঁকে চিন্তায় রেখেছিল। মন্দিরের ভাষণে তিনি আশ্রমবাসীদের কাছে অনুরোধও জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাঁর একান্ত আপনার জন দীনেন্দ্রনাথ ও বিধুশেখর শান্তিনিকেতন ছেড়েছিলেন চিরকালের জন্য। পরিস্থিতি ঘোরালো দেখে ক্ষিতিমোহনও কবির কাছে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ একটিই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, ক্ষিতিবাবু আপনিও আমায় ছেড়ে চলে যাবেন? জীবনে দ্বিতীয়বার আর ক্ষিতিমোহন সে চেষ্টা করেননি। কবিকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, তাই জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে যে দিন চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই দিন কোনও প্রয়োজনে উদয়নের দোতলায় ক্ষিতিমোহনকে যেতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন, 'কথা হয়ে গেল। বিদায় চাইলাম। কিন্তু তিনি দাঁড়াতে বললেন। আমার সর্বাঙ্গে তিনি হাত বোলাবার মত আশীর্বাদ-দৃষ্টি বুলিয়ে দিলেন। কি যেন তিনি বলতেও যাচ্ছিলেন কি যেন তাঁর বলার ছিল বলতে পারলেন না। হয়তো কোনো দুঃখেরই কথা। তাই বড় দুঃখে তিনি একবার পিছনে ফিরে তাকালেন, তাঁর সেই কাতর দৃষ্টি কখনও ভুলব না'। রবীন্দ্রনাথের সেই বেদনাভরা দৃষ্টি ক্ষিতিমোহন কখনও ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর মন্দিরে ক্ষিতিমোহন প্রার্থনা করেছিলেন মহান সেই আত্মার শান্তিকামনা। কয়েকদিন পর কারা যেন এসেছিলেন শান্তিনিকেতন দেখতে। ক্ষিতিমোহন বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন ; 'এখন আর কী দেখতে এলেন। নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ক্ষিতিমোহনকেই সকলে মেনে নিয়েছিলেন 'আশ্রম গুরু' হিসেবে। ১৯৫৪তে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যও হয়েছিলেন, সেসময়ের বিবৃতিতেও বলেন; 'বিশ্বভারতী, যা গুরুদেবের আদর্শগুলির পূত ভাণ্ডার বলতে পারি, তার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কিছু নেই।' তাঁকে শান্তিনিকেতনের কুলস্থবির বলা হয়। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরও রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্লাস নিয়েছেন। অমিতাভ চৌধুরী লেখেন, রবীন্দ্র প্রয়াণের পর প্রশাসন শীর্ষে রথীন্দ্রনাথ, আশ্রমগুরুর ভূমিকায় ক্ষিতিমোহন। 'রবীন্দ্রনাথের অভাব অনুভব করেনি ছাত্ররা। উপাসনায় তিনি আচার্য, ঋতু উৎসবে তিনি পরিচালক, যে কোনো সমস্যায় তিনি প্রধান পরামর্শদাতা।' ১৯৫৯ সালে বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতন তাঁকে শেষবার দেখে আম্রকুঞ্জে। রবীন্দ্র পরিচয় সভায় প্রবন্ধ পড়েন - রবীন্দ্রনাথ ও বাউল। মধ্যযুগীয় সাধকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভারসাম্য বিষয়ে একটি গবেষণার কাজ বিশ্বভারতী কর্তৃক ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর ওপর। সে কাজ আর সমাপ্ত করে যেতে পারেননি ক্ষিতিমোহন। ১৯৬০ সালের ১২ মার্চ আশি বছর বয়সে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন আমাদের ছেড়ে চলে যান। ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের অসপ্ত কাজগুলোকে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কবিগুরুকে আশ্বাস দিয়েছিলেন জীবন দিয়ে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করবেন। সেই কথাকে তিনি রক্ষা করেছেন। শান্তিনিকেতনকে কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে এবং শিক্ষার পরিবেশকে আর সুন্দর করে গড়ে তোলা যেতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। বাংলার লোক শিল্পের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিবিড় যোগ সূত্র তৈরি করে দিয়ে যান।

ফুটবল প্রেমিক পিকে ব্যানার্জি

পকে ছিলেন ভারতের অলিম্পিক ফুটবল দলের অধিনায়ক, ৬২ র এশিয়াড জয়ী দলের অন্যতম সদস্য এবং শেষবারের মত দেশকে এশিয়াড পদক এনে দেওয়া কোচ। এছাড়া কলকাতার ক্লাব ফুটবলের সফলতম প্রশিক্ষক তো বটেই যাঁর গোটা জীবনটাই একটা মোটিভেশন, ডিসিপ্লিন এবং ম্যানেজমেন্ট দিয়ে মোড়া। পিকে তখন রেলের কোচ। সুরজিতের বাংলার কোচ অরুণ ঘোষ। ফাইনালের ঠিক আগে হঠাৎ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সুরজিৎকে বলেন, ''দাদা খুঁজছে।'' সুরজিৎ ফোন করেন। পরের দশ মিনিট ও পার থেকে শুধু গালি আর চিৎকার। পঞ্জাব সে বার খুব ভাল খেলছিল। ফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ ছিল পঞ্জাবই। রেলের কোচ হয়েও বাংলাতেই হয়ত মন পড়েছিল পিকে-র। সুরজিৎকে বলেছিলেন, ''খবরের কাগজ খুললেই শুধু তোমাদের সমালোচনা পড়ছি! এত খারাপ খেলছ কেন তোমরা? শেষ পর্যন্ত পঞ্জাবের কাছে কি বাংলাকে ফুটবল শিখতে হবে?'' সুরজিৎ তাঁর গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''কী করতে হবে?'' এক শব্দের জবাব এসেছিল, ''দৌড়ও।''

পর দিন বাংলা ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল। শেষ গোলটি এসেছিল সুরজিতের পা থেকে। গোলরক্ষক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বল পেয়ে উইং দিয়ে দৌড় শুরু করেছিলেন সুরজিৎ। চারটে পাস খেলে গোল। পঞ্জাবের ফুটবলাররা বল ধরতে পারেননি। ওই গোলের পরেই বার ধরে ঝুলে পড়েন 'উচ্ছ্বসিত' সুরজিৎ। উইঙ্গার বলে একটা বাড়তি গর্ব ছিল। মনে করতেন, এক জন উইঙ্গারকে মাঠের এক দিক দেখে খেলতে হয়। তার কাছে আর একটা দিক বলে কিছু নেই। কারণ, সে দিকে সাইড লাইন। ওই খেলাটা খেলতে মগজ লাগে। আলাদা অনুশীলন দরকার হয়। 'মগজাস্ত্র' প্রয়োগ করে খেলার মধ্যে অন্য তৃপ্তি আছে। বুদ্ধিদীপ্ত উইঙ্গার সুরজিৎকে পাওয়া গিয়েছিল মারডেকা কাপে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে। মালয়েশিয়ার গোটা মাঝমাঠ এবং রক্ষণ সুরজিৎ সামলায়। আমাজন

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

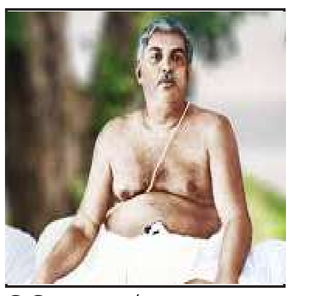

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

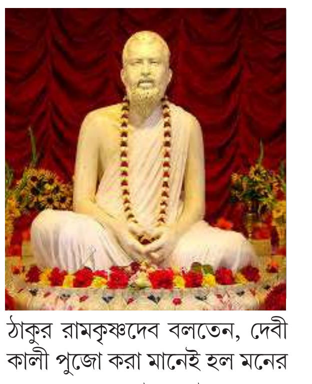

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বিদেশি শত্রুকে বিনাশ করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পবিত্র করতে হবে। মনের সব ময়লাকে দূর করতে হবে। তবেই মা কালীর আসল ভক্ত হতে পারবে। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার।

শহিদ ক্ষুদিরাম প্রথম শহিদ কিনা তা নিয়ে এখন অহেতুক প্রশ্ন উঠছে ও বিতর্ক ক্রমশ দানা বাঁধছে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ক্ষুদিরাম বসু ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯ জন্ম গ্রহণ করেন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী যিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেন। মুজাফফরপুর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রফুল্ল চাকীর সাথে তার ভূমিকার জন্য, একজন ব্রিটিশ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

হয়েছিল, যে গাড়িতে লোকটি ছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে অন্য গাড়িতে বসেছিলেন এবং বোমা নিক্ষেপের ফলে দুই ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয়। গ্রেপ্তারের আগে প্রফুল্ল নিজেকে গুলি করে হত্যা করেন। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুই মহিলার হত্যার জন্য বিচার করা হয়, অবশেষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম ভারতীয় বিপ্লবীদের একজন যাকে ব্রিটিশরা মৃত্যুদণ্ড দেয়। তিনি শহীদ হন ১১ আগস্ট ১৯০৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে।

আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করার অপরাধে এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার চেষ্টা অপরাধমূলক কাজের জন্য ফাঁসি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তবে মহাত্মা গান্ধী সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে দুই নিরীহ নারীর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। বাল গঙ্গাধর তিলক তার সংবাদপত্র কেশরীতে দুই যুবকের পক্ষে কথা বলেন এবং অবিলম্বে স্বরাজের আহ্বান জানান। এর পরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তিলককে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করে।

জীবনের প্রথমার্ধ ঃ ক্ষুদিরাম বসু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) মেদিনীপুরের এক বাঙালি কায়স্থ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবা পশ্চিম মেদিনী পুর জেলার কেশপুর ব্লকের অন্তর্গত মহোবোনীতে তহসিলদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষুদিরাম ছিলেন তিন কন্যার পরিবারের চতুর্থ সন্তান। ক্ষুদিরামের জন্মের আগে তাঁর বাবা-মা, ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর দুটি পুত্র সন্তান ছিল কিন্তু তারা দুজনেই শৈশবে মারা যান। সংস্কৃতিতে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি অনুসরণ করে, নবজাতক শিশুটিকে প্রতীকী ভাবে তার বড় বোনের কাছে তিন মুঠো খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল, যা স্থানীয়ভাবে খুদ নামে পরিচিত, যাতে তাকে অল্প বয়সে মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যায়। এইভাবে তিনি ক্ষুদিরাম নামটি অর্জন করেন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। এক বছর পর তার বাবা মারা যান। তার বড় বোন অপরূপা রায় তাকে দাসপুর থানার অন্তর্গত হাটগাছা গ্রামে তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। অপরূপার স্বামী অমৃত লাল রায় তাকে তমলুকের হ্যামিল্টন হাই স্কুলে ভর্তি করান। ১৯০২ এবং ১৯০৩ সালে, শ্রী অরবিন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর সফর করেন। তারা স্বাধীনতার জন্য বিদ্যমান বিপ্লবী দলগুলির সাথে একাধিক জন সাধারণের বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত অধিবেশনের আয়োজন করেন। কিশোর ক্ষুদিরাম বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

স্পষ্টতই, তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং কল কাতার বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেটওয়ার্কের সংস্পর্শে আসেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ওঠেন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণের জন্য মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কার্যকর যুক্তির কারণে তিনি অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ খালাস পান। ১৬ বছর বয়সে, ক্ষুদিরাম থানার কাছে বোমা পুঁতে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলায় অংশ নেন।

কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টা ঃ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল একটি বই বোমার আকারে, যা হেমচন্দ্র কানুনগো নামে একজন বিপ্লবী তৈরি করেন, যিনি ইউরোপ থেকে বোমা তৈরির কৌশল শিখেছিলেন। ক্যাডবেরি কোকোর একটি খালি টিনে এক পাউন্ড পিক্রিক অ্যাসিড এবং তিনটি ডেটোনেটর প্যাক করা হয়। এটি হারবার্ট ব্রুমের কমেন্টারিজ অন দ্য কমন ল- এর একটি ফাঁকা অংশে প্যাক করা হয়েছিল এবং একটি বাদামী কাগজে মোড়ানো হয়েছিল, একজন তরুণ বিপ্লবী পরেশ মল্লিক কিংসফোর্ডের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিংসফোর্ড খোলা না থাকা প্যাকে জটি পরে পরীক্ষা করার জন্য তার তাকে রাখেন। ১৯০৮ সালের মার্চ নাগাদ, বিচারকের নিরাপত্তার ভয়ে, তাকে জেলা জজ পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং সরকার তাকে বিহারের মুজাফফরপুরে স্থানা ন্তরিত করে। তার সাথে তার আসবাবপত্র, লাইব্রেরি এবং বই বোমাটিও ছিল। পরে সেটিকে নিয়ে এসে তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের বাগানে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়।

অনুশীলন সমিতি কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এপ্রিল মাসে, একটি দুই সদস্যের পুনরুদ্ধার দল মুজাফফরপুর পরিদর্শন করেছিল, যার মধ্যে প্রফুল্ল চাকিও ছিলেন। তাদের ফিরে আসার পর, হেমচন্দ্র বোমাটি সরবরাহ করেছিলেন, যেটি ছিল ৬ আউন্স ডিনামাইট, একটি ডেটো নেটর এবং একটি কালো পাউডার ফিউজ। প্রফুল্ল চাকী একটি নতুন ছেলে ক্ষুদিরাম বোসকে নিয়ে মুজাফফরপুরে ফিরে আসেন।

পুলিশের সন্দেহ ঃ অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ এবং তাদের সহযোগীদের কার্যকলাপ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। কলকাতা পুলিশ কিংসফোর্ডের জীবনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কমিশনার এফএল হ্যালিডে মুজাফফরপুরের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে যে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন তা উপেক্ষা করা হয়। তবে, ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য চারজনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে, ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী যথাক্রমে হরেন সরকার এবং দীনেশ চন্দ্র রায়ের নাম গ্রহণ করেন এবং কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত একটি দাতব্য সরাই খানায় (ধর্মশালা) বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী দিনগুলিতে, তারা দুজন তাদের লক্ষ্যবস্তুর কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন রুটিন পর্যবেক্ষণ করেন। দুই বিপ্লবী তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সফলভাবে তাদের পরিচয় গোপন করেন। কলকাতার সিআইডি অফিসার মুজাফফরপুরের সুপারিনটেনডেন্ট আর্মস্ট্রংয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে ফিরে আসেন যে তারা দুজন আসেননি।

২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায়, ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। স্কুলছাত্র বলে ভান করে, তারা ব্রিটিশ ক্লাবের বিপরীতে অবস্থিত মুজাফফরপুর পার্কটি জরিপ করে, যেখানে কিংসফোর্ড প্রায়শই যাতায়াত করতেন। একজন কনস্টেবল তাদের লক্ষ্য করেন।

মুজাফফরপুরে হত্যার চেষ্টা ঃ কিংসফোর্ড এবং তার স্ত্রী ব্রিটিশ ব্যারিস্টার প্রিংল কেনেডির কন্যা এবং স্ত্রীর সাথে সেতুবন্ধন খেলছিলেন। তারা রাত ৮.৩০ টার দিকে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। কিংসফোর্ড এবং তার স্ত্রী কেনেডি এবং তার পরিবারকে বহনকারী গাড়ির মতোই একটি গাড়িতে ছিলেন। যখন তাদের গাড়ি ইউরোপীয় ক্লাবের কম্পাউন্ডের পূর্ব গেটে পৌঁছায়, তখন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল গাড়ির দিকে দৌড়ে যান এবং গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে মারেন। একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং গাড়িটি কিংসফোর্ডের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়িটি ভেঙে যায় এবং কেনেডি মহিলারা ভয়াবহ আহত হন। মিস কেনেডি এক ঘন্টার মধ্যে মারা যান এবং মিসেস কেনেডি ২ মে গুরুতর আহত অবস্থায় মারা যান। পালায়ন ঃ ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল বন্দীদশা থেকে বাঁচতে তাদের নিজস্ব পথে চলে গেলেন। সকাল নাগাদ, ক্ষুদিরাম ২৫ মাইল হেঁটে ওয়াইনি নামক একটি স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। যখন তিনি একটি চায়ের দোকানে এক গ্লাস জল চাইছিলেন, তখন তিনি দুই সশস্ত্র কনস্টেবল, ফতে সিং এবং সিও পারশাদ সিং-এর মুখোমুখি হন। তারা তার ধুলোমাখা পা এবং তার ক্লান্ত ও ঘাম ঝরা চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ কিছু সন্দেহ করেন। কয়েকটি প্রশ্নের পর, তাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় এবং তারা ক্ষুদিরামকে আটক করার সিদ্ধান্ত নেন। ক্ষুদিরাম দুজনের সাথে লড়াই শুরু করেন এবং তৎক্ষণাৎ, দুটি লুকানো রিভলবারের মধ্যে একটি পড়ে যায়। ক্ষুদিরাম অন্যটি ব্যবহার করে কনস্টেবলদের উপর গুলি চালানোর আগেই, তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। অনেক কম বয়সী বলে পুলিশ অতি সহজেই তাকে ধরে ফেলে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণে নারীরা আগ্রহী ছিল

প্রকাশ রায়

অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যার দীপ্ত ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত শত নারী তাঁদের সাহস, বুদ্ধি, ত্যাগ আর দৃঢ়তার আলোয় ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন, অথচ তাঁদের নাম আজও অজানার অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। এমনই এক বিস্ময়কর নারী, এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, একজন স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিময় আত্মার কথা আজ বলতে হবে;ঢাকার জমিদার পরিবারে ২১শে নভেম্বর ১৯১৪ সালে জন্ম নেওয়া এক অসাধারণ কন্যা, যার পিতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। ছোটবেলায় ঘোমটার আড়ালে বড় হওয়া সেই কচি মেয়েটিই পরে কোমরে লুকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করেন, সহযোদ্ধাদের রক্ষা করেন, আর বারবার জীবন বাজি রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান;তিনি আমাদের ইতিহাসের এক বিরল দৃষ্টান্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে যেখানে সাধারণ শিশু খেলাধুলা আর পাঠশালার সীমানায় আটকে থাকে, সেখানে উজ্জ্বলা মজুমদার নিঃশব্দে জড়িয়ে পড়েন গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দলে। বিপ্লবীরা কলকাতা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতেন, তাঁর হাতেই অস্ত্র পৌঁছে যেত নির্দিষ্ট স্থানে। কোমরের কাছে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে দেওয়া বন্দুক;আর সেই কোমল মুখে দৃঢ়তা ও নির্ভীক তার দীপ্তি, যা প্রতিটি বিপ্লবীর মনেই জন্ম দিত অটল আস্থা। সুকুমার ঘোষ ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক; কিন্তু পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তাঁরা তাঁকে শেখাতেন সাহসের পাঠ, স্বাধীনতার মন্ত্র।

গ্রামে থাকার কারণে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় অনেক দেরিতে। বিশ বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন, তবুও জ্ঞানের প্রতি, সংগ্রামের প্রতি তাঁর তৃষ্ণায় কোনো কমতি ছিল না। তরুণী হওয়ার আগেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে;আর সেই দলের সঙ্গেই একদিন দার্জিলিং অভিযানে অংশ নিতে যাত্রা করেন। বেড়াতে যাওয়ার অজুহাতে তিনি দার্জিলিং পৌঁছান ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুকুমার ঘোষ, রবি ব্যানার্জীসহ আরও কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে। গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার পরিকল্পনায় তিনি হয়ে ওঠেন এক অপরিহার্য অংশ। হারমোনিয়ামের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে যান প্রয়োজনীয় মারণাস্ত্র;একদিকে নারীত্বের ছদ্মবেশ, অন্যদিকে অগ্নিকন্যার সংকল্প।

দার্জিলিংয়ে একটি হোটেলে তিনি থাকেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে; স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে। ৮ মে ১৯৩৪; ইতিহাসের এক সাহসিক দিনের ভোর। লেবং রেসকোর্সের মাঠে বিপ্লবী ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। গভর্নর অল্পের জন্য বেঁচে যান, ভবানী ধরা পড়েন;পর বর্তীতে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। উজ্জ্বলা ও মনোরঞ্জন ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং আশ্রয় নেন বিপ্লবী শোভারানি দত্তের বাড়িতে।

কিন্তু স্বাধীনতার পথ কখনও সহজ হয় না। ১৮ই মে শোভারানি দত্তের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ এবং উজ্জ্বলাসহ সবাই গ্রেপ্তার হন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে কঠিন বন্দীজীবন কাটাতে হয় তাঁকে। পরে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান তিনি।

মুক্তি পেলেও সংগ্রাম শেষ হয়নি। তিনি আবার যোগ দেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে;১৯৪২ সালের ভারত ছাড়োদ আন্দোলনে অংশ নিয়ে আবারও কারাবরণ করেন। চার বছর প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকার পর ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। জেলের ভেতরে বসেই তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং বি.এ পাশ করেন; অদম্য ইচ্ছাশক্তির এক স্বাক্ষর।

স্বাধীনতার পরে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে। এরপর সমাজসেবা হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান কাজ। নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় তাঁর ত্রাণসেবার ভূমিকা ছিল অনন্য। বারাসাতের কাছে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'পল্লী নিকেতন';যা ছিল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সৃষ্টির একটি বড় নিদর্শন। রাজারহাট থানার বেশ কিছু গ্রামে তিনি মানুষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

১৯৪৮ সালে তিনি বিবাহ করেন বিপ্লবী ও সাহিত্যিক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশের মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। অবশেষে ২৫ এপ্রিল ১৯৯২ সালে নিভে যায় সেই অগ্নিমানবীর দীপ্ত প্রাণ।

উজ্জ্বলা মজুমদার;যে নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক সাহসী মেয়ের অবয়ব। কোমলতায় ভরা, অথচ ভিতরে ইস্পাতের মতো দৃঢ়। তিনি জন্মেছিলেন শুধু একটি পরিবারের কন্যা হিসেবে নয়;একটি জাতির ভবিষ্যৎ আলো হিসেবে। অগ্নিযুগের ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জ্বল, দীপ্ত ও চিরস্মরণীয়। ভারতের স্বাধীনতা লড়াইতে বহু নারীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার পর্যনত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কীভাবে নারীরা অংশ গ্রহণ করে আত্মবলি দিতে অগ্রহী। ভারতের স্বাধীনতা চাওয়াটা অধিকারের মধ্যে পড়ে সেটাই সত্য

কোদালিয়ায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের বাসস্থান

ড. রাধারমণ দাস

বসু পরিবারের বাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে । রেল স্টেশন চিংড়ি পোতা যেটি বর্তমানে (সুভাষ গ্রাম)নামে পরিচিত। কিছু দূর পদব্রজে গেলেই হরনাথ বসুর বাড়ি। তিনি দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিলেন দেবনাথ বসু। তিনি ছিলেন অতি বিদ্বান কটকের রাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। জানকীনাথ সুভাষচন্দ্র অসাধারণ কিন্তু তার পিতা জানকীনাথ এর জীবন কাহিনী অনেকেই জানেন না। তিনিও কম অসাধারণ ছিলেন না। এমন পিতারই শরৎচন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্রের মতো পুত্র হওয়া স্বাভাবিক। জানকীনাথ এর বিবাহ একটি চমক প্রদ ঘটনা। তার সুযোগ্য পত্নী প্রভাবতীর পিতামহ ছিলেন গঙ্গা নারায়ণ দত্ত। তার পিতার নাম কাশীনাথ দত্ত। তাদের পরিবার বিখ্যাত হাটখোলার দত্তের একটি

বসু পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।ত্রয়ী শিক্ষিত উপযুক্ত ছিলেন। কোদা লিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করতেন। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন ছিল না। সেজন্য জানকীনাথ বসুকে শিক্ষালাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং সব পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই সামান্য অর্থ না পেলে তার লেখাপড়ার কি করে চলত জানিনা। বই কিনবার তার ক্ষমতা ছিল না। কলেজে সহ পাঠীদের কাছ থেকে বই নিয়ে তিনি হাতে লিখে নকল করে নিতেন। সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়াশোনা করার মতো তেলটুকু ছিল না, এছাড়াও সংসারের কাজকর্ম তাকেই করতে হতো এইভাবে লেখাপড়া করে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন।

শাখা। এই শাখা কলিকাতার অদূরে বরাহনগরে বাস করতেন। গঙ্গা নারায়ণ দত্ত তাঁর প্রথমা পৌত্রী প্রভাবতীর বরের অন্বেষণে কলেজে গিয়ে হাজির। দেখলেন একটি কালো রোগা ছাত্র এক জায়গায় বসে কি লিখছে,তখন টিফিনের ছুটি। অন্যেরা খেলাধুলো গল্পগুজবের ব্যস্ত। তিনি সেই ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন অন্যদের মত খেলছে না ? জানকীনাথ বললেন তার বই কেনার সামর্থ্য নেই তাই বন্ধুদের থেকে বই নিয়ে লিখে নিচ্ছেন। গঙ্গানারায়ণ তার পিতার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নেন এবং জানকীনাথ বসুর সঙ্গেই তার অপরূপা সুন্দরী পৌত্রী প্রভাবতীর বিবাহ স্থির করে ফেললেন।

বিবাহের পর প্রভাবতীর পিতা কাশীনাথ দত্ত যখন মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ি গেলেন তাদের পারিবারিক অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ফিরে পিতাকে বলেন, বাবামশাই আপনি আমার সোনার প্রতিমার মত মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন?

পিতা উত্তর দিলেন, জলে ফেলেছি কি কিসে ফেলেছি সময় এলে দেখো । জানকীনাথ ওকালতি করবেন কিন্তু কলকাতায় তার বাসস্থান, জানা পরিচয় কিছুই নেই । পিসেমশাই হরবল্লব বসু কটক এর প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিসম্পন্ন উকিল ছিলেন। তিনি জানকীনাথ বসু কে কটকে গিয়ে ওকালতি শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জানকীনাথ এই সুযোগ গ্রহণ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেন এবং Govt plider নিযুক্ত হন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি পরিত্যাগ করেন। সেই সময়ে স্টিমার পার হয়ে কটক পৌঁছতে হতো তারপর গরুর গাড়িতে গন্তব্য স্থল। এমন গল্প আমরা মা জননীর কাছে তথ্য

স্মৃতির আলো শরৎ বাবুর কন্যা গীতা (বসুর) লেখা পারিবারিক স্মৃতিচারণের অন্যতম পারিবারিক দলিল। তিনি তার স্মৃতিচারণে তার পিতা,রাঙা কাকাবাবু তার বন্ধু পরিকর দিলীপ কুমার রায়, তৎকালীন কংগ্রেস অধিবেশন, মহাত্মাজীর বোস বোস বাড়িতে থাকা,সুভাষচন্দ্র গৌরীপুরী দেবীরসাক্ষাৎকার সহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। যা সুভাষ অনুরাগীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি কি আদৌ অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করেছিলেন? প্রদর্শিত গাড়িটি কি গৃহত্যাগের সঙ্গে যুক্ত ? নেতাজি ফাইলে স্পষ্ট এমিলি, অ্যানিটা নেতাজির কেউ নয় তবু কেন অপ্রচার? বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি তবু চিতাভস্মের গল্প কেন? রাশিয়ায় নেতাজি হত্যার কোনো প্রমাণ নেই তবু হইচই কেন? ফরমোজা থেকে ফৈজাবাদ;এত প্রমাণ তবু বারংবার মৃত্যু পরোয়ানা কেন? আজাদি অর্থসম্পদ লুঠ হল কেন? কেন প্রকাশ্যে এলেন না অখন্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী? নেতাজি নিয়ে এমন নানা বিভ্রান্তির উত্তর; নেতাজি গবেষক ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরীর বই 'ক্ষমা করো সুভাষ' স্বাধীনতার সূর্যসারথি বাংলার বড় আপনজন সুভাষ'কে সর্বভারতীয় স্তরে উপযুক্ত প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি আজও। নেপথ্যে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, প্রাদেশিকতা, আর্থিক লেনদেনের কলঙ্কময় গোপন রসায়ন।

তার সৌরদীপ্ত দেশপ্রেম, পবিত্র চরিত্র ও জীবনগাথাকে আড়াল করতে নানা অপচেষ্টা এবং নানা স্তরে গভীর চক্রান্ত চলেছে দিনের পর দিন। এ ব্যাপারে সম্প্রতি পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নতুন প্রজন্ম যুক্তি, তর্কও তথ্যের আলোয়ে নেতাজি সম্পর্কে সত্য জানতে এগিয়ে আসছে। তাদের সেই স্বপ্নপূরণের তাগিদে লেখকের এই নিবেদিত অর্ঘ্য নেতাজির প্রতি 'ক্ষমা করো সুভাষ। সত্যের সূর্যস্নাত যে পথে সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাবে আজ ও আগামী। সময় পরে , তুমি হয়তো একটি আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর বিষাদের খবর শুনবে ; কিন্তু সে সব শুনে বিষাদগ্রস্ত হয়ো না , মুষড়ে পোড়ো না । আবার দেখা হবে । এসো পবিত্র ! নেতাজির সাথে শেষ দেখায় এমনি নির্দেশ পেয়েছিলেন ড পবিত্র মোহন রায়। সূত্র ক্ষ্ম নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস - লেখক - ডঃ পবিত্র মোহন রায়।আমরা কতজন জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস টেক্কা দিত মিত্রশক্তির সিক্রেট সার্ভিসকে? জানি না আমরা কারণ আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি । আসল ইতিহাস জানতে গেলে পড়া উচিত আজাদ হিন্দের ইন্টেলিজেন্স অফিসার।

পাঠকদের দরবার

ষোল আনা বাঙালি ছিলেন উত্তম কুমার

রতন হাজরা, টালিগঞ্জ

সব মানুষেরই জীবনে এমন কিছু, গোপন কথা থাকে, যা হয়ত স্ত্রীকেও বলা চলে না। কিন্তু উত্তমকুমারের জীবনে সত্যিই তেমন কিছু ছিল কি, তাঁর ছোটভাই তরুণকুমার, মানে বুড়ো, যা জানতেন না? তরুণ কুমারের স্পষ্ট জবাব, না, ছিল না। বরং একান্ত বন্ধুত্বে ছিল দুজনের মধ্যেই। দাদাকে হারিয়ে তরণ কুমারের মনে কেবলই স্মৃতি তোলপাড় তুলছে এখন। তারই দু-একটি টুকরো ঘটনা পর পর সাজিয়ে দিলেন তিনি।

শুরু করা যাক ছোটবেলা থেকে। উত্তমের অভিভাবকত্বে আহিরী টোলায় মামার বাড়ি চলেছেন মেজভাই বরণ, ছোটভাই তরুণ। উত্তমের বাবা চাইতেন ছেলেরা স্বাবলম্বী হোক। তাই এই ব্যবস্থা। ভবানীপর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সঙ্গে এসে বাবা তিনভাইকে তুলে দিলেন ট্রামে। বাড়তি সঙ্গী একটা সুটকেস। ট্রামে ওঠা থেকেই উত্তম চাইছেন সুটকেসের দায়িত্ব তরুণের কাঁধে চাপাতে। তরুণ ঠেলছেন মেজদা বরুণকে। অবশেষে ট্রাম যখন বি. কে. পাল এভিনিউ স্টপে থামল এবং তিনভাই তাড়াহুড়ো করে নামলেন তখন আবিষ্কার করা গেল সুটকেসটি ট্রামেই রয়েছে। তারপর বিরাট কাহিনী। পিছনের ট্রামে উঠে শেষ স্টপ পর্যন্ত গিয়ে সুটকেস ফিরে পাওয়া, ইতিমধ্যে মামার বাড়িতে পৌঁছতে দেরী হওয়ায় নানান দুশ্চিন্তা, মিথ্যে কথা সাজিয়ে বলে বকুনি এড়ানো এই সব। এই ঘটনার সময় উত্তম দশ বছরের। বরুণ সাত, তরুণকুমার পাঁচে পড়েছেন।

দুঃখ আর ভালোবাসা মেশানো আর একটি দিনও তরুণ ভোলেননি। উত্তমকুমারের 'গার্জিয়ানি'-তে পড়তে বসেছিলেন। পড়তে পড়তে ঘুমে ঢলে পড়ছিলেন বারবার। পাশেই উত্তম চেচিয়ে চেচিয়ে ভূগোল মুখস্থ করছেন। ছোটভাইকে মাঝে মাঝেই সাবধান করছেন; বুড়ো, ঠিক করে পড়। কিন্তু না, ঘুম কিছুতেই চোখের পাতা থেকে নড়ছে না তরুণের। অতএব উত্তমের ডান হাতটা আচমকা নেমে এল তরুণের গালে। দুধের দাঁত ছিটকে পড়ল তরুণের। সে কি রক্ত! মা-ও সেবার খুব বকে ছিলেন উত্তমকে। বাবার কাছে দাদার দোষ ঢাকতে মিথ্যে বলেছিল তরুণ। আর অনুতপ্ত উত্তম সারা রাত জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলেন ভাই-কে।

প্রচণ্ড ভূতের ভয় ছিল উত্তম কুমারের। বিয়ের আগে পর্যন্ত তরুণ শুতেন দাদার পাশে। মাঝরাতে- উঠতে হলেই ডাকতেন, বুড়ো, অ্যাই বুড়ো একটু, ওঠ না।

দাদার জীবনসংগ্রামের কঠিন দিনগুলিতে তরুণ ছিলেন পাশে। দেখেছেন অন্যের প্যান্ট চেয়ে নিয়ে দাদা শ্যুটিং করতে যাচ্ছেন। সাংসারিক অবস্থা বিপাকে ১৯৪৮ -৪৯ সাল নাগাদ যখন তাঁদের চরম দুরবস্থা;দুঃখের অন্ন সখী হয়ে খেয়েছেন একসঙ্গো। পরে অবশ্য দাদাই সব উদ্ধার করেন। শেষ করেন সমস্ত ধার দেনা , তরুণকুমার বললেন।

কর্মজীবনের শব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত তরুণ ছিলেন উত্তমের এক বিরাট আস্থার জায়গা। সব ছবি দেখে তরুণের সমালোচনা না করা পর্যন্ত উত্তম নিশ্চিত হতে পারতেন না। সেটে দু'জনে একসঙ্গে থাকলে 'শট' দিয়েই চোখের ইশারায় জানতে চাইতেন;কেমন হলো রে? ইদানিং বোধহয় একটু বিষন্ন হয়ে পড়েছিলেন মহানায়ক। একদিন কথায় কথায় ছোটভাইকে বলেন, বড়ো, আমার পপুলারিটি বোধহয় কমে যাচ্ছে রে। উত্তাল জনতার ঢেউ ঠেলে উত্তম শেষ যাত্রায়।

টিকিট চেকিং কার্যক্রমে সম্পূর্ণ বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে নতুন মানদণ্ড স্থাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৩ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক

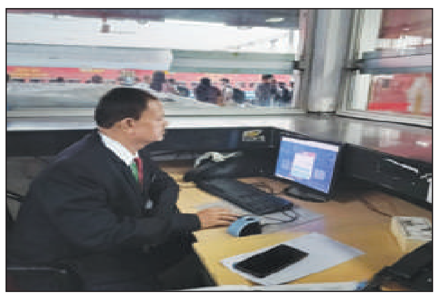

তথ্যপ্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাবাহিক অভিযানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তার পাঁচটি ডিভিশনে ২২টি টিটিই লবিতে সমস্ত টিকিট চেকিং স্টাফের জন্য ১০০ শতাংশ বায়োমেট্রিক সাইন অন / সাইন অফ সিস্টেম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে একটি উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সাফল্য অর্জন করেছে। এই ডিজিটাল সিস্টেম জোনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, যেমন কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ বঙাইগাঁও, রঙিয়া জংশন, কামাখ্যা, গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় টাউন এবং নিউ তিনসুকিয়াতে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়েছে, যার ফলে কর্মীদের আসা-যাওয়া, উপস্থিতি এবং কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বায়োমেট্রিক উপস্থিতি প্রবর্তনের সাথে সাথে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে টিকিট চেকিং ব্যবস্থার দক্ষতা আরও উন্নত হয়েছে। সঠিক, রিয়েল-টাইম অ্যাটেন্ডেন্স ক্যাপচারের মাধ্যমে, সিস্টেমটি ট্রেনে স্টাফদের উন্নত পর্যবেক্ষণ এবং অনবোর্ড ডিউটির জন্য স্টাফের আরও সর্বোত্তম মোতায়েন নিশ্চিত করে। এর ফলে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেয়েছে, সময়ানুবর্তিতা উন্নত হয়েছে এবং পরিষেবা প্রদান উন্নত হয়েছে। টিকিট চেকিং দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে টিকেটের অনিয়ম হ্রাস হয়েছে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, ফিল্ডে স্টাফদের উপস্থিতি বৃদ্ধির ফলে উইন্ডো টিকিট বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক রাজস্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম নিশ্চিত করার জন্য, ডিভিশনাল এবং জোনাল হেড কোয়ার্টার উভয়ে ডেডিকেটেড টিম বায়োমেট্রিক ইনস্টলেশন এবং সমস্ত লবি থেকে রিয়েল-টাইম ডেটাকে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি, যাত্রী পরিষেবা উন্নত করতে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য অ্যাডভান্স ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিলিগুড়ি লায়ন্স ইন্টার ন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট - ৩৩৩এফ- এর পক্ষ থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড় স্থিত ক্লক টাওয়ার সংস্কার সহ সৌন্দর্যায়নের কাজ অতি শীঘ্র শুরু করা হবে। উক্ত কাজ শুরুর প্রাক্কালে ডিসিপি ট্রাফিক, পূর্ত দপ্তর ও পুর নিগমের বাস্তুকারবৃন্দ সহ শিলিগুড়ি লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তাবৃন্দের নিয়ে প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব। উল্লেখ্য লায়ন্স ইন্টার ন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট - ৩৩৩এফ- এর উদ্যোগে উক্ত স্থান থেকে শিলিগুড়ি ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের ২০০টি সানগ্লাস প্রদান করা হয়।

৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু ৫ ডিসেম্বর, প্রস্তুত শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং উত্তরবঙ্গের গর্ব- ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু হতে চলেছে আগামী ৫ ডিসেম্বর। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা প্রাঙ্গণে টানা ১০ দিন ধরে চলবে এই ঐতিহ্যবাহী বইমেলা, যা শেষ হবে ১৪ ডিসেম্বর। এবছর বইমেলায় অংশ নিচ্ছে অক্সফোর্ড, পেঙ্গুইন, হার্পার কলিন্স, আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, দেব সাহিত্য কুটির, দীপ প্রকাশন ও সোনার বাংলার মতো দেশের নামী প্রকাশন সংস্থাগুলি। পাশাপাশি জেন জেড পাঠকদের কথা মাথায় রেখে বেশকিছু তরুণ প্রকাশনাও প্রথমবারের মতো উপস্থিত হচ্ছে। এর মধ্যে বিভা প্রকাশন, শব্দ প্রকাশন, বুকফার্ম, ই-বুক লিস্ট এবং বুকলুক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগঠকদের দাবি, বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি মিলিয়ে এবছর মোট কমপক্ষে ৯৪ টি স্টল বইমেলায় অংশ নিচ্ছে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪.৩০ টায়। উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমর মিত্র। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, টেক্সো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ও ত্রিপুরার আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে থাকছেন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিত চৌধুরী। বইমেলা চলাকালীন প্রতিদিন বিকাল ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পরিবেশনায় মঞ্চ উঠবে মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বইমেলা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে মেয়র অন কল- যেখানে দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন মহানাগরিক গৌতম দেব। ১৪ ডিসেম্বর রাত ৮টায় পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান হবে। বইমেলায় প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ টাকা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০ টাকা। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলা। এবারের বইমেলাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। পাঠক, লেখক ও বইপ্রেমীদের ভিড়ে আগামী দশদিন জমে উঠবে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সাহিত্য আসর।

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala

eNIT NO: 393/NGP/25-26.
Dated: 03-12-2025

E-tender are invited online through https://wbtenders.gov.in by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR Procurement of computer Printer, UPS etc). Bid submission last date (online): **16/12/2025 at 14.00 hrs.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

সদর দপ্তর ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সংস্কার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৬০/২৫-২৬, তারিখ ঃ ০১-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.:** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৬০-২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ভবনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সম্মেলন কক্ষের ব্যবস্থা সহ সদর দপ্তর ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সংস্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২১,৪২,২২৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **২২-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সম্পর্কে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল সদস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ ডিসেম্বর ঃ তিনদিনের ঝটিকা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলা সফরের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সম্পর্কে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি তথা প্রাক্তন জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী এবং বর্তমান তৃণমূল নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য শাহনাজ বেগম। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় একটি পোস্ট করে শাহনাজ বেগম জানিয়েছেন, বারংবার মুখ্যমন্ত্রী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে জেলা পরিষদ সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করে তিনি সব দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সমাজ মাধ্যমের পাতাকেই হাতিয়ার করেই মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের আর্থিক দুর্নীতির বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে শাহনাজ বেগমের লেখায় বারংবার উঠে এসেছে বর্তমান সমাধিপতির কথা। যদিও কোথাও শাহনাজ বেগম, বর্তমান সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার নাম উল্লেখ করেননি। তবে প্রাক্তন জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রীর চাঁদমারিতে যে বর্তমান সভাধিপতি রয়েছেন তা তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে উল্লেখ রয়েছে। শাহনাজ বেগমের এই পোস্ট ইতিমধ্যে প্রচুর ব্যক্তি শেয়ার করেছেন এবং তাঁর অভিযোগের যে সত্যতা রয়েছে সেটাও অনেকে প্রকাশ্যে মেনে নিয়ে নিজেদের মন্তব্য লিখেছেন। শাহনাজ বেগমের অভিযোগ, জেলা পরিষদের উন্নয়নে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে বর্তমান সভাধিপতি সমাজমাধ্যমের রিলস বানাতে বেশি ব্যস্ত থাকেন বর্তমান সভাধিপতিকে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ইতিহাসে কালো অধ্যায় বলে অভিহিত করে শাহনাজ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন, নেতাদের নয়, সাধারণ মানুষের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে হবে বর্তমান সভাধিপতি সম্পর্কে। পাশাপাশি 'মেন্টর' এবং 'কো-মেন্টর'দের কাজ নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, শুধু 'অনারিয়াম' নেওয়া, তেল নেওয়া, গাড়ি নেওয়া থেকে শুরু করে দু-চারটে ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়াই মেন্টর এবং কো-মেন্টরদের কাজ হতে পারে না। তাই জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল খরচ করে এমন পরামর্শদাতাদের প্রয়োজন আছে কিনা মুখ্যমন্ত্রীকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে বর্তমান 'কো মেন্টরের' স্বামীর আর্থিক দুর্নীতির কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। পঞ্চায়েত আইন মেনে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের 'স্থায়ী সমিতি' এবং 'জেনারেল বডি'র বৈঠক যে নিয়মিত হয় না তাও নিজের পোস্টে জানিয়েছেন শাহনাজ বেগম। এছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীনে এম সি ই টি কলেজের রুগ্ন অবস্থায় ছবিও তুলে ধরেছেন শাহনাজ । নিজের পোস্টে তিনি জানিয়েছেন কলেজের নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৪০০ কোটি টাকা। সেই কলেজ, বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে কীভাবে জেলা পরিষদের মুষ্টিমেয় কর্তাগণ লাভবান হবেন বর্তমানে সেই চেষ্টা করছেন তাঁরা । পাশাপাশি জেলা পরিষদের অধীনস্থ বর্তমানে বন্ধ হয়ে থাকা আর এন টেগোর হাসপাতাল পুনরায় চালুর দাবি রেখেছেন শাহনাজ বেগম। তিনি লিখেছেন, সভাধিপতির ঔদ্ধত্য, এবং ডোন্ট কেয়ার এ্যাটিটিউড আগামীদিনের জন্য অশনি সংকেত। একমাত্র আপনার (পড়ুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি) ইতিবাচক পদক্ষেপই এই জেলা পরিষদকে বাঁচাতে পারে। শাহনাজ বেগম বলেন, ২০১৬ সালে যখন আমরা (পড়ুন তৃণমূল) জেলা পরিষদের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। সেই সময় আমরা জেলাবাসীকে কথা দিয়াছিলাম স্বচ্ছতা এবং উন্নয়নের পথে চলবে এই জেলা পরিষদ। বর্তমান সভাধিপতির বিরুদ্ধে গাড়ির তেল চুরিরও অভিযোগ রয়েছে। আমার অভিযোগের পর তিনি সেই টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে জেলা পরিষদ কীভাবে চলছে তা প্রশাসনের কর্তারা এবং আমার দলের নেতারা খুব ভালো করেই জানেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি একাধিকবার আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জিকে চিঠি লিখেছি। আমার ধারণা সেই চিঠি তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি। জনগণের কাছে সৎ থাকার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী যখন এই জেলায় রয়েছেন তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় যতটা সমস্তব তুলে ধরেছি। শাহনাজ বেগমের এই 'বিদ্রোহ' কি তাঁর দলত্যাগের ইঙ্গিত এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে আমি নিজের জেলা সভানেত্রীর পদ ছেড়েছিলাম। তবে এখনও আমি তৃণমূলের একনিষ্ঠ সৈনিক। ভবিষ্যতে কী হবে তা আমি এখনই বলতে পারবো না। জেলা পরিষদে নিজের সহকর্মীর তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রশ্ন শোনার পর তিনি বলেন, নো কমেন্টস।

পূর্ব রেলের নতুন উপশহর পরিষেবা পেতে যাত্রীদের সাহায্য করবে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ বনগাঁ, হাসনাবাদ, হাবরা এবং বারাসাতগামী যাত্রীদের জন্য আরও সুখবর! মেট্রো রেল ইতিমধ্যেই দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন থেকে উপশহরের যাত্রীদের দ্রুত, আরামদায়ক এবং মসৃণ পরিষেবা প্রদান শুরু করেছে যা তাদের বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে এবং ফিরে আসার জন্য তাদের জাগতিক ভ্রমণের সময় কমিয়ে দিচ্ছে। কয়েক বছর আগে এটি কল্পনাও করা যেত না। দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে বনগাঁর জন্য একটি উপশহর পরিষেবা চালু করা এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত হাসনাবাদ - বারাসাত লোকাল সম্প্রসারণের ফলে, আরও উপশহরের যাত্রীরা এখন দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন থেকে ইয়েলো লাইন মেট্রো পরিষেবা পেতে পারেন। গত আগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো লাইনের উদ্বোধনের পর, বিমানবন্দরে যাতায়াত ইতিমধ্যেই হাজার হাজার বিমান যাত্রীদের জন্য সহজ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনটিও গুরুত্ব পাচ্ছে এবং ইয়েলো লাইনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে যা শহরতলির যাত্রীদের বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের অনন্য সুযোগ প্রদান করে। এই স্টেশনটি শহরের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণকারী শহরতলির যাত্রীদের জন্য কলকাতার আরেকটি প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে। তাদের দীর্ঘ, কষ্টকর যাত্রা ধীরে ধীরে অতীতের বিষয় হয়ে উঠছে কারণ ইয়েলো লাইনের এই স্টেশনটি মেট্রো রেল এবং পূর্ব রেলের মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করছে এবং যাত্রীরা এখন দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে শুরু হওয়া অথবা দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনে নেমে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের এই স্টেশন স্পর্শ করে সহজেই শহরতলির পরিষেবা পেতে পারেন। এই সংযোগ যাত্রীদের পূর্ব রেলের দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে শুরু হওয়া বনগাঁ এবং বারাসত লোকাল ট্রেন পরিবর্তন করার এবং ব্যস্ত সময়ে ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়ার একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করছে। এটি মূল্যবান সময়, অর্থ সাশ্রয় করছে এবং মসৃণ, আরামদায়ক যাতায়াত নিশ্চিত করছে এবং তাদের জীবনকে সহজ করে তুলছে। আগামী দিনে এটি আরও পরিবর্তন হতে চলেছে। বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কৌশলগত অবস্থান হাজার হাজার যাত্রীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তারা সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে ১৮.৩৭ মিনিটে ছেড়ে আসা কম জনাকীর্ণ বনগাঁ লোকাল ট্রেন ব্যবহার করতে পারবেন। পূর্ব রেল ০৪.১২.২০২৫ থেকে ২০.০৫ মিনিটে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁর জন্য একটি নতুন ইএমইউ পরিষেবা চালু করছে, তাই সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনে নামার পর আরও বেশি শহরতলির যাত্রী এই পরিষেবাটি উপভোগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ভিড়ের সময় তাদের শিয়ালদহ স্টেশনে যেতে হবে না বনগাঁ লোকাল ট্রেন ধরতে। এছাড়া, ০৪.১২.২০২৫ থেকে, একটি হাসনাবাদ-বারাসত ইএমইউ লোকাল ট্রেন দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই ট্রেনটি দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে সন্ধ্যা ৭.৫১ মিনিটে পৌঁছাবে। হাসনাবাদ, বসিরহাট, বারাসতের মতো জায়গা থেকে এই ট্রেনে ভ্রমণকারী উপনগরীয় যাত্রীরা যানজটের ঝামেলা ছাড়াই সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে বেহালা বা জোকা পৌঁছানোর জন্য সহজেই মেট্রো পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে যে এই সংযোগটি আরও জনপ্রিয় এবং যাত্রীবান্ধব হয়ে উঠবে। পূর্ব রেলের উপনগরীয় পরিষেবা এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে মেট্রো সংযোগের এই নতুন প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণের ফলে যাত্রীরা ব্যস্ত সময়ে প্রচুর উপকৃত হবেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে, মেট্রো কর্তৃপক্ষ আগামী দিনে প্রত্যাশিত ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবন ও যাত্রা উপভোগ্য করে তোলার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, **হাওড়া ডিভিশনে ডানকুনি স্টেশন ও সালার স্টেশনে নর্ম্যাল পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী আলোচ্য ই-অকশন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-২৭-১১-আর। ক্রমিক নং ও লট নং/ক্যাটিগরি; স্টেশন ঃ** (১) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই- টিওআই-৭০-২৫-৩; ডানকুনি (ডিকেএই)। (২) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-টিওআই-৩৮-২৫-১; সালার (এসএএলই)। **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট উভয়ের জন্য। (HWH-429/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এস আই আর এর কাজ পর্যবেক্ষনে বর্ধমানে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে ভোটের আগে বিশেষ সংশোধনী পর্ব বা এসআইআর ঘিরে তাপমাত্রা চরমে। ইতিমধ্যেই বাংলা চষে বেড়াচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ১৩ জন পর্যবেক্ষক অর্থাৎ 'স্পেশাল ১৩'। বুধবার বর্ধমানে এসে পুরো প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে যেমন নানাদিক খতিয়ে দেখলেন, তেমনই শুনলেন রাজনৈতিক দলগুলির উদ্বেগ ও অভিযোগও। সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক স্মিতা পান্ডে। এদিন তারা বৈঠক করেন জেলাশাসক আয়েশা রানী এ (আই এ এস) সহ এআরও দের সাথে। ইতিমধ্যে আরও ১১ রাজ্যের মতো বাংলাতেও এসআইআরের সময়সীমা বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। কারণ, প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই উঠেছে একের পর এক অভিযোগ। অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন বিপুল সংখ্যক বিএলও। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফেও অভিযোগ উঠেছে নানা অনিয়মের, যা আরও জটিল করে তুলেছে পরিস্থিতি। বৈঠক শেষে সুব্রত গুপ্ত জানালেন, এসআইআর একটি প্রক্রিয়া। যতই গভীরে যাওয়া হচ্ছে, ততই আসছে নতুন মতামত ও অভিযোগ। সবটাই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে অতিরিক্ত চেকিং-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনই কোনও অভিযোগের সারবত্তা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি নন তিনি। তার স্পষ্ট বক্তব্য-রোল পর্যালোচনার আগে অভিযোগ খারিজ বা গ্রহণ, কোনওটাই সম্ভব নয়। আরও ভালভাবে গুণমান বাড়ানোর জন্য ইআরওদের নির্দেশও জারি হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদল তৃণমূলের অনুষ্ঠানে

প্রশাসনিক কর্তাদের দেখা যাচ্ছে, যা তাদের সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজি তা দাবি করেন, তাদের দুইজন বিএলও গোদা এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিএলও এবং বিএলই ২ দের ভয় দেখানো হচ্ছে। এদিন বৈঠকের পর বিরোধীরা আই প্যাককে কাঠগড়ায় তুলতেও ছাড়েনি। বিজেপি ও সিপিএমের দাবি- আসল গোলমাল হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি পর্যায়ে, যা পুরোপুরি গোপন রাখা হচ্ছে। ডাটা এন্ট্রি কারা করছেন, কোথায় হচ্ছে-সবই অন্ধকারে। তাদের দাবী তৃণমূলের পরামর্শ দাতা এজেন্সী 'আই প্যাক' এর লোকজনই ডাটা এন্ট্রি ও ডিজিটালাইজেশনের কাজ করে যাচ্ছে সম্পূরেন অনৈতিকভাবে। নির্বাচন কমিনের নির্দেশ অনুসারে কোন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করেনি প্রশাসন। সিপিএম নেতা অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ আরও কঠোর। তার দাবি, বহু জায়গায় তৃণমূলের দলীয় দপ্তর, ক্লাবঘর থেকেই ফর্ম বিলি ও জমা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগের ছবি জেলাশাসককে পাঠানো হলেও প্রশাসন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীরব বলে দাবি তার। তৃণমূল অবশ্য সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। দলের জেলা নেতা বাগবুল ইসলাম বলেন, এত অল্প সময়ে এসআইআর করা সম্ভব নয়, তাই সময় বাড়ানো হয়েছে। বিজেপিকে সুবিধা দিতে নির্বাচন কমিশন তৎপর-এই অভিযোগও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। একই সঙ্গে বিরোধীদের দিকে তোপ দাগেন- প্রমাণসহ অভিযোগ চাইলে তা দিতে না পেরে ভাসা ভাসা অভিযোগ করেই যাচ্ছেন তারা। একদিকে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকের আশ্বাস, অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ- এসআইআরকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ তাই ক্রমশই উত্তপ্ত। সামনে সময় যত এগোবে, ততই স্পষ্ট হবে চূড়ান্ত খসড়ার 'স্বচ্ছতা' নিয়ে এই পাল্টাপাল্টি দাবি কতটা বাস্তব আর কতটা রাজনৈতিক কৌশল।

মালদা ডিভিশনে বাতিল প্রচুর ট্রেন, নিয়ন্ত্রিত একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ!

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ঃ মালদা ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য বাতিল ও নিয়ন্ত্রণ একাধিক ট্রেন। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জামালপুর ও রতনপুর স্টেশনের মধ্যে রোড ওভার ব্রিজ গার্ডেন স্থাপন এবং ধরহরা, ধনৌরী ও জামালপুর স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য একাধিক ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে। পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে একাধিক ট্রেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কাজ। রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ চলাকালীন বাতিল করা হয়েছে ট্রেন নম্বর ৭৩৪২৫ ও ৭৩৪২৬ জামালপুর-কিউল-জামালপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার। আগামী ০৭.১২.২০২৫ ও ২১.১২.২০২৫ বাতিল থাকবে এই ট্রেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মধ্যবর্তী রাতে জামালপুর-রতনপুর শাখায় ও জামালপুর-কিউল শাখায় ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। যার ফলে একাধিক ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে সময় পুনর্নির্ধারণ ও দেরিতে ট্রেন চলাচল করবে জানিয়েছে মালদা ডিভিশন রেল কর্তৃপক্ষ। সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে ট্রেন নম্বর ৭৩৪৩৫ ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার। আগামী ৯, ১০, ১২, ১৩ তারিখ পর্যন্ত ৭৫ মিনিট দেরিতে চলবে এবং ১৪ তারিখ ৩০ মিনিট দেরিতে চলবে ট্রেন নম্বর ৭৩৪৩৫ ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পাশাপাশি কাজ চলাকালীন নিয়ন্ত্রণ করা হবে হাওড়া ১৩০৩১, বালুরঘাট-ভাটিণ্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস ১৫৭৪৩, মালদা টাউন-পটনা এক্সপ্রেস ১৩৪১৫, জয়নগর-ভাগলপুর এক্সপ্রেস ১৫৫৫৪, ইত্যাদি ট্রেনগুলো গড়ে এক ঘণ্টা দেরিতে চলাচল করবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/APAS/01/164/12/0001
Name of work : **Thorough footpath repairing at Rajendra Lal Street with development area in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **4,13,566.43 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **25 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/APAS/01/164/13/0008
Name of work : **Repairs to paver block footpath from 2A to 2B/H/20 Dr. M.N.C. Sarani in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **2,65,762.44 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **20 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/APAS/01/164/19/0003
Name of work : **Repairs to bathing platform at 2B/H/57, 2B/H/46 and others Dr. M.N.C. Sarani in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **1,27,176.30 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Period of completion : **15 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/APAS/01/164/19/0005
Name of work : **Repairs to latrine at 2BH/58, 2B/H/59 and other places, Dr. M.N.C. Sarani in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **1,37,126.64 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Period of completion : **21 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/APAS/01/164/11/0002
Name of work : **Development of Uttaran area at 18/4, 18/H/4, C.W. Road and others in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **2,70,617.73 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/170/0001
Name of work : **Repairs to footpath and kerb and channel at Pathuria Ghata Street in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **1,49,276.70 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-APAS/01/166/175/0003
Name of work : **Renovaton of stone set footpath at a portion of M.D. Road in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **3,13,412.77 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Period of completion : **15 Days**.

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/176/0001
Name of work : **Thorough I.P.S. & paver block footpath repairing at Netai Halder Street and Anukul Mukherjee Road in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **3,92,808.24 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **25 Days**.

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/162/0001
Name of work : **Thorough repairs to concrete passage at 35, Darpanarayan Tagore Street in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **1,73,372.36 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/163/0001
Name of work : **Renovation of stone set footpath from 33 to 67, M.D. Road in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **4,84,773.20 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **25 Days**.

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/167/0001
Name of work : **Improvement of stone set footpath at 202 to 206, M.D. Road in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **1,88,909.10 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 11)**; The tender will be opened on : **28.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 11)**; The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 11)**.

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-11/2025-2026/R
Name of work : **Improvement of road surface surrounding of Jhama Pukur Park in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **2,99,173.62 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **18 Days**.

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/27/2025-2026/R
Name of work : **Through repairing of road surface at Parshi Bagan Lane in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **3,83,624.09 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-26/2025-2026/R
Name of work : **Repairs to latrine at 58/H/21B, 58/H/23, Kailash Bose Street in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **1,60,378.28 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **18 Days**.

(15) NIT No. : IV/038/APAS-28/2025-2026/R
Name of work : **Renovation of drainage line at 14/2, 18/H/8, Girish Bidya Ratan Lane and other places in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **4,94,498.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **29.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 12 to 15)**; The tender will be opened on : **31.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 12 to 15)**.

(16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/23/E17/25-26/R
Name of work : **Restoration of I.P. concrete passage and footpath at 76, 23, Bortala St., 24, 32, Shib Thakur Ln. 7, Hara Prasad Dey Ln. and others places in Ward No. 23**; Estimated Cost : ₹ **3,98,595.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(17) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/206/APAS37/25-26/R
Name of work : **Repairing of drainage line at 7/1 Ramkrishna Bagchi Lane in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **4,93,996.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of completion : **25 Days**.

(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/221/APAS38/25-26/R
Name of work : **Repairing of footpath at 103, 105, 107 Vivekananda Road and other places in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **4,98,982.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/204/APAS39/25-26/R
Name of work : **Repairing of drainage line with restoration at Jogen Dutta Lane (Portion) in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **4,85,742.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **25 Days**.

(20) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/46/APAS44/25-26/R
Name of work : **Repairing of road surface at Dwarkanath Tagore Lane in Ward No. 25 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **2,24,411.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **10 Days**.

(21) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/207/APAS43/25-26/R
Name of work : **Road repair at 34/1, 37, 39 Ramdulal Sarkar Street and others places in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,65,881.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,400.00**; Period of completion : **25 Days**.

(22) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/204/APAS41/25-26/R
Name of work : **Repairing of urinal with bathing place at Jogen Dutta Lane in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,04,215.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,100.00**; Period of completion : **20 Days**.

(23) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/024/38/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Repairing of latrines at Ganapat Bagla Road and other places in Ward No. 24**; Estimated Cost : ₹ **2,99,022.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **25 Days**.

(24) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/208/APAS42/25-26/R
Name of work : **Repairs to latrine door, kota, tiles etc. at 35/1/1B Bethune Row and other places in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **1,56,690.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,200.00**; Period of completion : **25 Days**.

(25) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/207/APAS44/25-26/R
Name of work : **Repairs to latrine door, kota, tiles etc. at 35/1, 37, 39/2, Ramdulal Sarkar Street and other places in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,43,220.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,900.00**; Period of completion : **20 Days**.

(26) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/022/25-26/APAS
Name of work : **Repairs to footpath at Binod Saha Lane and passage at D.L. Roy Street and Binod Saha in Ward No. 27**; Estimated Cost : ₹ **4,31,847.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **01.01.2026 - 11 am (For Sl. No. 16 to 26)**; The tender will be opened on : **03.01.2026 - 11 am (For Sl. No. 16 to 26)**; The bid forms and other details are available on and from **02.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 12 to 26)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 26)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/079/109/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 57 Hossain Shah and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/159/0003)**; Estimate Amount : ₹ **2,99,666.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **45 Days**.

(2) NIT No. : KMC/IX/079/113/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 48/D, 52/1A Karl Marx Sarani near Bhukailash Rajbari Gate and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/133/0002)**; Estimate Amount : ₹ **1,49,656.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **40 Days**.

(3) NIT No. : KMC/IX/079/112/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 45/1, 45/5 D.H. Road area near Bakery Factory and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/150/0004)**; Estimate Amount : ₹ **1,99,615.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **45 Days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/079/111/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 13, 15, 21 Hossain Shah and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/145/0003)**; Estimate Amount : ₹ **1,99,655.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **01.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; Tender will be opened on : **03.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/IX/079/117/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 49/5/H/187, 188 Karl Marx Sarani near Lal Bahadur Shastri Vidyapith and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/126/0001)**; Estimate Amount : ₹ **1,49,597.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/IX/079/122/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 49/5/H/53/3, 49/5/H/53/12 Karl Marx Sarani opposite of Pappu Tea Stall near Bhukailash Ground and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/132/0005)**; Estimate Amount : ₹ **1,49,637.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/IX/079/118/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 49/5/1L, 49/5/H/68 K.M. Sarani and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/135/0003)**; Estimate Amount : ₹ **1,99,636.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/IX/079/120/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 49/5/H/199, 49/5/H/201, 49/5/H/204 K.M. Sarani and Fulbagan Uttaran & surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/139/0007)**; Estimate Amount : ₹ **1,99,655.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(9) NIT No. : KMC/IX/079/116/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of toilets at 49/5/2E/H-39, 49/5/H/163 Karl Marx Sarani opposite of Bhukailash Janseva Sansthan Club and surrounding areas in Ward No. 79. (APAS/01/158/137/0002)**; Estimate Amount : ₹ **1,49,637.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 5 to 9)**.

(10) NIT No. : KMC/IX/080/086/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of footpath by laying paver block at the Southern side of Iron Gate along Dumayne Avenue in Ward No. 080. (APAS/01/158/99/0001)**; Estimate Amount : ₹ **4,99,760.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(11) NIT No. : KMC/IX/080/088/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of footpath by laying paver block infront of Iron Gate along Dumayne Avenue in Ward No. 080. (APAS/01/158/102/0002)**; Estimate Amount : ₹ **3,44,154.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 10 & 11)**; Last date and time of submission of bid : **03.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 5 to 11)**; Tender will be opened on : **05.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 5 to 11)**; The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 11)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11)**.

1592/25-26

শীতে ঘোরার নতুন ঠিকানা- বাংলার ৫ চেনা গন্তব্য

শীত এলেই বেড়ানোর পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু দিঘা, মন্দারমণি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার মতো জায়গা এতবার দেখা হয়ে গেছে যে আর বিশেষ উত্তেজনা থাকে না। ফলে অনেকেই খুঁজে বেড়ান এমন কিছু স্থান, যেখানে ভিড় কম, প্রকৃতি নির্মল এবং অভিজ্ঞতা নতুন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তেই রয়েছে এমন বহু গন্তব্য- একেবারে অচেনা না হলেও যেগুলো এখনও পর্যটকদের নজরে আসেনি পুরোপুরি। এই শীতে ঘুরে আসতে পারেন এমনই পাঁচটি জায়গা থেকে।

১. গোপালপুর - শালবন, নদী আর প্রাচীন গড়ের মেলবন্ধন

গোপালপুর নামটি শুনলেই অনেকের মনে প।ে ওড়িশার সাগরপাড়। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে আর-এক গোপালপুর, যেটি পুরনো মন্দির, শিমুল-পিয়ালের বন আর নিসর্গের সৌঃদর্যে সমৃদ্ধ। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার, মেদিনীপুর শহর থেকে মাত্র সাত-আট কিলোমিটার এগোলেই পড়বে গোপালপুর বায়োডাইভার্সিটি পার্ক। প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে হয় এই শান্ত বনভূমিতে- পুষ্করিণী, ফোয়ারা, শালের ঘন জঙ্গল আর পাখির ডাক মিলে তৈরি হয় অন্যরকম পরিবেশ।

পার্ক ঘুরে চাইলে টোটো বা গাড়ি ভাড়া করে আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখা যায়। কাছেই রয়েছে কুন্দ্রামাতার থান, দেখতে পারেন কংসাবতী নদীর দুই সেতু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা মনোরম দৃশ্য। গ্রামের শান্ত পরিবেশে জমিদার বাঁধ এবং লালগড়ের বনও চমকার সময় কাটানোর জায়গা। গোপালপুর স্কুলের কাছেই রয়েছে ভুবনেশ্বর ও গগনেশ্বর শিবমন্দির- ম্লান হয়ে যাওয়া রঙের আড়ালে আজও টেরাকোটার কাজ বলে দেয় এদের প্রাচীন ইতিহাসের কথা।

রাঁচি-হাতিয়া-বালসিরিং-র চূড়ান্ত অবস্থান জরিপের অনুমোদন

কলকাতা,৩ ডিসেম্বরঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রাঁচি বিভাগের রাঁচি-হাতিয়া-বালসিরিং এর মধ্যে প্রস্তাবিত তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনের জন্য রেল বোর্ড চূড়ান্ত অবস্থান জরিপ অনুমোদন করেছে, যা মোট ১৪ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। জরিপের অনুমোদিত ব্যয় ₹৩৩.৬০ লক্ষ। রাঁচি-হাতিয়া-বালসিরিং বিভাগটি ঝাড়খণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডোর, যেখানে যাত্রী এবং মালবাহী যানবাহনের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন চালু হওয়ার ফলে লাইনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, পরিচালনার ক্ষমতা উন্নত হবে এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিস্তারিত প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার আগে এই জরিপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ। রাঁচি-হাতিয়া-বালসিরিং-এর মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, রাজধানী রাঁচির চারপাশে যোগাযোগ জোরদার হবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং যাত্রীদের সুবিধা উভয়কই সমর্থন করবে। নতুন লাইনগুলি মালবাহী চলাচলকেও বাড়িয়ে তুলবে এবং এর ফলে আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে সহায়তা করবে। সমীক্ষার অনুমোদন উচ্চ-সম্ভাব্য রুট সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত রেলওয়ে অবকাঠামো নির্মাণের প্রতি ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

দু কোটি টাকার গাঁজা আটক

বাজারিছড়া (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) ঃ অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি গেটে প্রায় দু-কোটি টাকার গাঁজা বোঝাই লরি বাজেয়াপ্ত করেছে আসাম পুলিশ। নিষিদ্ধ গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে জিরানিয়ার (ত্রিপুরা) বাসিন্দা রাকেশ চক্রবর্ত্তীকে।

Name Change

I, Kabsura Bibi (old name) residing at Kuli, Kuli, Kandi, Burwan, Dist-Murshidabad, Pin-742168 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KABSURA BIBI to KAFSURA BEGAM and henceforth I shall be known as KAFSURA BEGAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 03/12/2025. KABSURA BIBI and KAFSURA BEGAM both are same and one identical person.

Name Change

I, Fulshan Bibi W/o Saheb Hossain residing at Vill-Radhakrishnapur, P.O.-Sekhalipur, P.S-Lalgola, Dist-Murshidabad, W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Fulshan Bibi instead of Fulchand Bibi, my husband's actual name Saheb Hossain instead of Md. Alauddin and my son's actual name Sahabul Sk(in Aadhar 4926 6906 4196) instead of Md Sahabur which is wrongly written in my son's Birth Certificate(Regd. No. 17/01, Dated-12/02/2001), vide an affidavit No. 853 sworn before the Ld. Executive Magistrate S.D.E.M(S)Court at Berhampore, Murshidabad dated 14/11/2025. Fulchand Bibi W/o Md. Alauddin and Fulshan Bibi W/o Saheb Hossain both are same and one identical person. Md Sahabur and Sahabul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,Sorif Sk (Old Name)S/O–Noor Haque Sk residing at Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102do hereby decrale that I have changed my namefromSorif Sk toSharif Sekhand henceforth I shall be known asSharif Sekh(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary publicBerhampore court on16/07/2025.My nameSharif Sekh&Sorif Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,Barnali Roy Sarkar, W/O Dalim Sarkar, aged about 30 years, Resident of Vill. Gournagar, Bamanpukur, P.O. Shree Mayapur, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, by faith - Hindu, by profession- House Hold, am also known as Barnali Roy Sarkar, Wife of Dalim Sarkar and "Barnali Roy, wife of Dalim Sarkar Das" and "Barnali Roy Sarkar, Wife of Dalim Sarkar" are the name of same and identical person and sworn affidavit to that effect before the Judicial Magistrate, Nabadwip being no. 4824 Dated 11/11/2025

Name Change

I, Md Rezaul Haque Molla (old name) son of Abdul Khalek Molla, residing at Vill & P.O – Kamaria, P.S – Joynagar, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743337, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rezaul Haque Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 19/2025 dated 02/12/2025. Md Rezaul Haque Molla (old name) and Rezaul Haque Molla (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nousad Sk (Old name) S/o-Sahadaa Ali Sekh, Resident at, Vill-Nutangram, Po-Mougram, Ps-Ketugram, Purba Bardhaman, 713130 West Bengal, I have changed my name Nousad Sk to Nowsad Sk (New name) I shall be known as Nowsad Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 03/12/2025 Nousad Sk and Nowsad Sk same and one identical person.

Name Change

I, Ketabuddin (Old name) W/o-Narkesh Bibi, Resident at, Vill-Bara Sujapur, Po-Sujapur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Ketabuddin to Ketabuddin Sekh (New name) I shall be known as Ketabuddin Sekh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 03/12/2025 Ketabuddin and Ketabuddin Sekh same and one identical person.

Name Change

I, Abdus Salam Sekh (Old Name) S/O–Mursed Sekh resident of Vill- Rajkhanda , Po- Mohurul Anantapur , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Salam Sekh to Abdus Salam Sk and henceforth I shall be known as Abdus Salam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Abdus Salam Sk & Abdus Salam Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Majammel Sekh (Old Name) W/O-Abbas Sk residing at Vill-Rangamati chandpara , PO-Jadupur , PS-Berhampore , Murshidabad , West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Majammel Sekh to Mojammel Seikh and henceforth I shall be known as Mojammel Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/11/2025. My name Mojammel Seikh & Majammel Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Kadari Bibi (Old Name) W/O-Abbas Sekh residing at Vill-Rangamati chandpara , PO-Jadupur , PS-Berhampore , Murshidabad , West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Kadari Bibi to Qadari Bibi and henceforth I shall be known as Qadari Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/11/2025. My name Qadari Bibi & Kadari Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohima Bibi (old name) residing at Saluya Mathpara, Baruipara, Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHIMA BIBI to MAHIMA BIBI and henceforth I shall be known as MAHIMA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 03/12/2025. MOHIMA BIBI and MAHIMA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Nasiruddin Sekh (Old Name) S/O–Aachen Sekh residing at Maradighi Dakshin , Dadpur , Rejinagar , Murshidabad , West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Nasiruddin Sekh to Nasirullah Sekh and henceforth I shall be known as Nasirullah Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025. My name Nasirullah Sekh & Md Nasiruddin Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Sonali Hoque (Old Name) W/O–Md Istambul Hoque residing at Vill & PO-Shyamnagar , PS-Nowda , Murshidabad, West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Sonali Hoque to Sonali Haque and henceforth I shall be known as Sonali Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Sonali Haque & Sonali Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahura Khatun, S/o-Masud Sk, Resident at, Vill-Singa, Po-Gudhia, Ps & Dist- Murshidabad, 742101, That my wrongly name is Urmila Bibi, which has been recorded in my My Son's Birth Certificate. Registration no.17 Date-27/02/2012 I have changed my name Urmila Bibi to Jahura Khatun (New name) I shall be known as Jahura Khatun vide affidavit no.10AC 947808 before the Judicial magistrate at Lalbagh on 09/09/2025 Jahura Khatun & Urmila Bibi same and one identical person.

Name Change

I, Firoz Hussain (old name) Son of Late Abedali Tailor, residing at 9/4, East Topsia Road, Gobinga Khatick Road, Kolkata-700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Firoz Hussain Dohadwala (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Firoz Hussain (old name) and Firoz Hussain Dohadwala (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mojammel Mallick, S/o- Rahaman Mallick, resident of Vill. Natungram, P.o-Bara Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Mojammel Mallick to Mojam Mallick and henceforth I shall be known as Mojam Mallick in all purpose, vide affidavit No. 74 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 27.11.2025. Mojam Mallick and Mojammel Mallick both are same and identical person.

Name Change

I, Mujit (old name) son of Sunnat Ali Molla, redsiding at Vill: Mathurapur, P.O – Chandaneswar, Bhangar, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743330, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mujit Ali Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/12/2025. Mujit (old name) and Mujit Ali Molla (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dolu Mondal (old name) Son of Mochhakrim Mondal, residing at Vill & Po-Patharghata, Ps-Tehatta, Nadia Pin-741103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Daulat Mondal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Dolu Mondal (old name) and Daulat Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Janehara Bibi Sekh (old name) Daghter of Madar Biswas, residing at Vill & Po-Patharghata, Ps-Tehatta, Nadia Pin-741103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Janehara Sekh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Janehara Bibi Sekh (old name) and Janehara Sekh (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bablu Sekh (old name) Son of Hatem Shaikh, residing at Vill-Bara Andulia Paschim Para, Po-Bara Andulia, Ps-Chapra, Nadia Pin-741124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bablu Shaikh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Bablu Sekh (old name) and Bablu Shaikh (new name) both are same and one identical person

Name Change

I, Aliyara Bibi (Old Name) W/O– Md Jamshed Ali Shaikh residing at Vill & PO-Chhatai , PS-Ranitala , Murshidabad , West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Aliyara Bibi to Aliara Bibi and henceforth I shall be known as Aliara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Aliara Bibi & Aliyara Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Seikh Erad Ali (Old Name) S/O–Hasen Sk residing at Vill-Udaychandpur , PO-Jibanti , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Seikh Erad Ali to Erad Ali and henceforth I shall be known as Erad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Erad Ali & Seikh Erad Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Josan Murmu (Old Name) S/O–Gachal Murmu residing at Vill-Ashuya , PO-Mahurul Anantapur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742180 do hereby declared that I have changed my name from Josan Murmu to Jahan Murmu and henceforth I shall be known as Jahan Murmu (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Jahan Murmu & Josan Murmu both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Jamshed Ali Shaikh (Old Name) S/O–Faijuddin Mondal residing at Vill & PO-Chhatai , PS-Ranitala , Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Md Jamshed Ali Shaikh to Md Jamshed Ali Saikh and henceforth I shall be known as Md Jamshed Ali Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Md Jamshed Ali Saikh & Md Jamshed Ali Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Monjurul Hassan (Old Name) S/O–Sahiduzzaman residing at Vill-Kushabaria , PO-Kusaberia , PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742406 do hereby declared that I have changed my name from Monjurul Hassan to Munjurul Hassan and henceforth I shall be known as Munjurul Hassan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/12/2025. My name Munjurul Hassan & Monjurul Hassan both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Nasiruddin Sekh (Old Name) S/O–Aachen Sekh residing at Maradighi Dakshin , Dadpur , Rejinagar , Murshidabad , West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Nasiruddin Sekh to Nasirullah Sekh and henceforth I shall be known as Nasirullah Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/11/2025. My name Nasirullah Sekh & Md Nasiruddin Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Pronoti Biswas W/o Anil Biswas residing at Vill-Banbania, P.O.-Habra, P.S-Ashoknagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743263, , W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Pronoti Biswas instead of Pranati Biswas and my son's actual name Ujjal Biswas instead of Ujjwal Biswas, vide an affidavit No. 5127 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas dated 01/09/2025. Pronoti Biswas and Pranati Biswas both are same and one identical person. Ujjal Biswas and Ujjwal Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I,RESHMA BIBI (OLD NAME) W/O SUKUR ALI KHAN,RESIDING AT ,NIBHUJI BAZAR KALINAGAR PURBA PARA HATKALNA , PURBA BARDHAMAN -713434 , , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RESHMA KHATUN BIBI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 3/12/25, RESHMA KHATUN BIBI (NEW NAME) AND RESHMA BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MD WASIM AKRAM (OLD NAME) S/O MD SIRAJ,RESIDING AT ,15,SWINHOE LANE KASBA,KOLKATA - 700042 , , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD WASHIM AKRAM (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 3/12/25, MD WASHIM AKRAM (NEW NAME) AND MD WASIM AKRAM (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SUSMITA BERA (OLD NAME) W/O BISWAJIT BERA,RESIDING AT ,BAR AMRITBERIA MIRPUR , BARAMRIT BERE , PURBA MEDINIPUR , PIN - 721648 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA MONDAL BERA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HALDIA,SL NO - 12710, DATED 20/11/25, SUSMITA MONDAL BERA (NEW NAME) AND SUSMITA BERA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I,BHOLA GUPTA (OLD NAME) S/O LATE BARHO GUPTA ,RESIDING AT ,2/H/9 KHALASI TOLA ROAD , HASTING , KOLKATA - 22 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHENDRA PRASAD GUPTA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 3/12/25, MAHENDRA PRASAD GUPTA (NEW NAME) AND BHOLA GUPTA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

Name Change

I,GOURANGO CHANDRA SAHA (OLD NAME) S/O LATE DEBENDRANATH SAHA,RESIDING AT ,6D , BISWAS PARA LANE CHARU MARKET , KOLKATA , PIN - 700033 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURANAGA SAHA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALIPUR , DATED 14/11/25 , SL NO -69607, GOURANAGA SAHA (NEW NAME) AND GOURANGO CHANDRA SAHA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, BALASUBRAMANIAN MAHABEVAN S/o Lakshmi Mahadevan residing at Modello Highs Tower-2, Flat No. 10-C JL 48 Holding 266 EM Bypass Kumrakhali Connector, Kolkata-700103 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my & my father's actual name BALASUBRAMANIAN MAHABEVAN & LAKSHMI MAHADEVAN instead of M BALASUBRAMANIAN & IYER MAHADEVAN and which is wrongly written in my Driving Licence bearing No. WB2020150087317, vide an affidavit No. 40066 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 21/11/2025. M BALASUBRAMANIAN S/o IYER MAHADEVAN and BALASUBRAMANIAN MAHABEVAN S/o Lakshmi Mahadevan both are same and one identical person.

Name Change

I, HARSHITA AGARWAL W/o Krishna Agarwal residing at P S Magnum Block 2, Flat 7A, 7th Floor, P.S. Baguiati 24 Parganas, Pin-700052 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name HARSHITA AGARWAL instead of HARSHITA GOEL D/o Anita Goel(mother) and which is wrongly written in my Driving Licence bearing No. WB0720220024134, vide an affidavit No. 50693 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 02/12/2025. HARSHITA AGARWAL and HARSHITA GOEL both are same and one identical person.

Name Change

1. Sarjun Nisa, w/o Lt. Badaruddin Mia D/o Lt. Mhebub Mia, That the name is wrongly recorded in The Pension payment order of my it husband Badruddin Mia is Sajarunissa. 2. That my actual name is Sarjun Nisa which is recorded in my Addhaar card. residing at Line No- 12/419, Baghal P.J. Mill Line, P.O.-Rishra Hooghly, Pin-712248, West Bengal. have changed my name and shall henceforth be known as Sarjun Nissa and Sajarunissa are both same and identical Person.

Name Change

1. Sarjun Nisa, w/o Lt. Badaruddin Mia D/o Lt. Mhebub Mia, That the name is wrongly recorded in The Pension payment order of my it husband Badruddin Mia is Sajarunissa. 2. That my actual name is Sarjun Nisa which is recorded in my Addhaar card. residing at Line No- 12/419, Baghal P.J. Mill Line, P.O.-Rishra Hooghly, Pin-712248, West Bengal. have changed my name and shall henceforth be known as Sarjun Nissa and Sajarunissa are both same and identical Person.

নাম পরিবর্তন

আমি সামিম হোসেন পিতা মৃত খায়রুল আনাম গ্রাম ঢোলা, পোস্ট ও থানা ঢোলাহাট, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। পিন ৭৪৩৩৯১। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, স্কুল সার্টিফিকেটে নাম লেখা সামিম হোসেন কিন্তু আমার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডে নাম লেখা সামিম হোসেন মোল্লা। আমি গত ২ রা ডিসেম্বর কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিড বলে সামিম হোসেন হলাম। সামিম হোসেন ও সামিম হোসেন মোল্লা একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Gopal Krishna Dutta, SO Late Subhash Chandra Dutta, ব্যাঙ্ক রোড (বিবেকানন্দ রোড), ওয়ার্ড নম্বর ৬, রামপুরহাট, বীরভূম, ৭৩১২২৪ এর বাসিন্দা। আমার পাসপোর্ট, মাধ্যমিক অ্যাডমিড কার্ড এবং সমস্ত শিক্ষাগত শংসাপত্রে আমার বাবার নাম Subhash Chandra Dutta নথিভুক্ত রয়েছে। আমার আধার কার্ডে বাবার নাম Subhas Chandra Dutta নথিভুক্ত রয়েছে। ২৭.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Subhash Chandra Dutta Subhas Chandra Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Hasibul Hasan, SO Md Zamaluddin, গ্রামঃ কুরুলিয়া, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Md Zamaluddin যেটা আমার ভোটার এবং আধার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। পাসপোর্ট নম্বর N3410565 তে বাবার নাম Md. Mihilal নথিভুক্ত রয়েছে। ১২.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Zamaluddin @ Md. Mihilal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I Pankaj Biswas on behalf my father Late Bijoy Chandra Biswas Residing at Beltala Kowgachi Shyamnagar, District-North 24 Parganas, Pin-743127, West Bengal, India have changed his name and he shall henceforth be known as Late Bijay Biswas as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 03/12/2025. Late Bijoy Chandra Biswas and Late Bijay Biswas both are same and identical person

Name Change

I, Nargis Biswas (old name) Daughter of Nazimuddin Mondal, residing at Vill & Po-Bangaljhi, Ps-Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nargis Mondal Biswas (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Nargis Biswas (old name) and Nargis Mondal Biswas (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I ANISUR RAHAMAN MONDAL S/O MUJIBAR RAHAMAN residing at Vill-Hekampur, P.O.-Padmalavpur, P.S.-Amdanga, North 24 Parganas-743126, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANISUR RAHAMAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit serial No 18, Dated 03/12/2025. ANISUR RAHAMAN MONDAL and ANISUR RAHAMAN both are same and identical person.

Name Change

I BISWAS TANMAY PANCHANAN S/O PANCHANAN BISWAS residing at Vill-Briddhapalla, P.O.-Bairampur, P.S.-Gopalnagar, North 24 Parganas-743262, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TANMAY BISWAS as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 03/12/2025. BISWAS TANMAY PANCHANAN and TANMAY BISWAS both are same and identical person.

Name Change

I BISWAS SWAPNA PANCHANAN W/O PANCHANAN BISWAS residing at Vill-Briddhapalla, P.O.-Bairampur, P.S.-Gopalnagar, North 24 Parganas-743262, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SWAPNA BISWAS as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 03/12/2025. BISWAS SWAPNA PANCHANAN and SWAPNA BISWAS both are same and identical person.

Name Change

I SHYAMAL KR PAL S/O GOURANGA CHANDRA PAL residing at 1/43, Bapuji Colony Near Bhatri Sangha Club, Ichapur, North 24 Parganas-743144, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHYAMAL CHANDRA PAL as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 03/12/2025. SHYAMAL KR PAL and SHYAMAL CHANDRA PAL both are same and identical person.

Name Change

I, Tayeba Khatun W/o Bagbul Islam Residing at N00125 Saraberia, P.o - Chakla, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin- 743424, West Bengal India that my father who previously known as Md Sasher Ali, Sasher Ali (Old Name) shall henceforth be known as Mohammad Shaser Ali (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 8905 dated 21-11-2025. I declare that my father Md Sasher Ali, Sasher Ali (Old Name) and Mohammad Shaser Ali (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, Nazeee Begam (Old Name) W/o Noor Alam Residing at 46/1, Gora Chand Road, Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Najni Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 40/2025 Dated 03-12-2025. Nazeee Begam (Old Name) and Najni Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nahid Praween (Old Name) W/o Md Izhar Alam Residing at G-349/M, Meher Manzil Lane, P.o+P.s - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nahid Parween (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 03-12-2025. Nahid Praween (Old Name) and Nahid Parween (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shaikh Jainal Abedin (Old Name) S/o Late Abdul Audud Residing at Anantapur, P.o - Chanserpur, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin - 721653, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Jaynal Abedin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2025. Shaikh Jainal Abedin (Old Name) and Jaynal Abedin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Sadique (Old Name) S/o Late Sk Abdul Rahim Residing at 52/1B, Bright Street, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Abdul Sadique (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 39/2025 Dated 03-12-2025. Sk Sadique (Old Name) and Sk Abdul Sadique (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tahima Bibi (Old Name) W/o Saiful Islam Residing at Bara Gobra, P.o -Eojnagar, P.s - Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Taima Bibi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 9249 Dated 27-11-2025. Tahima Bibi (Old Name) and Taima Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Kamrujjaman Molla (Old Name) S/o Majahar Molla Residing at Vill+P.o - Hasimnagar, P.s - Falta, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kamrujjaman Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-12-2025. Md Kamrujjaman Molla (Old Name) and Kamrujjaman Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Aiswarya Mitra (Old Name) D/o Agni Mitra Residing at Tower-33, Flat-1C, Genexx Valley Joka, District - Kolkata Pin - 700104, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Aishwarya Mitra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-12-2025. Aiswarya Mitra (Old Name) and Aishwarya Mitra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Prasanta Adhya (Old Name) S/o Gorachand Adhya Residing at 89, Narasingha Dutta Road, P.o - Khurut Road, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Prasanta Kumar Adhya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-12-2025. Prasanta Adhya(Old Name) and Prasanta Kumar Adhya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Chakraborty, Swapan Kr Chakraborty (Old Name) S/o Late Sisir Kumar Chakraborty Residing at 25/1, S.B Ghosh Road, Mandal Para, P.o - Talpukur, P.s - Titagarh, District - North 24 Parganas, Pin - 700123, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Swapan Kumar Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-12-2025. Swapan Chakraborty, Swapan Kr Chakraborty (Old Name) and Swapan Kumar Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

(This is an Advertisement for information purpose only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document or announcement.)

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

CIN: L65993WB1983PLC035815

Mangalam Industrial Finance Limited ("Company" or "Issuer") was incorporated at Calcutta, on February 08, 1983 as a Public Limited Company, under the Companies Act, 1956 read with the Companies Act, 2013 and a Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Thereafter our Company obtained a Certificate of Commencement of Business on March 05, 1983. Our Registered Office has been shifted from MMS Chambers, 4A, Council House Street, 1st Floor, Room No: D1, Kolkata – 700 001, West Bengal to the current address on October 06, 2022. Our Company is registered under section 45-IA of The Reserve Bank of India Act, 1934 to commence/ carry on the business of a Non-Banking Financial Institution. Our Company is registered with the Reserve Bank of India ("RBI") as Non-Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies (NSI-ND-NBFC), Investment and Credit Company ("ICC"). The registration number is B.05.02961 vide the Certificate of Registration dated 21.08.2001. For details of changes in the name and registered office of our Company, refer chapter titled "General Information" on page no. 36 of the Letter of Offer.

Registered Office: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata, West Bengal –700 083; **Telephone No.:** +91 7203948909;
Corporate Office: Hall No - 1, M R Icon, Next to Milestone, Vasna, Bhayli Road, Vadodara - 391410, Gujarat;
Telephone No.: +91 7203948909 **E-mail:** compliance@miflindia.com; **Website:** www.miflindia.com,
Contact Person: Mr. Samoil Akilbhai Lokhandwala; Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR. SOJAN VETTUKALLEL AVIRACHAN, MR. VENKATA RAMANA REVURU, MR. YATIN SANJAY GUPTE, M/S. WARDWIZARD SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED AND M/S. GARUDA MART INDIA PRIVATE LIMITED

ISSUE OF 48,08,21,750 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RE. 1.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO RS. 48,08,21,750.00/- ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD SEPTEMBER, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 161 OF THE LETTER OF OFFER.
#ASSUMING FULL SUBSCRIPTION AND ALLOTMENT WITH RESPECT TO RIGHTS EQUITY SHARES.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, 27th October, 2025 and closed on Tuesday, 25th November, 2025 and the last date for On-Market Renunciation of Rights Entitlements was Monday, 10th November, 2025. Out of the total 10,848 Applications for 47,04,43,295 Rights Equity Shares, 1,913 Applications for 69,56,867 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason, Nil Rights Equity Shares were partially rejected as disclosed in the Basis of allotment approved by BSE Limited ('BSE'). The total number of valid Applications received were 8,935 Applications for 46,34,86,428 Rights Equity Shares. Final subscription is 96.39 % after removing rejection of Rights Equity Shares under the Issue.

In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on 01st December, 2025, in consultation with the Registrar to the Issue ('RTA') and BSE Limited ('BSE'), the Designated Stock Exchange, the Rights Issue Committee allotted 46,34,86,428 Fully Paid-up Rights Equity Shares on 01st December, 2025 to the successful Applicants. All valid Applications have been considered for allotment.

1. **The break-up of valid applications received through ASBA is as under:**

Applicants	No. of applicants	No. of Equity Shares allotted against REs	No. of Rights Equity Shares allotted against valid additional shares	Total Equity Shares allotted
Eligible Equity Shareholders	8498	11,50,04,587	6,03,49,496	17,53,54,083
Renouncees	437	92,32,475	27,88,99,870	28,81,32,345
Total	**8935**	**12,42,37,062**	**32,92,49,366**	**46,34,86,428**

2. **Information regarding total applications received**

Summary of Allotment in various categories is as under:

Category	Gross			Less: Rejections / Partial Amount			Valid		
	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount
Eligible Equity Shareholders	8730	175820572	175820572.00	255	699202	699202.00	8475	175121370	175121370.00
Fraction	26	334214	334214.00	3	101501	101501.00	23	232713	232713.00
Renouncees	454	288274332	288274332.00	17	141987	141987.00	437	288132345	288132345.00
Not an eligible equity Shareholders of the company	1638	6014177	6014177.00	1638	6014177	6014177.00	0	0	0.00
Total	10848	470443295	470443295.00	1913	6956867	6956867.00	8935	463486428	463486428.00

Intimation for Allotment/ refund/ rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on 3rd December, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking of funds were given on 1st December, 2025. The listing application was filed with BSE on 2nd December, 2025 and subsequently, the listing approval was received on 2nd December, 2025 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialised form to respective demat accounts of Allottees was completed on 3rd December, 2025 by CDSL and NSDL respectively. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment advice or refund/unblocking of ASBA accounts" on page no. 180 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up equity shares issued by way of Rights shall commence on BSE under ISIN - INE717C01025 upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about 5th December, 2025.

Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on or before 3rd December, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is upto Rs. 48,08,21,750/-. The present Issue being of less than Rs. 5,000.00 lakhs, our Company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our Company shall file the copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI ICDR Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full texts as provided in "Other Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page no. 156 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page no. 157 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Purva Sharegistry (India) Private Limited **Address:** Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai, 400011, Maharashtra **Contact Details:** 022-49614132/ 022-35220056 **Email:** newissue@purvashare.com; **Website:** www.purvashare.com; **Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri **SEBI Registration Number:** INR000001112	**Mr. Samoil Akilbhai Lokhandwala** Company Secretary and Compliance Officer Mangalam Industrial Finance Limited **Registered Office:** Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata, West Bengal –700083 **Corporate Office:** Hall No - 1, M R Icon, Next to Milestone, Vasna, Bhayli Road, Vadodara-391410, Gujarat **Telephone No.:** +91 7203948909 **E-mail:** compliance@miflindia.com; **Website:** www.miflindia.com

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page no. 161 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For, Mangalam Industrial Finance Limited
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Samoil Akilbhai Lokhandwala
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 04th December, 2025

Disclaimer: Our Company has filed the Letter of Offer with the Stock Exchange ("BSE") and submitted with SEBI for information and dissemination. The Letter of Offer is available on website of the Stock Exchange, where the Equity Shares are listed i.e. www.bseindia.com, the website of the Registrar to the Issue at www.purvashare.com and website of the Company at www.miflindia.com. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page no. 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States.

শীত পড়তেই বাজারে হাজির মুর্শিদাবাদের এই বিখ্যাত আখের গুড়

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ ডিসেম্বর ঃ শীত নামতেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকে একের পর এক চালু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী আখের গুড়ের মিল। উর্বর জমি ও নদী ঘেরা পরিবেশে আখের চাষ বেশি হওয়ায় বহু বছর ধরেই দেশের সেরা গুড় উৎপাদন হয় এই দুই ব্লকে। তবে এই বছর আখের ফলন কিছুটা কম হওয়ায় মিলগুলো চালু হতে কিছুটা দেরি হয়েছে। অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া গুড়ের মরসুম এবার চলবে ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত। আখ চাষীরা জানিয়েছেন, এক বিঘা আখ চাষে খরচ পড়ছে ২০-২৫ হাজার টাকা। কিন্তু ফলন কম হওয়ায় কৃষকদের লাভও কমেছে। এর ফলে, গত বছরের তুলনায় গুড়ের দাম কেজি প্রতি ৬০-৭০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০-৯০ টাকা পর্যন্ত। জোগান কম ও উৎপাদন খরচ বাড়ায় বাজারে আগামী দিন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত এই আখের গুড়ের দাম আরও বেশ কিছুটা বাড়তে পারে।

সাদ্দাম হোসেন নামে এক আখের গুড় প্রস্তুতকারী বলেন, প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও গুড়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বর্ষা

বেশিদিন থাকায় আখ চাষের খুব ক্ষতি হয়েছে। তাই আমাদের চড়া দামে আখ কিনতে হচ্ছে। ফলে সেই আখ থেকে তৈরি গুড়ের দামও আমরা বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আরও বলেন, পার্শ্ববর্তী জয়রামপুর, ভবানীপুর, শংকরপুরের মত এলাকা থেকে আখ নিয়ে আসা হয় এই অঞ্চলে। তারপর সেই আখ থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু গুড়। খেজুরের গুড়ের মতো আখের গুড় থেকেও পাটালি গুড় তৈরী করা হয়। তারও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের চুনাপুর এলাকার একটি আখ মিল থেকে গুড় কিনতে আসা ওসমান শেখ নামে এক ক্রেতা জানিয়েছেন, প্রত্যেক বছরই এখান থেকে গুড় কিনে নিয়ে যাই। দেশি আখ থেকে তৈরি এই গুড় স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। তিনি আরও বলেন, আখ দু'রকমের হয়- বোম্বাই আখ এবং দেশি আখ। সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের বিভিন্ন মিলে কেবলমাত্র দেশি আখ থেকেই গুড় তৈরি হয়। আর এই শীতের মরসুমে পাঁচমাসই কেবলমাত্র এই গুড় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এখানে গুড়ে কোনওরকম ভেজাল দেওয়া হয় না। তাই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে হলেও আমরা এখান থেকেই সবসময় গুড় কিনে নিয়ে যাই। বলাই বাহুল্য এই সময় মিল এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায় - আখ পেষাই, কড়াইয়ে রস ফুটে ওঠা, আর চারদিকে ভেসে বেড়ায় টাটকা গুড়ের গন্ধ। স্বাদ, রং ও গুণমানে অতুলনীয় হওয়ায় সামশেরগঞ্জ-ফরাক্কার গুড়ের চাহিদা আজও রাজ্য জুড়ে অপরিবর্তিত। তাই দাম যতই বাড়ুক না কেন আসন্ন বড়দিন - ইংরেজি নতুন বছরের আগে বাড়িতে বাড়িতে পিঠে, পুলি, পায়েস তৈরির জন্য আখের গুড়ের চাহিদা আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী গুড় প্রস্তুতকারীরা।

নতুনভাবে সেজে উঠছে আদিনা ডিয়ার পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ ডিসেম্বর ঃ নতুনভাবে সাজতে চলেছে মালদার ডিয়ার পার্ক। পর্যটকদের সুবিধার্থে বড় উদ্যোগ বন দফতরের পর্যটকদের জন্য নতুনভাবে সাজতে চলেছে মালদার আদিনা ডিয়ার পার্ক। সমস্ত

রকম পরিকাঠামো উন্নত করা হবে ডিয়ার পার্কে। পর্যটকদের সুবিধার্থে এবারে নতুনভাবে ডিয়ার পার্কে সাজাতে উদ্যোগ নিল বন দফতর। দিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানানো হয় মালদা বিভাগীয় বন দফতরের তরফে। আদিনা ডিয়ার পার্কের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে গাছপালা, পশুপাখি, ভবন ইত্যাদি সমস্ত রকম বিষয়ক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন বন দফতরের আধিকারিকরা। এবিষয়ে আদিনা ডিয়ার পার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ইন্দ্রজিত দাস জানান, **আগামী ৭ ডিসেম্বর** পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলাকালীন পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে আদিনা ডিয়ার পার্ক। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে আবার পুনরায় খুলে দেওয়া হবে পর্যটকদের জন্য। তিনি আরও বলেন, বছরের শেষের দিকে বহু পর্যটকরা ছুটি কাটাতে আদিনা ডিয়ার পার্কে এসে থাকেন। তাই পর্যটকদের সুবিধার্থে আদিনা ডিয়ার পার্কে উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। যা আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। আদিনা ডিয়ার পার্কের মূল আকর্ষণ হচ্ছে চিতল হরিণ, নীল গাই সহ ১২৮ প্রজাতির দেশ-বিদেশের পাখি। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ খুঁজতে সারা বছরই আদিনা ডিয়ার পার্কে আনাগোনা থাকে পর্যটকদের। তবে বছরের শেষ এবং শুরুর দিকে ব্যাপক পরিমাণে ভিড় লক্ষ্য করা যায় পর্যটকদের। তাই পর্যটকদের জন্য ডিয়ার পার্ক কে আরও আকর্ষণীয় এবং সুবিধাজনক করে তুলতে উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান বন দফতরের আধিকারিকরা।

শৌচাগার তৈরিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত চোপড়া, জখম ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ৩ ডিসেম্বর ঃ জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ ছিলই। বুধবার সেই বিতর্কিত জমিতে শৌচাগার তৈরিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার মুলুকডাঙ্গি এলাকা। ঘটনায় উভয়পক্ষের ১০ জন জখম হয়েছেন। ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই পরিবারের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা ছিল। একাধিকবার সালিশি সভাও হয়। এদিন এক পক্ষ জমিতে শৌচাগার তৈরি করতে গেলে অন্যপক্ষ আপত্তি জানাতেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। পরস্পরের মধ্যে হামলা-ভাঙচুর, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের ১০ জন জখম হন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। একজনের ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছোনোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর। ঘটনায় ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

'সি-আর্ম' এক্স-রে মেশিন বিকল, এক মাস ধরে থমকে অর্থোপেডিক চিকিৎসা-দুর্ভোগে ঝাড়গ্রামের রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিত্র যেন হতাশার প্রতিচ্ছবি। পা ভেঙে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন রোগীরা, কেউ হাতের ব্যথা সামলে বিছানায় কাতরাচ্ছেন-কিন্তু প্রয়োজনের সময় পাচ্ছেন না প্রাথমিক নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র 'সি-আর্ম' এক্স-রে মেশিন। কারণ, উন্নত প্রযুক্তির এই যন্ত্রটি প্রায় এক মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ অর্থোপেডিক চিকিৎসার অপারেশন ও জরুরি পেন-ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা। অসহায় রোগীরা অসন্তোষে ফেটে পড়লেও চিকিৎসকরা নিজেরাই মাথা নিচু করে আছেন। কারণ, তাঁদের কাছে যেমন যন্ত্র নেই, তেমন নেই কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। 'সি-আর্ম' মেশিন আসলে অত্যাধুনিক মেডিক্যাল ইমেজিং ডিভাইস। চলতি ব্যবহারযোগ্য, সহজে সরানো যায় এবং প্রয়োজনমতো বিভিন্ন কোণ থেকে শরীরের ভিতরের অংশের পরিষ্কার ছবি তুলে দেয়। বিশেষত অর্থোপেডিক সার্জারি-যেমন হাড়ের পিন বসানো, জটিল ফ্র্যাকচার অপারেশন, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট - এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের চোখ-নাক-গলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এই যন্ত্র। অস্থি চিকিৎসার প্রতিটি সিদ্ধান্তই অনেকাংশে নির্ভর করে 'সি-আর্ম'-এ তোলা তাৎক্ষণিক ছবির উপর। অথচ এমন একটি যন্ত্র গত এক মাস ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে থাকলেও তা মেরামতির উদ্যোগ না নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে হাসপাতাল প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। হাসপাতালের এক চিকিসক নিজের অসহায়তার কথাই তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য, সরকার মেশিন ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের নির্লিপ্ততা এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। রোগীরা আমাদের প্রশ্ন করছে, আমরা উত্তর দিতে পারছি না। তিনি আরও জানান, প্রতিদিন কমপক্ষে কয়েক ডজন রোগী এক্স-রের প্রয়োজন নিয়ে তাঁদের কাছে আসেন। যন্ত্র নষ্ট থাকার কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে রোগীকে ফিরিয়ে দিতে বা অন্য হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হন-যা চিকিৎসক হিসেবে অত্যন্ত লজ্জাজনক ও বেদনাদায়ক। রোগীর পরিজনরাও তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের এক বাসিন্দা জানান, তাঁর বাবার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় পায়ের দু'টি হাড় ভেঙে যায়। তাঁকে তড়িঘড়ি ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসকরা জানান, যেহেতু 'সি-আর্ম' এক্স-রে মেশিন বিকল, এক মাস ধরে থমকে অর্থোপেডিক চিকিৎসা-দুর্ভোগে ঝাড়গ্রামের রোগীরা এক্স-রে মেশিন খারাপ, তাই অপারেশন করা সম্ভব নয়। পরে বাধ্য হয়ে রোগীকে রেফার করা হয় পশ্চিম মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে সিট না পেয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে বিপুল খরচে অপারেশন করান। তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, সরকারি হাসপাতালে যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ মেশিনই মাসের পর মাস নষ্ট পড়ে থাকে, তবে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? হাসপাতালের ভেতরে ঘুরে দেখা যায়, চিকিৎসক থেকে নার্স-সবার মধ্যেই হতাশার সুর। চিকিৎসকদের দাবি, তাদের নিয়মিত অপারেশন শিডিউল এখন কার্যত বন্ধ। এর ফলে রোগীর চাপ যেমন বাড়ছে, তেমনই রোগীর শারীরিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছে। হাড়ের আঘাত পেলে দ্রুত চিকিৎসা না হলে জটিলতা বাড়তে পারে, স্থায়ী বিকলাঙ্গতার ঝুঁকি বাড়ে- এই বিষয়টিও বহু রোগীকে অজান্তে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। প্রশাসনিক অসংগতি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ সূত্রের মতে, মেশিনটি নষ্ট হওয়ার পর বারবার রিকুইজিশন পাঠানো হলেও সঠিক সময়ে মেরামতির দল পাঠানো হয়নি। মেশিন যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে না, তা নিয়ে কোনও জরুরি বৈঠকও হয়নি বলে অভিযোগ। অনেকের মতে, যদি ওই যন্ত্রটি বেসরকারি হাসপাতালে থাকত, তবে এতদিনে বহুবার মেরামত হয়ে যেত। অন্যদিকে, আর্থিকভাবে সচ্ছল রোগীরাই একমাত্র বেসরকারি হাসপাতালে যেতে পারছেন। সেখানে দিনে দিনে চিকিৎসার খরচ আকাশছোঁয়া। কিন্তু গরিব, সংবেদনশীল বা গ্রামীণ এলাকার মানুষদের কাছে সরকারি হাসপাতালই শেষ ভরসা। তাঁদের অধিকাংশই এখন দিশেহারা। কেউ কেউ দূরবর্তী জেলা হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আবার অনেকেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন, চিকিৎসা কবে শুরু হবে এই আশায়। রোগী, চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের কর্মী-অভিযোগ সকলেরই একটাই, প্রশাসনের উদাসীনতা। উন্নত একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যদি 'সি-আর্ম' এক্স-রে মেশিন বিকল, এক মাস ধরে থমকে অর্থোপেডিক চিকিৎসা-দুর্ভোগে ঝাড়গ্রামের রোগীরা মতো গুরুত্বপূর্ণ মেশিনই মাসের পর মাস নষ্ট পড়ে থাকে, তবে তা শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যর্থতাই নয়, সাধারণ রোগীর জীবনের সঙ্গে প্রতারণা।

কেলেঘাই নদীর পাড়ে দেখা মিলছে পরিযায়ী অতিথিদের, খুশি বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ ডিসেম্বর ঃ শীত পড়তেই কেলেঘাই নদীর পাড়ে দেখা মিলছে পরিযায়ী পাখিদের। পরিযায়ী পাখি আসায় খুশির হাওয়া স্থানীয়দের মধ্যে। রাজ্যে শীতের আমেজ শুরু হতেই বিভিন্ন জায়গায় দেখা মিলছে অতিথি পাখির দল। নভেম্বর থেকেই শুরু হয় অতিথি পাখিদের আনাগোনা। তাই এই সময় নদীর ধারে ভিড় বাড়ে পর্যটক, পাখিপ্রেমী ও ফটোগ্রাফারদের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের কেলেঘাই নদীর পাড়ে এখন রঙিন ছবি ধরা পড়ছে। নদীর চরে সারাদিন দেখা যাচ্ছে নানা রকম পাখির ওড়াউড়ি। এ বছর কেলেঘাই নদীর ধারে এসেছে সাইবেরিয়ান ক্রেন। বাংলায় যাদের বলা হয় শামুকখোল। এরা শামুক খায়, আবার মাছও খেতে ভালবাসে। সাধারণত এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। নদীর পাড়, খাল-বিল আর নির্জন চর-সব জায়গাতেই দেখা যায় তাদের উপস্থিতি। পাশাপাশি এসেছে জলপিপি পাখির দলও। জলাশয়ের ধারে এরা অবাধে হাঁটে। দরকারে শালুকপাতা- পদ্মপাতার উপর দিয়েও দিব্যি হেঁটে চলে। শীত নামতেই নদীর ধারে তাদের ডাক ভেসে আসে সারাক্ষণ। এলাকায় প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ আরও সতেজ হয়ে উঠেছে পাখিদের আনাগোনায়। প্রতিবছরের মতো এবারও নিয়ম মেনে কেলেঘাই-বাঘুই নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়েছে পরিযায়ী অতিথিদের দল। ভোরবেলায় আকাশে উড়ে আসতে দেখা যায় তাদের। তারপর সারাদিন নদীর চরে খাবার খুঁজে বেড়ায় পাখিরা। সন্ধ্যে নামলেই আবার দল বেঁধে ফিরে যায়। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এ দৃশ্য দেখতে আমরা সারা বছর অপেক্ষা করি। পাখিরা এলেই নদীর ধারে আলাদা পরিবেশ তৈরি হয়। মনে হয় শীত সত্যিই চলে এসেছে। তবে আনন্দের পাশাপাশি দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞ ড. সুদীপ্ত ঘোড়াই বলেন, এ বছর পাখির সংখ্যা স্পষ্টভাবে কম। নদীর ধারে গাছ কেটে বসতি স্থাপনে কমছে পাখিদের আশ্রয়স্থল। প্রজনন ও বিশ্রামের জায়গা নষ্ট হচ্ছে। দূষণও দ্রুত বাড়ছে, যার ফলে জল ও পরিবেশ পাখির জন্য নিরাপদ থাকছে না। এই পরিস্থিতি চললে ভবিষ্যতে আরও কমে যাবে অতিথি পাখির সংখ্যা। বাসিন্দারাও একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, আগে নদীপাড় ভরে উঠত শামুকখোল আর জলপিপির দলে। এখন সেই দৃশ্য অনেকটাই কম। তবুও এই সময়টুকু প্রকৃতির এই অতিথিদের দেখার আনন্দে ভরে রয়েছে কেলেঘাই নদীর পাড়।

বনগাঁ-দিঘা রুটে চালু প্রিমিয়াম লাক্সারি স্লিপার বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ ডিসেম্বর ঃ বনগাঁ চাকদা রুটে চালু হচ্ছে দীঘাগামী নতুন লাক্সারি বাস পরিষেবা! যেখানে শুয়ে বসে আধুনিক সুবিধা উপভোগ করেই যাত্রীরা পৌঁছে যেতে পারবেন সমুদ্র সৈকত দিঘায় এই পরিষেবা চালু হলে উপকৃত হবেন বনগাঁবাসীরা সহ চাকদা সহ নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। দীঘা যাত্রা আরও আরামদায়ক করতেই নতুন লাক্সারি এই বাস পরিষেবা চালু করল দ্বীপ লাইন জানা গেছে, ডিসেম্বর থেকে বনগাঁ-দীঘা রুটে এই অত্যাধুনিক বাস পরিষেবা মিলবে যাত্রীদের। নতুন এই পরিষেবায় থাকছে মোট ১৮ টি স্লিপার সিট এবং ৩৬টি পুশ ব্যাক সিট, যা দীর্ঘ যাত্রায় যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেবে প্রতিটি স্লিপার সিটেই থাকছে পার্সোনাল টিভি, হেডফোন, চার্জিং পয়েন্ট, ওয়াই-ফাই-সহ একাধিক বিনোদনের ব্যবস্থা। যাত্রীদের জন্য থাকছে স্ন্যাকস ও জলের বোতলও

ভা।ার ক্ষেত্রে লাক্সারি এই বাসের নিচের সিট এর মূল্য ধরা হয়েছে ৫৫০ টাকা, আর উপরের স্লিপার সিটের ভাড়া রাখা হয়েছে ৬৫০ টাকা বলেও জানা গেছে। দ্বীপ লাইন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চাকদা ও বনগাঁ অঞ্চলের যাত্রীদের চাহিদা ও আরামের কথা ভেবেই এই নতুন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। দীঘা ভ্রমণকে আরও উপভোগ্য ও নিরাপদ করতেই এই উদ্যোগ। তাই এবার গরমকাল হোক বা শীতকাল, একেবারে আরামদায়ক ভ্রমণে সীমান্ত শহরের সঙ্গে দীঘা হয়ে উঠবে আরো কাছাকাছি।

ময়নাগুড়িতে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়নাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ ময়নাগুড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাজারের দু'টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, আমগুড়ি বাজারের স্থানীয় মিষ্টির দোকান থেকে প্রথমে আগুন বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপরই খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রে। কিন্তু দমকলকর্মীরা আসার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানে। দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করার সময়ই মিষ্টির দোকানে থাকা দু'টি গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে। তবে দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন বেশি দূর ছড়াতে পারেনি। ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন সকালে এলাকা পরিদর্শনে যান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায়, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রঞ্জন রায় সহ অন্যান্যরা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৩ ডিসেম্বর ঃ রামপুরহাট স্প্যাস্টিক ও হ্যান্ডিক্যাপ্ট সোসাইটির উদ্যোগে বুধবার পালিত হলো বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডক্টর করবি বড়াল এবং শিশু কল্যাণ কমিটির পক্ষে শিপ্রা কোনার। এদিন সোসাইটির সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা সকাল আটটা নাগাদ গোটা শহর পরিক্রমা করে এবং দুপুর ১১টা নাগাদ আদিবাসী নৃত্য সহযোগে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় স্প্যাস্টিক সোসাইটিতে। সেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের দক্ষতা এবং প্রতিভা প্রদর্শন করে। দুপুর দুটো নাগাদ বাউল

সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। সংস্থার সম্পাদক নুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং সমাজে তাদের আত্মসম্মান সহ গ্রহণযোগ্যতার বৃদ্ধি ঘটানো।

বাংলাদেশ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সোনালী বিবির জিম্মাদারের হাজিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে বুধবার ছিল সোনালী বিবিদের হাজিরার দিন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে এদিন তিনি আদালতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কারণ সোনালী বিবি বর্তমানে নয় মাসের অন্ত ঃসত্তা। তার শারীরিক অসুস্থতার কারণ বিবেচনা করে ইতিমধ্যে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। সোনালী বিবি ছাড়া বাকিরা আদালতে হাজিরা দেন। সূত্রের খবর, এদিন আদালতে হাজিরা দেন সোনালী বিবির আশ্রয়দাতা ফারুক আলী। বিচারক কার কাছে জানতে চান কেন সোনালী বিবি এদিন আদালতে উপস্থিত হন নি। ফারুক আলী আদালতকে জানায় যে সোনালী বিবি শারীরিকভাবে অসুস্থ। এরপর তার প্রতি নজর দেওয়ার কথা বলেন বিচারক পাশাপাশি এই মামলা নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সোনালী বিবিকে দেশে ফিরতে নিষেধ করে আদালত। এই মামলার পরবর্তী হাজিরা হবে ২৩ ডিসেম্বর। চাঁপাই নবাবগঞ্জ পুলিশকে দশ দিন অন্তর এই মামলার প্রতিবেদন আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

Notification

I, Shiuli Das, wife of the late Sunil Chandra Das, am residing at Mahindra Chatterjee Lane, Kolkata - 700046, under jurisdiction of Topsia police station. A deed (original document) of my house has been lost.[(1.Deed No. 3943/92 dated 26.03.1992, 2. Deed No. 3944/92 dated 26.03.1992). If any kind-hearted person finds it, please contact me at this mobile number: 8013566738. I would be highly grateful.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। বিকাশ ঘড়াই পিতা- মধুসুদন ঘড়াই ২। রুপালী ঘড়াই স্বামী - বিকাশ ঘড়াই, সাং ও পোঃ- নিউ কোলড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৯৯৯ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ১১৭৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অরুণ মুখার্জী, পিতা- নিত্যানন্দ মুখার্জী দিগর এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল. ২৪ নং ভুক্ত, এল. আর. ৭২ নং খতিয়ানে এল. আর.- ১৬ নং দাগে বাস্তু ০৩ কাঠা ০৮ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির ০৩ নং বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৯৯৬ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩০৭৭ নং দলিল দ্বারা অনিল চন্দ্র সাঁতরা পিতা কমল চন্দ্র সাঁতরা এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত দাগে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৪।০৩।১৯৯৫ তারিখে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৯৭নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে রাজকুমার মান্না পিতা- বিশ্বনাথ মান্না, সাং ও পোঃ- নিউ কোলড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। চিন্তা সাহা স্বামী বৃন্দাবন সাহা সাং- রাজগঞ্জ, পোঃ- বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা -হাওড়া এবং ২। তাপস হুদাতি, ৪। বিকাশ হুদাতি উভয়ের পিতা দুলাল হুদাতি সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, গন বিগত ইংরাজী- ১৬.০৬.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৩১৯ নং, ৩৩২০ নং ও ৩৩২২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা মিনতি ঘোষ স্বামী পঞ্চানন ঘোষ দিগর এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ভগবতীপুর মৌজায় জে. এল.- ০৭ নং ভুক্ত, এল. আর. ২০৭৯, ২০৮০, ২০৮১, ২০৮২ ও ২০৮৩ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৯৪৮ নং দাগে শালি মোট ১১.৩২ শতক, ০১.৬৫ শতক এবং ০১.৬৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা গন বিগত ইংরাজী- ১৩।০৬।২০২৫ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৩২৬২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে গোবিন্দ হুদাতী পিতা-গৌর হুদাতী, সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত তিন ক্রেতা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল, আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রামকৃষ্ণ হুদাতী, পিতা মোহন হুদাতী সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৯।১২।২০২২ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৬৭১৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অষ্ট বর ওরফে অষ্ট কুমার বর, পিতা নিত্যানন্দ বর এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ঘোড়াঘাট মৌজায় জে. এল.- ০৮ নং ভুক্ত, এল. আর. ৩৭৫ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৩৬ নং দাগে শালি ০৩ কাঠা বা ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০১৯ সালে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৫০৩০০৩৫৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে সোমনাথ বর, পিতা -গোপাল বর, সাং- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- কুলগাছিয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-ওএইচই-কেজিপি-এডিআরএ-পিআরআর-২x২৫ কেভি। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে ৩০০০ এমটি বোঝাই সক্ষম করতে খড়গপুর (সহ)-আদ্রা (সহ)-পুরুলিয়া (ব্যতীত) শাখায় ১x২৫ কেভি ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেম থেকে ২x২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে উন্নতির জন্য নকশা, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৮৫,০২,৩০,৪৫৪.৭৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৯৪,০১,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। **প্রশ্ন গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ** ১৯.১২.২০২৫। **প্রি বিড মিটিং ঃ** ২৩.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **সমস্ত নথি স্বশরীরে জমা ঃ** ১৯.০১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.০১.২০২৬ (দুপুর ২টা প্র.ভা.স.)। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in** (PR-905)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬; তারিখ: ০১-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬; **কাজের নাম:** বিদ্যুতায়িত সেকশনে কম্পোজিট এবং পোরসেলিন ইনসুলেটরে (স্টে টিউব, ব্র্যাকেট টিউব এবং ৯-টন ইনসুলেটর) পাখি দ্বারা ত্রুটি প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টি-বার্ড ডিস্কের ব্যবস্থা এবং উচ্চ ভোল্টেজের লাইভ স্ট্রাকচারের (মাস্ট, পোর্টাল, আপরাইট, গ্যান্ট্রি মাস্ট আপরাইট ইত্যাদি) উপর বানরদের আরোহণ রোধ করার জন্য অ্যান্টি-মাঙ্ক ডিভাইস (সিলিন্ড্রিক্যাল বিন্যাস) ব্যবস্থা করা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৯৪,৭৭,৮১০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৮৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২২-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO. Rasidpur, Dist.- Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting e-Tender

Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **N.I.T. No.:- 479/25 dated:- 27.11.2025**. Last date of submission of Bid is **27.12.2025**. The details of the e-Tender are available on the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-22/2025-26 Vide Memo No-843/Shy-II Dated-02.12.2025

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-02.01.2026 at 17.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

Office of the
Amardaha Gram Panchayat
Under Shyampur-II Dev. Block
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/AGP/eNIT-19/APAS/25-26, (2) WB/HOW/AGP/eNIT-20/APAS/25-26, (3) WB/HOW/AGP/eNIT-21/APAS/25-26, (4) WB/HOW/AGP/eNIT-22/APAS/25-26, (5) WB/HOW/AGP/eNIT-23/APAS/25-26, (6) WB/HOW/AGP/eNIT-24/APAS/25-26, (7) WB/HOW/AGP/eNIT-25/APAS/25-26, (8) WB/HOW/AGP/eNIT-26/APAS/25-26

The Pradhan, Amardaha Gram Panchayat, Sitapur, Amardaha, Shyampur, Howrah invites e-tender for total 19(Nineteen)Nos works.Bid submission closing date(online) 29.12.2025 at 44:30 pm. Bid opening date for Technical Proposals 31.12.2025 at 4:30 P.M. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan
Amardaha Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৯০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ৩৭-এপি-।-২০২৫। **কাজের নামঃ** "নিউ কোচবিহার-গোলোকগঞ্জ (এসএল)-টিএসআর (পি)-৩৭.৩০০ টিকেএম।" টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৫৭,৮৭,৪৮১.১০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,২৮,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আমমোক্তারনামা

সৈয়দ আবুল হাসান করিম, পিতা- মোঃ মোদাশ্বর হোসেন, সাং- রাধানগর, পোঃ- রামদেবপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, **জঙ্গীপুর** A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে** Book-I, 222 **নং আমমোক্তার দলিল মূলে মোতিলাল বিশ্বকর্মা** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২২ নং কুলোড়ি মৌজাস্থিত এল. আর. ৪৮৯ নং দাগের এল. আর, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩ নং খতিয়ানের মোট ৪৫ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিজ্ঞপ্তি

আমি কাঞ্চন চক্রবর্ত্তী ও মনিষা চক্রবর্ত্তী। নিবাস-রাজকন্দ্রপুর, পোঃ- আনন্দনগর নিশ্চিন্দা, হাওড়া -৭১১২২৭
হাওড়া ADSR সাব রেজিস্ট্রি অফিসে Deed No. IV-767/13 তারিখে 2 Aug 2013 রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল মূলে প্রশান্ত বড়ুয়া ইহা পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়া) নিযুক্ত করিয়াছে এবং রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রী গোকুল কুমার করলে পিতা- মৃত সুরেন্দ্রনাথ পয়াল সাং- আনন্দনগর, নিশ্চিন্দা- হাওড়া মৌজা- জয়পুর মিল জে. এল নং ১৩ সাবেক দাগ ২৯৬৩ L.R. ২০৩৫ নং দাগে ভাঙা সম্পত্তি ১৫ শতক পরিমান। উক্ত সম্পত্তি নাম পরিবর্তন জন্য B.L. & L.R.O. বালি জগাছা অফিসে আবেদন করিয়াছি তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

তুষার আজম খান
এ্যাডভোকেট
হাওড়া কোর্ট

Public Tender Notice

HQ 02 BN NDRF, Haringhata, Nadia (W.B.) invites sealed tenders from reputed vendors for running a Vegetables & Fruits Shop within the Unit campus for welfare of approx. 200 families, 4 regimental messes and 350 out-living personnel.-
02. Last Date for Submission of Tender: **[20/12/2025, 1800 Hrs.]** **Opening of Tender: [22/12/2025, 1000 Hrs.]**
03. Tender document can be downloaded from **www.ndrf.gov.in.** Sealed bids to be addressed to The Commandant, HQ 02 BN NDRF, Near River Research Institute (RRI) Camp, PO Mohanpur, Haringhata, District Nadia, West Bengal -741246.

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১০২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ৪৩-এপি-।-২০২৫। কাজের নামঃ** এডিইএন/।।/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এসএসই.পিওয়ে/তুফানগঞ্জের অধীনের ৯১/৭-১৪৮/০ কিলোমিটার থেকে (নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ) নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ খণ্ডে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৩৭,৫৫,৪৬৬.১৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬৮,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE PRADHAN
BIRGRAM GRAM PANCHAYAT
VILL: BIRGRAM, PO. BIRGRAM, DIST.: PURULIA(W.B.) UNDER BAGHMUNDI DEVELOPMENT BLOCK
TENDER NOTICE
NIT No.: BGP/NIT-03-04/2025-2026 dt. 01/12/2025

Sealed tender in prescribed tender form of BIRGRAM GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows. 1. Date and Time of Tender Form Issue: **02/12/2025 to 09/12/2025 upto 4 PM**. 2. Date and Time of Dropping Tender Form: **02/12/2025 to 10/12/2025upto 2 PM**. 3. Date and time of opening of the tender: **10/12/2025 at 3 PM**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- Pradhan
BIRGRAM GRAM PANCHAYAT

Office of the
Amardaha Gram Panchayat
Under Shyampur-II Dev. Block
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/AGP/eNIT-06/CFC/25-26(3rd Call), (2) WB/HOW/AGP/eNIT-07/CFC/25-26(3rd Call), (3) WB/HOW/AGP/eNIT-08/CFC/25-26(2nd Call), (4) WB/HOW/AGP/eNIT-09/CFC/25-26(3rd Call)

The Pradhan, Amardaha Gram Panchayat, Sitapur, Amardaha, Shyampur, Howrah invites e-tender for similar works. Bid submission closing date(online) **15.12.2025 at 4:30 pm**. Bid opening date for Technical Proposals **17.12.2025 at 4:30 P.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Amardaha Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation e-Tender

Memo No-: 2712/Eng/S.D Dated : 03.12.2025

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_966753_01-25**
Closing date of Bid submission is **01.01.2026 up to 14.50 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD.DISTRICT DELEGATE (CIVIL JUDGE,SR.DV.) AT JALPAIGURI.
Misc. Judl. (Succession) Case No. 67 of 2024

1. SRI SARAJU BASFORE DOME,
Son of Late Nathuni Basfore Dome, Resident of Sashtri Nagar,Ward Number 41 of the Siliguri Municial Corporation, Siliguri, PostOffice Sevoke Road, Police Station Bhaktinagar, District Jalpaiguri.
2. SMT. PARBATI BASFORE,
Wife of Sona Basfore, resident of Lala Rajpat Roy Road,Ashrampara, Ward Number 14 within the Siliguri MunicipalCorporation, Siliguri, Post Office and Police Station Siliguri, District Darjeeling.
3. SMT. JANKI HARIJAN,
wife of Ranjit Harijan, resident of Dabri Mahalla, Ward Number 20of the Coochbehar Municipalty, District Coochbehar, Pin. 736101.
4. SRI GANESH BASFORE,
Son of Sri Saraju Basfore Dome, resident of 66, Ashik Ghati Road, Bidyachakra Colony, Ward Number 44 within the SiliguriMunicipal corporation, Siliguri, District Jalpaiguri.
5. SMT. SUNITA DhOME,
Wife of Ranjit Mallick, resident of Ward Number 41 of the Siliguri Municipal Corporation, Neta Nagar Sarani, Sashtri Nagar, Siliguri,District Jalpaiguri.
6. SMT. LALITA BASFORE DOME,
Wife of Raja Mallick, resident of Shastri Nagar, Ward Number 41of the Siliguri Municipal Corporation, Siliguri, District jalpaiguri
7. MISS GITA BASFORE DOME
Daughter of Saraju Basfore Dome, Resident of Sashtri Nagar,Ward Number 41 of the Siliguri Municial Corporation, Siliguri, Post Office Sevoke Road, Police Station Bhaktinagar, District Jalpaiguri.
8. SRI DINESH BASFORE DOME,
Son of Sri Saraju Basfore Dome, Resident of Sashtri Nagar, Ward Number 41 of the Siliguri Municial Corporation, Siliguri, Post Office Sevoke Road, Police Station Bhaktinagar, District Jalpaiguri. ....Petitioners.

Whereas the abovenamed petitioners have filed an application, for obtaining Succession Certificate, under section 372 of the Indian Succession Act, 1925, for collection of debts and Securities of the estateof the deceased Ful Jhariya Basfore Dome, wife of Saraju Basfore Dome,of Sashtri Nagar, Ward Number 41 of the Siliguri Municial Corporation,Siliguri, Post Office Sevoke Road, Police Station Bhaktinagar, DistrictJalpaiguri, in respect of the below scheduled property. If anybody have any objection against the claim may appear before the Ld. Court within 30 days of publication.

SCHEDULE

	NAME OF THE BANK	NATURE OF DEPOSIT	ACCOUNT NUMBER	AMOUNT
1.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300000846	139408
2.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300012991	99108
3.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300012989	138746
4.	Bunk of Baroda	Term Deposit	07800300018623	76730
5.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300018624	76727
6.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300003269	94185
7.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300006569	124257
8.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300003266	87913
9.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300003236	144332
10.	Bank of Baroda	Term Deposit	07800300006568	121179
11.	Bank of Baroda	Term Deposit	3435	220252

Total amount 1322837
(Thirteen lakhs twenty two thousand eight hundred thirty seven) only.

Sd/-
By Order
SHERESTADAR
DISTRICT DELEGATE
(CIVIL JUDGE, SR.DV.)
AT JALPAIGURI

আত্মবিশ্বাসী ঋত্বিক তিওয়ারি

পানাজি, ৩ ডিসেম্বরঃ ৪ ডিসেম্বর রাতে সুপার কাপের সেমিফাইনাল খেলতে নামবে এফসি গোয়া। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে পেট্র ক্র্যাটকির শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসি। এখন এই ম্যাচের দিকে ব্যাপক নজর রয়েছে প্রত্যেকের। উল্লেখ্য, গতবার খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে এই খেতাব জয় করেছিল মানোলো মার্কেজের ছেলেরা। স্বাভাবিকভাবেই এবার নিজেদের শহরে আয়োজিত হয়েছে এই টুর্নামেন্ট। গতবারের মতো এবারও এই খেতাব জয় করার পাশাপাশি শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ মানোলোর ছেলেদের। লড়াইতে যে একেবারেই সহজ নয় সেটা বলাই চলে। তাই সবদিক মাথায় রেখেই ফুটবলারদের তৈরি করেছেন জাতীয় দলের এই প্রাক্তন কোচ। এবার সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থাকতে দেখা গেল এফসি গোয়া দলের গোলরক্ষক ঋত্বিক তিওয়ারিকে। সোশ্যাল সাইটে খেলতে নামার বেশকিছু ছবি আপলোড করে লেখেন, 'প্রতিটি ম্যাচই আপনাকে কিছু না কিছু শেখায়। সুতরাং ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা উচিত।'

ইউ-টার্ন বিরাটের! খেলবেন বিজয় হাজারে ট্রফি, সিদ্ধান্ত বদলের কারণ কী?

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বরঃ কাল সকাল পর্যন্ত খবর ছিল-বিরাট কোহলি বিজয় হাজারে ট্রফি খেলবেন না। বিসিসিআই-এর নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি নাকি দেশীয় একদিনের টুর্নামেন্টে নামতে রাজি নন। এমন অবস্থায় চাপে পড়ে নির্বাচন কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে যখন রোহিত শর্মা আগেই মুম্বইয়ের হয়ে খেলার সম্মতি দিয়েছেন। যদিও দিন গড়াতেই পাল্টে গেল সব। মঙ্গলবার রাতে এনডিটিভি সূত্র জানায়-নির্বাচনকারীরা কোহলিকে রাজি করিয়েছেন। তিনি এবার খেলবেন বিজয় হাজারের কয়েকটি ম্যাচ। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেন, ''রোহিত খেলছে। তাই একজনকে আলাদা ছাড় দেওয়া যায় না। বাকিদের কী বলব?'' বোর্ড চাইছিল স্পষ্ট নীতি-যদি জাতীয় দলে জায়গা পাকা রাখতে হয়, তাহলে সিনিয়র বা জুনিয়র, সবাইকেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। কোহলির প্রাথমিক অবস্থান সেই নীতিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল! তাহলে শেষ পর্যন্ত কেন ইউ-টার্ন? সূত্র বলছে, বোর্ডের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর কোহলি নিজের অবস্থান বদলেছেন। তাঁকে বোঝানো হয়েছে, নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে হলে সিনিয়র ক্রিকেটারদেরও নিয়ম মানা জরুরি। তা ছাড়া লন্ডন-ভিত্তিক

ব্যক্তিগত সময়সূচি মেনে তাঁকে কয়েকটি ম্যাচ খেলতে দেওয়া হবে। তাতে কেউ বাধা দেবে না। মূলত এই আশ্বাসেই ডাল গলেছে। তিনি ঘরোয়া ময়দানে নামতে রাজি হয়েছেন। প্রসঙ্গত, এবার প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। কোহলি এখন এক-ফর্ম্যাট ক্রিকেটার-শুধু ওয়ানডেতে খেলেন। টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন, টি-২০ থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। তাই বোর্ড চাইছে তিনি ঘরোয়া টুর্নামেন্টে নেমে ম্যাচ-ফিট থাকুন। রাঁচিতে তাঁর ১৩৫ রানের ইনিংস দেখিয়ে দিয়েছে-দিব্যি ফর্মে আছেন। খেলা শেষে 'ম্যাচ প্রিপারেশন'নিয়েই প্রশ্ন ওঠায় স্পষ্টত আপত্তির কথা জানিয়েও দেন বিরাট। তাঁর কথায়-''আমার ক্রিকেট মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে!'' অতিরিক্ত প্র্যাকটিস বা ঘরোয়া ম্যাচে নামা যে জরুরি নয়, রাখঢাক না করে জানিয়ে দেন সেটা। কিন্তু বোর্ড ও গম্ভীরের দাবি-জাতীয় দলের দরজা খোলা রাখতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট বাধ্যতামূলক করা হোক। এই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ থেকে শুরু টুর্নামেন্টে দিল্লির হয়ে খেলবেন কোহলি। ২০১০ সালের পর প্রথমবার বিজয় হাজারেতে নামা-এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, বোর্ডের চাপ কতটা কার্যকর হয়েছে। এখন দেখার, তিনি শেষমেশ কটা ম্যাচ খেলেন এবং এই সিদ্ধান্ত তাঁর আন্তর্জাতিক রোডম্যাপে কত বড় প্রভাব ফেলে।

কেমন আছেন শুভমন গিল?

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বরঃ আর একটা ওডিআই ম্যাচের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সময় চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন টেস্ট ক্যাপ্টেন শুভমন গিল। যার ফলে ওডিআই সিরিজে খেলা হয়নি গিলের। এই পরিস্থিতিতে সকলের মনে প্রশ্ন জাগছে যে, ওডিআই তো গেল, টি-২০ সিরিজেও কি গিলকে পাওয়া যাবে না? এ বার সেই বিষয়েই এল আপডেট। চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন শুভমন গিল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে বুধবার জানা গিয়েছে, চলতি ওডিআই সিরিজ থেকে দূরে থাকা গিলকে সহ-অধিনায়ক হিসেবেও বেছে নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, গিল সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফিটনেস সাপেক্ষে তিনি সহ-অধিনায়ক হিসেবে ফিরে আসবেন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সময়

গিলের ঘাড়ে চোট লাগে, যার ফলে তিনি দ্বিতীয় টেস্ট এবং পরবর্তী ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বুধবার রায়পুরে টি-টোয়েন্টি দল নির্বাচনের জন্য নির্বাচক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ ম্যাচের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ৯ ডিসেম্বর কটকে। এই সিরিজের জন্য ভারতীয় দলের নিয়মিত টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক থাকছেন সূর্যকুমার যাদব। হঠাৎ করে বিরাট, রোহিত, গৌতমের কোনও বৈঠক নয়। স্পষ্ট করেছেন বোর্ডের এক সূত্র। আসলে সম্প্রতি জানা গিয়েছিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের মধ্যে ড্রেসিংরুমের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ার ফলে তাঁরা নাকি বৈঠকে বসবেন। কিন্তু আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে এমন সম্ভবনা নেই। ৩৭ বছর বয়সী কোহলি এবং ৩৮ বছর বয়সী রোহিত বর্তমানে শুধু ওডিআই ফর্ম্যাটেই জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন। তাঁরা ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে পারেন কি না, তা নিয়ে তীব্র জল্পনা চলছে। গম্ভীর এবং জাতীয় নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকর এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেননি। বোর্ডের ওই সূত্র বলেন, ''সিরিজের মাঝখানে কোনও বৈঠক হবে না। সিরিজ শেষ হলে যা হওয়ার সেটা হবে এবং দেখা যাবে।''

টপকালেন গিলকে, সামনে রোহিত

ফের শীর্ষস্থান ফিরে পাবেন কোহলি?

দুবাই, ৩ ডিসেম্বরঃ টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই। তবে ৩৭ বছর বয়সেও খেলায় ঝাঁজ যে কমেনি, ফের সেটার প্রমাণ দিয়েছেন বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে ১২০ বলে ১৩৫ রানের ঝকঝকে ইনিংস এসেছে বিরাটের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও ৯৩ বলে ১০২ রান করেছেন। এ বার সেটার পুরস্কার পেলেন ভারতের এই তারকা ক্রিকেটার। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় শুবমান গিলকে টপকে গেলেন তিনি। এক ধাপ উপরে উঠে এখন চতুর্থ স্থানে রয়েছেন বিরাট। ফের দখল করবেন শীর্ষ স্থান? একটা সময়ে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে কার্যত একপেশে দাপট দেখাতেন বিরাট কোহলি। ২০১৮-১৯ মরশুমের শেষ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে শীর্ষে ছিলেন তিনি। ওই বছরের এপ্রিল মাসে তাঁকে টপকে শীর্ষে উঠে আসেন বাবর আজম। তার পরে আর শীর্ষস্থানে ফিরতে পারেননি বিরাট। তবে এখন আবার সেই আশায় বুক বেঁধেছেন ভক্তরা। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে জোড়া সেঞ্চুরির পরে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন বিরাট। এখন তাঁর সংগ্রহ ৭৫১ পয়েন্ট। শুবমান গিল নেমে গেলেন পঞ্চম স্থানে। এই

মুহূর্তে গিলের সংগ্রহ ৭৩৮ পয়েন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের বাকি আর একটি ম্যাচে বড় ইনিংস খেললে ফের শীর্ষে আসার সুযোগ থাকবে বিরাটের সামনে। কারণ, এখন শীর্ষে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর সংগ্রহ ৭৮৩ রেটিং পয়েন্ট। অর্থাৎ বিরাটের সঙ্গে রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র ৩৮। তাই ২০২১ সালের পরে ফের কোহলিকে বিশ্বের এক নম্বর ওডিআই ব্যাটার হিসেবে দেখার আশায় বুক বাঁধছেন ভক্তরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে একাই চার উইকেট নিয়েছিলেন কুলদীপ যাদব। এর ফলে ওডিআই-তে বোলারদের র‍্যাঙ্কিং তালিকায় এক ধাপ উঠে ষষ্ঠ স্থানে জায়গা করে নিলেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর সংগ্রহ ৬৪১ রেটিং পয়েন্ট। ব্যাটে-বলে দাপট দেখানোয় র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশাল লাফ প্রোটিয়া ক্রিকেটার মার্কো জ্যানসেনের। ওডিআই-তে অলরাউন্ডারদের তালিকায় ২০ ধাপ এগিয়ে এখন ১৫ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

হলান্ডের রেকর্ড, ফোডেনের জোড়া গোল এবং ম্যানচেস্টার সিটির রোমাঞ্চকর জয়

দারুণ নৈপুণ্যে অপেক্ষার ইতি টানলেন আর্লিং হলান্ড, শত গোলের মাইলফলকে পা রেখে গড়লেন রেকর্ড। তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, কোনোমতে একটি শোধ করল ফুলহ্যাম। বিরতির পর প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল করল ম্যানচেস্টার সিটি। চার গোলে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে এরপর ফুলহ্যাম যেভাবে পাল্টা জবাব দিল, অসাধারণ। শেষ পর্যন্ত যদিও ফেভারিটদের আটকাতে পারেনি তারা।

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয়ার্ধের নাটকীয়তায় ভরা লড়াই শেষে ৫-৪ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে হলান্ডের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান টিয়ানি রেইনডার্স। এরপর বিরতির আগে-পরে দুটি গোল করেন ফিল ফোডেন। তার জোড়া গোলের মাঝে প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে একটি গোল শোধ করেন এমিলি স্মিথ। আত্মঘাতী গোলে আরও পিছিয়ে পড়ার পরই ফুলহ্যামের ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। আলেক্স আইওবি দলের দ্বিতীয় গোল করার পর, কয়েক মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করেন স্যামুয়েল। এরপরও ২০ মিনিটের মতো খেলা হয়, প্রবল চাপ তৈরি করে তারা। কোনোমতে সেই চাপ সামলে জয় নিশ্চিত করে সিটি। পরিসংখ্যানেও ম্যাচের মোড় বদলানোর চিত্র পরিষ্কার। প্রথমার্ধে আটটি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারা সিটি দ্বিতীয়ার্ধে চার শট নিয়ে কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। আর প্রথমার্ধে কেবল তিনটি শট নেওয়া ফুলহ্যাম বিরতির পর নেয় আরও ৯টি শট, তাদের মোট ৬টি শট লক্ষ্যে ছিল। ১৪ ম্যাচে ৯ জয় ও ১ ড্রয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল, একটি ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে তারা। তৃতীয় স্থানে চেলসির পয়েন্ট ২৪, তারাও খেলেছে ১৩ ম্যাচ। প্রিমিয়ার লিগের শত গোলের মাইলফলক ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই ছুঁতে পারতেন হলান্ড। প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মাঝ থেকে দারুণ পাস বাড়ান ফিল ফোডেন, বল ধরে

ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন সিটির গোলমেশিন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বল গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্টে বাধা পায়। লিগে দুই ম্যাচের গোল খরা কাটিয়ে এবার আর অপেক্ষা দীর্ঘ হলো না তার। সপ্তদশ মিনিটে বাঁ দিক থেকে জেরেমি ডোকুর পাস পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে, প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শটে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। প্রিমিয়ার লিগে ১১১ ম্যাচ খেলে ১০০ গোল করলেন নরওয়ের তারকা। এতদিন রেকর্ডটি ছিল ইংলিশ গ্রেট অ্যালান শিয়েরারের। লিগে দুই ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিন ম্যাচ পর জালের দেখা পেলেন হলান্ড। এবারের লিগে ১৪ ম্যাচে তার গোল হলো ১৫টি। দ্বিতীয় গোলেও জড়িয়ে হলান্ডের নাম। প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে দারুণ থ্রু পাস বাড়ান তিনি, আর ডি-বক্সে বল ধরেই নিখুঁত চিপ শটে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ডাচ মিডফিল্ডার রেইনডার্স। আর ৪৪তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে ব্যবধান আরও বাড়ান ফোডেন। যোগ করা সময়ে এমিলি স্মিথের দারুণ হেডে ব্যবধান একটু কমিয়ে, লড়াই জমিয়ে তোলার আভাস দিয়ে বিরতিতে যায় ফুলহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই অবশ্য ফের ব্যবধান বাড়ায় সিটি। সতীর্থের বাড়ানো বল ডি-বক্সে ব্যাকহিলের আলতো টোকায় ডান দিকে ঠেলে দেন হলান্ড, আর কোনাকুনি শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ফোডেন। গত শনিবার লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে নাটকীয় জয়ের ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। খানিক পর তিন মিনিটের মধ্যে দুই পাশেই জালে বল জড়ায়। ৫৪তম মিনিটে ডোকুর জোরাল শটে ফুলহ্যামের মিডফিল্ডার স্যান্ডা বার্গার গায়ে লেগে দূরের পোস্ট দিয়ে বল ঠিকানা খুঁজে পায়। এরপর পাল্টা আক্রমণে ডি-বক্সের বাইরে থেকে শটে ফুলহ্যামের দ্বিতীয় গোলটি করেন আলেক্স আইওবি। ৭২তম মিনিটে ব্যবধান আরও কমিয়ে লড়াইয়ে নতুন করে প্রাণ ফেরান স্যামুয়েল। প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে আসা বল পেয়ে বুলেট গতির শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন নাইজেরিয়ার মিডফিল্ডার। সম্ভাব্য দুটি অফসাইড দীর্ঘ প্রায় তিন মিনিট সময় নিয়ে যাচাই করে গোলের সিদ্ধান্ত দেয় ভিএআর। এরপর খেলা পুনরায় শুরু হতেই আবার সিটির জালে বল! প্রতিপক্ষের কর্নারে এক হাত দিয়ে বল ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন জানলুইজি দোন্নারুম্মা কিন্তু পারেননি তিনি। ফাঁকায় বল পেয়ে জোরাল কোনাকুনি শটে স্কোরলাইন ৫-৪ করেন স্যামুয়েল। আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে আয়োজকরা। শেষ দিকে প্রবল চাপ তৈরি করে দারুণ কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে তারা। দৃঢ়তার সঙ্গেই সেই চাপ সামলান দেয় গুয়ার্দিওলার শিষ্যরা।

প্রতিকূল পরিবেশে ও অনবদ্য ইস্টবেঙ্গল, নেটমাধ্যমে বিশেষ পোস্ট অ্যান্থনির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বরঃ আগের বছর অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের তত্ত্বাবধানে দুরন্ত সাফল্য পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দল। চমকপ্রদ ফুটবলের মধ্যে দিয়ে ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ জয় করার পাশাপাশি কন্যাশ্রী কাপ ঘরে তুলেছিল মশাল কন্যারা। সেই সুবাদে এবার এএফসির ওমেন্স চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রিলিমিনারী রাউন্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছিল সুইটি দেবীরা। সেখানে ও প্রথম থেকেই দাপট ছিল ভারতীয় কন্যাদের। যোগ্যতা অর্জন পর্বে একের পর এক শক্তিশালী দলকে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে এসে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তারপর চীন উড়ে গিয়েছিল মশাল ব্রিগেড। সেখানে প্রথম ম্যাচে ও

বাজিমাত করেছিল সৌম্যা গুগুলথরা। অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল ইরানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বাম খাতুন এফসিকে। বলাবাহুল্য, ভারতীয় ফুটবলারদের কাছে চীনের আবহাওয়া যে খুব একটা উপযোগী হবে না সেটা বলাই চলে। সেই প্রতিকূল পরিবেশে ও দেখা গিয়েছিল ভারতীয় কন্যাদের দাপট। যা নিঃসন্দেহে মন জয় করেছিল সকলের। তারপর আর এক পয়েন্ট নিশ্চিত করতে পারলেই এএফসির এই টুর্নামেন্টের নক আউট পর্বে চলে যেত ইস্টবেঙ্গল। যারফলে সৃষ্টি হতে পারত এক অনন্য রেকর্ড। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। পরপর টানা দুইটি ম্যাচে তাঁদের আটকে যেতে হয়েছিল জিয়ংদার পাশাপাশি নাসাফের কাছে। তবে এক্ষেত্রে দুইটি ম্যাচ হারলেও খানিকটা সম্ভবনা ছিল ময়দানের এই প্রধানের। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাসাফের কাছে দুই কিংবা তাঁর থেকে ও কম ব্যবধানে পরাজিত হতে হত মশাল কন্যাদের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। অনবদ্য লড়াই করে ও শেষ পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের অতিরিক্ত সময় তৃতীয় গোল হজম করেছিল ইস্টবেঙ্গল। তারপর ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সমস্ত আশা। তবুও মহিলা দলের এমন লড়াইকে স্বাদুবাদ জানিয়েছেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। এবার নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই স্মৃতি উস্কে দিলেন মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। বেশকিছু সময় আগে ইনস্টাগ্রামে দলের দায়িত্ব সামাল দেওয়ার বেশকিছু ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'ঠান্ডা রাত। প্রবল বৃষ্টি। থেমে থাকে না লড়াই।' পাশাপাশি উল্লেখ্য করা হয়েছে দেশের হয়ে লাল-হলুদের সক্রিয়তার কথা। যা মন কাড়ছে সমর্থকদের।

আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেল বার্সেলোনা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ৩ ডিসেম্বরঃ কাম্প ন্যুয়ে মঙ্গলবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। প্রথমার্ধে আলেক্স বায়েনার গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দারুণ নৈপুণ্যে সমতা টানেন রাফিনিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে দলকে এগিয়ে নেন দানি ওলমো। আর একেবারে শেষ মিনিটে জয় নিশ্চিত করেন ফেররান তরেস। অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার রবের্ত লেভানডফস্কি পেনাল্টিতে ব্যর্থ না হলে ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। ১৫ ম্যাচে ১২ জয় ও এক ড্রয়ে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুই নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ, একটি ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে শাবি আলোন্সোর দল। বার্সেলোনার সমান ম্যাচে দ্বিতীয় হারের স্বাদ পাওয়া আতলেতিকো ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে। টানা ছয় জয়ের পর তেতো অভিজ্ঞতা হলো দিয়েগো সিমেওনের দলের। ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে ভিয়ারেয়াল। দাপুটে ফুটবলে পুরো ম্যাচে ৫৮ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৯টি শট নিয়ে ৬টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। আতলেতিকোর ৭ শটের ২টি লক্ষ্যে ছিল। অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণাত্মক শুরু করে বার্সেলোনা। রাফিনিয়া-ইয়ামালদের কয়েকটি লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রচেষ্টার পর, ১৯তম মিনিটে গোলের জন্য নিজেদের প্রথম শটেই এগিয়ে যায় আতলেতিকো। হাই-লাইন রক্ষণের চড়া মূল্য দিতে হয় বার্সেলোনাকে। নিজেদের অর্ধ থেকে পাস দেন নাহুয়েল মোলিনা। অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বল ধরে এগিয়ে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন বায়েনা। রেফারি প্রথমে অফসাইডের বাঁশি বাজালেও ভিএআরে পাল্টে যায় সিদ্ধান্ত। জবাব দিতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি

বার্সেলোনার। ২৬তম মিনিটে চমৎকার গোলে দলকে সমতায় ফেরান চোট কাটিয়ে দুই মাস পর সম্প্রতি মাঠে ফেরা রাফিনিয়া। পেদ্রির থ্রু বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আগুয়ান গোলরক্ষককে পাশ কাটিয়ে ফাঁকা জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ১০ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু স্পট কিকে বল অনেক ওপর দিয়ে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন লেভানডফস্কি। বক্সে দানি ওলমো ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল বার্সেলোনা। এক মিনিট পর আরেকটি সুযোগ পান লেভানডফস্কি। লামিনে ইয়ামালের ক্রসে বক্সে পোলিশ তারকার জোরাল হেড ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। প্রথমার্ধে প্রায় ৭১ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১২টি শট নিয়ে ৩টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। এই সময়ে গোলটি ছাড়া আর শট নিতে পারেনি আতলেতিকো। দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পায় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে দারুণ নৈপুণ্যে ভেতরে পাস দেন ইয়ামাল, কিন্তু শট বাইরে মারেন রাফিনিয়া। ৬৫তম মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন ওলমো। বক্সের বাইরে লেভানডফস্কিকে পাস দিয়ে ভেতরে ঢুকে পানে তিনি। জটলার মধ্যে থেকে ফিরতি বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে কোণা দিয়ে জালে পাঠান স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। ওই গোলের পর চোট পেয়ে চিকিৎসা নিতে হয় তাকে। তার বদলি হিসেবে মাঠে নামানো হয় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে। একই সঙ্গে লেভানডফস্কির জায়গায় নামেন ফেররান তরেস। দুই মিনিট পর সুযোগ পান ইয়ামাল। কিন্তু তার শট লক্ষ্যে থাকেনি। ৭৯তম মিনিটে সমতা টানার সুবর্ণ সুযোগ হারান থিয়াগো আলমাদা। সতীর্থের পাস পেয়ে তার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক, কিন্তু শট নিতে দেরি করে ফেলেন তিনি, বক্সে দুই জনের বাধা এড়িয়ে বাইরে মারেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে আরেকটি সুযোগ পায় আতলেতিকো। এবার বক্সে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি দলটির রেকর্ড স্কোরার অঁতোয়ান গ্রিজমান। পরের মিনিটে কাছের পোস্টে র‍্যাশফোর্ডের শট ঠেকান ওবলাক। শেষ মিনিটে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন তরেস। ডান দিক থেকে আলেহান্দ্রো বাল্দের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে ফাঁকায় পেয়ে জালে পাঠান স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। আবার খেলা শুরু হতেই বাজে শেষের বাঁশি। বুধবার আথলেতিক বিলবাওয়ের মাঠে জিতে ব্যবধান কমানোর সুযোগ রেয়াল মাদ্রিদের সামনে যারা টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com